বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ১৬টি গ্রামে আর্থ-সামাজিক অনুসন্ধান

সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন
মাজহারুল ইসলাম
বারেক হোসেন মিঠু

বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ১৬টি গ্রামে আর্থ-সামাজিক অনুসন্ধান

গবেষক
সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন
মাজহারুল ইসলাম
বারেক হোসেন মিঠু

প্রকাশক
সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও)
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী-৬২০১
সেল ফোন: ০১৭১১-২৭৪২৭৮, ইমেল : ccbvo_rajshahi@yahoo.com

আর্থিক সহায়তা
বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড সাপ্লাই
বাড্ডানগর লেন, পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৪১১৭-৪

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১১

সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহকারী

আরিফ, সুমন মার্ডী, যোশেফ হাঁসদা, আলেকসিউস হাঁসদা, আরতি হেম্ব্রম, রতন তপ্ন মুন্ডা, হ্যান্স আরনেস্ট সরেন, এমেলিউস টুডু, ভবেশ সরেন, বাবুরাম বাস্কে, নমিতা টুডু ও সন্তোষ সরেন।

তথ্য সংগ্রহে সহায়তা

নিরঞ্জন কুজুর, সুদক্ষণ টপ্প্য, লালমোহন মিঞ্জ, শরৎ চন্দ্র রাজুয়াড়, মানিক এক্কা, সাবিনা খালকো, ইম্মানুয়েল হেমব্রম, মুখলেসুর রহমান, পবন বাকলা, মিনতী সরেন, পরেশ লাকড়া, বিরাশ লাকড়া, ঝর্ণা লাকড়া, শ্যামল কুমার শিং, দিলিপ টুডু, পাউল বিশ্বাস, অনিল সরেন, দূর্যোধন খালকো।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিচালক সরকার মোটামুটি একটা সরল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন যে, বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। আছে কিছু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাঁদের ইতিহাস দরকার হয়নি, নৃ-বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন হয়নি, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্যেরও দরকার করেনি। ভুল আমাদেরই, ক্ষমতা হাতে থাকলে কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। ইতিহাস শুধু আপন মনে হাসতে থাকে।

যাই হোক, সংবিধানে স্বীকৃতি মেলেনি। বাহাত্তরের সংবিধানেও মেলেনি। ২০১১-এর সংশোধনীগুলি সন্নিবিষ্ট হবার সময়েও মেলেনি। কিভাবে তা মিলবে, মেলবার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা তা বাংলাদেশের ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য যাঁরা ধারণ করছেন, সেই আদিবাসী জনসাধারণকেই স্থির করতে হবে এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে তাঁদেরই এই দাবি আদায় করে নিতে হবে। এঁদের পাশে এখন অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাজার হাজার এনজিও সংগঠন, কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, বহু সহৃদয় বুদ্ধিজীবী তাঁদের সাহায্য করতে নাকি কসুর করছেন না। তবে, এর মধ্যেই কিছু স্বাধীন সংগঠন কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এমন চেষ্টা একটা কঠিন, নিষ্ঠুর ও পরমুখাপেক্ষী রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে কতোদূর এগোতে পারবে আমি জানিনা। কিন্তু এমন চেষ্টাকে কিছুতেই নিরুৎসাহিত করতে পারব না।

সিসিবিভিও এমনি একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন নেতৃত্বের জায়গা থেকে কাজ করেন। ওঁকে আমি বহুকাল থেকে চিনি এবং ওঁর উদ্যোগ ও কর্মের উপর আস্থা রাখি। বরেন্দ্রী অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষণের কাজ করেছেন স্বপন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকলের সাহায্যে। প্রচুর তথ্য মিলবে এই সমীক্ষণ থেকে। মাটি-ঘেঁষা গবেষণা ছাড়া এত তথ্য সংগ্রহ কোন মতেই সম্ভাব্য নয়।

আরো উল্লেখযোগ্য এই- শুধু তথ্য উপাত্ত নয়, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা যাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনে, কর্মসংস্থানে ও নিজেদের দারিদ্র রোধে এগিয়ে আসতে পারেন সেজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপও গ্রহণ করছেন।

হাসান আজিজুল হক
কথা সাহিত্যিক

সিসিবিভিও-এর সভাপতির বক্তব্য

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, **বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র** শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও) কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে কাজটি প্রশংসার দাবি রাখে।

আমরা জানি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কমপক্ষে তেত্রিশটি নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জনগণ বিস্তৃর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। এই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলো নানা ভাষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে কিছুটা উন্নয়ন অনুভূত হলেও আদিবাসীরা এখনো বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে। অপরদিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদিবাসী পরিবার এখনও নানাবিধ রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নাগরিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও তারা বসতভিটা ও নিজস্ব পৈত্রিক সম্পত্তি হতে নানাভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে, এমনকি মালিকানা হারাচ্ছে।

আমি মনে করি সিসিবিভিও'র প্রকাশিত এই সমীক্ষা প্রতিবেদনটি আদিবাসীদের উন্নয়নের পথে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের যোগান দিতে সক্ষম হবে। একইসাথে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পদক্ষেপের জন্যও এটি সহযোগী হবে। সিসিবিভিও'র এই উদ্যোগে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) এর আর্থিক সহায়তা কাজটিকে তরান্বিত করেছে, এজন্য বিএফএফ কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সিসিবিভিও-এর এই প্রচেষ্টায় যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিসিবিভিও-এর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।

এভারিস্ট হেমব্রম
সভাপতি, সিসিবিভিও

বিএফএফ- এর নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্য

'বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র' শিরোনামের এ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি বরেন্দ্রভূমির অনগ্রসর ৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ভাবনা ও প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে সিসিবিভিও'র সম্পৃক্ততার ভিন্নতর প্রতিফলন। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে বসবাসকারী সান্তাল, ওরাওঁ, রাজুয়াড়, রাই ও পাহাড়িয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ সংকলিত হয়েছে এ সমীক্ষাপত্রে যার মাধ্যমে আদিবাসীদের জীবন-মান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভূমির অধিকার, কাজ-মজুরির-ক্ষেত্র, সামাজিক বৈষম্য, মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ের বাস্তবতা ওঠে এসেছে।

যে অর্থেই আদিবাসীদের নামকরণ (উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইত্যাদি) করা হোক না কেন, বা এ দেশের যে প্রান্তেই তাদের বসতি থাকুক না কেন, এক বাক্যেই বলা যায় 'তারা ভালো নেই'। ক্রমাগত বৈষম্য আর বঞ্চনার নিষ্পেষণে তারা প্রান্তিক হতে অতি-প্রান্তিকের তালিকায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ অনেক বড় স্বপ্ন কিংবা প্রত্যাশা কখনোই বোধ করি ছিল না আদিবাসীদের; ক্ষুধা-নিবৃত্তি, মাথা গোঁজার ঠাঁই, মূল স্রোতে সামাজিক স্বীকৃতি- এর কোনো কিছুই অবাস্তব চাওয়া বা স্বপ্ন বিলাসিতা নয়। অথচ এটুকুর জন্যই জীবনভর তাদের আকুতি আর সংগ্রাম।

এদেশের সকল আদিবাসী সম্প্রদায় বাংলাদেশের নাগরিক; স্বভাবতই একজন নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা-অধিকার তাদের প্রাপ্য। রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি দেশের অপরাপর নাগরিক সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে এ অধিকার অর্জনে সহায়তা করা। আশার কথা হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র তাদের উন্নয়নের বিষয়ে নীতিগতভাবে আন্তরিক; বেশ কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের মৌলিক চাহিদার সম্পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু নিরাশার বিষয়টি হলো, সরকার ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, সুপরিকল্পনা ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের ঘাটতি থাকায় এসমস্ত বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ-কর্মকাণ্ড স্থিতিশীল হতে পারছে না। সঠিক তথ্যের অভাবও এসব ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

এ সমীক্ষাপত্রটি অবহেলিত ৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার প্রকৃত চিত্রটি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে তুলে ধরতে পারবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ফলে তা আদিবাসীদের বিষয়ে নীতিনির্ধারণে সামান্যতম হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাঠ পর্যায়ের এ সমীক্ষা পরিচালনা ও প্রকাশনায় সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকতে পারায় 'বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন' অত্যন্ত আনন্দিত। একটি গঠনমূলক উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই তৎকালীন বিএফএফ-এর নির্বাহী পরিচালক সাফি রহমান খান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে। একই সাথে আমি বিএফএফ-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অবহেলিত সেসব আদিবাসী মানুষদেরকে যারা সমীক্ষাপর্বে তথ্য ও সময় দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গবেষকবৃন্দ ও মাঠ পর্যায়ে তাদের সকল সহযোগীকে। সর্বোপরি সাধুবাদ জানাচ্ছি সিসিবিভিও-র নির্বাহী প্রধান সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন ও সকল কর্মীকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরলসভাবে তাদের মেধা-মনন-শ্রম দেবার জন্য।

প্রকাশনাটির সর্বোচ্চ প্রচার ও ব্যবহার কামনা করছি।

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন

সূচি

মুখবন্ধ
সিসিবিভিও-এর সভাপতির বক্তব্য
বিএফএফ-এর নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্য
প্রথম অধ্যায় : পটভূমি **১১**
১.১. ভূমিকা
১.২. বরেন্দ্র অঞ্চল
১.৩. আদিবাসী প্রসঙ্গ
১.৪. সমীক্ষাভূক্ত আদিবাসী
দ্বিতীয় অধ্যায় : সমীক্ষা পদ্ধতি **১৭**
২.১. সমীক্ষায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
২.২. উত্তরদাতা নির্বাচন ও নমুনায়ন
২.৩. তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণ
২.৪. সমীক্ষা এলাকা
২.৫. সমীক্ষা কাল:
২.৬. সীমাবদ্ধতা
তৃতীয় অধ্যায় : সমীক্ষার সংক্ষিপ্তাসার **১৯**
চতুর্থ অধ্যায় : সমীক্ষার ফলাফল **২০**
৪. ১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক তথ্য
৪.২. শিক্ষা সংক্রান্ত
৪.৩. ভূমি মালিকানা ও সম্পদ
৪.৪. গৃহপালিত সম্পদ
৪.৫. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
৪.৬. পানি ও সেনিটেশন
৪.৭. কর্মসংস্থান
৪.৮. এনজিও পরিচালিত ঋণ ও ঋণ ভিত্তিক সঞ্চয়
৪. ৯. সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ
৪. ১০. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব
৪. ১১. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ
৪. ১২. অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত
পঞ্চম অধ্যায় : রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠন সংক্রান্ত তথাবলী **৩৫**
ষষ্ঠ অধ্যায় : সমীক্ষায় প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য **৩৮**
সপ্তম অধ্যায় : সুপারিশমালা ও উপসংহার **৬৬**
৬.১. সুপারিশমালা
৬.২. উপসংহার
সংযুক্তি-১ : **৬৯**
১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় ধারা
২. স্টেট এ্যাকুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী এ্যাক্ট
৩. আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র
৪. আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯
৫. সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ
৬. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণার কতিপয় ধারা

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

১.১. ভূমিকা

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহ তাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনধারা দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩.৩ থেকে ৪ ভাগ আদিবাসী জাতিসমূহের অবস্থান, যারা প্রায় ৩৩টি নৃ-জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে অত্র অঞ্চলে বসবাস করছে। ঐতিহাসিক পটভূমি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক উৎসব তাদের মধ্যে বৈচিত্র এবং একই সাথে এক বিশেষ ধরনের ঐকতান সৃষ্টি করেছে। এই সকল আদিবাসী তাদের নিজ নিজ সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ভাষা এবং পৃথক পৃথক দৈহিক গঠনসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও সত্ত্বা নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করলেও পৃথক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্যের কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। এই অঞ্চলে আদিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক ২০ লাখ। এ অঞ্চলের নৃ-জাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে- সান্তাল(সাঁওতাল), ওরাওঁ, মুন্ডা (মুন্ডারী), মাহালে(মাহালী), পাহাড়িয়া, মাহাতো (কুর্মি), পাহান, সিং, রাজুয়াড়, কর্মকার, মুস্হর, রাজবংশী, মুরিয়ার, মালো, ক্ষত্রিয়-বর্মণ, গন্ড, রাই, বেদিয়া, কোল, তুড়ী, হাঁড়ি, ভুঁইমালী (ভুঁমালী), লাহার, ভুইয়া, ভূমিজ, মালের, খয়রা, ধুনা, তেলি, পাল, বাগদি, ঘুড়ি, গঞ্জ ইত্যাদি।

স্মরনাতীতকাল থেকে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তথা মূলত বরেন্দ্রভূমি ও চলনবিলের জঙ্গলাকীর্ণ টিবিগুলোসহ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে তারা বসবাস শুরু করে। এখানে তারা তাদের প্রয়োজন মত জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমিগুলোকে পরিস্কার করে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। আদিবাসীদের সামাজিক রীতি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী তখন তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি চাষযোগ্য করতো না। ফলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিতে চাষাবাদ এবং বনভূমিতে প্রয়োজন মতো পশু শিকারসহ সমগ্র কৃষি ও বনভূমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করাও ছিল তাদের সামাজিক বিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ কারণে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা তাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা উদ্ধারকৃত ভূমিতে উত্তরাধিকার সূত্রে ও দখলীমূলে মালিক হিসেবে বসবাস করে আসছিল। আদিবাসীদের কষ্টার্জিত বরেন্দ্র অঞ্চলের এইসব জমি-জমা জমিদার, ভূ-স্বামী ও জোতদার শ্রেণীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিস্তার পায়নি। ভূমি দখলের প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। এ ভূমি দখলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে সমতলভূমির আদিবাসীরা ১৯৫১ সালে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও দখলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একটি আইনি হাতিয়ার পেয়েছিল কিন্তু এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয়নি কখনোই বরং এর বিকৃত ব্যবহার করা হয়েছে। হত্যা, গুম, নারী নির্যাতন ও নানাবিধ অত্যাচারে আদিবাসী জনগণ অতিষ্ঠ। আদিবাসীরা আজ মানবাধিকার লজ্ঘন ও বৈষম্যের প্রত্যক্ষ শিকার। প্রচলিত জটিল সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রতি অনীহা, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্কার এবং বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ভূমিগ্রাসীদের হীনকৌশলের কারণে তারা এখন ভূমিহীন। নিজ জমির ওপর অধিকার হারিয়ে তারা এখন অন্যের জমিতে কৃষি-মজুর ও দিন-মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার এখনও তাদের জীবিকার জন্য কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত পেশার উপর নির্ভরশীল এদের প্রায় ৮৭% পরিবার ভূমিহীন, ৫% পরিবার প্রান্তিক কৃষক এবং ৩% পরিবার মধ্য কৃষক, ২% পরিবার ধনী কৃষক। উল্লিখিত এই সামাজিক স্তর-বিন্যাসের আওতায় ভূমিহীন আদিবাসীরা কাজের অভাবে বেকার থাকছে বছরের প্রায় অর্ধেক সময়। এর ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে বসবাসরত আদিবাসীদের প্রায় ৯০% পরিবার চরম দারিদ্রের শিকার হয়ে বছরের প্রায় ৬ মাস চরমভাবে খাদ্যের অনিশ্চয়তাসহ চিকিৎসা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বাংলাদেশে মানব সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বন উজাড় করার ফলে দেশে বসবাসরত আদিবাসীরা আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছে। তারা তাদের জমির অধিকার হারিয়ে ভূমিহীন। বন উজাড় হওয়ার ফলে বাধাগ্রস্থ হয়েছে তাদের স্বাভাবিক জীবনধারা। তাদের চিরাচরিত পেশার পরিবর্তন ঘটছে, ভাষায় ঘটছে সংমিশ্রণ, সংস্কৃতি হচ্ছে বিলুপ্ত। দারিদ্র্য ও অবহেলার কারণে তারা হচ্ছে আরও প্রান্তজন। আদিবাসীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রতীয়মান হয়, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে বহুমাত্রিক সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন।

যদিও বাংলাদেশে আদিবাসীরা মূল ধারার উন্নয়ন থেকে সবসময় বাইরে থেকেছে। আবার দেশের পাহাড়ি আদিবাসীদের অপেক্ষাকৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা বেশি থাকায় আদিবাসী অর্থে সাধারণভাবে তাদেরকেই বোঝান হয়। ফলে উত্তরাঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী/ নৃ-জাতিগোষ্ঠী সকল ধরনের আলোচনা ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন(সিসিবিভিও) বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের প্রধান প্রধান সমস্যা এবং এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে একটি

সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে এবং ২০০৩ সনে একটি 'প্রকল্প ধারণাপত্র' প্রণয়ন করে। আদিবাসীদের সামগ্রিক বাস্তবতা বিবেচনা করে ২০০৫ সালে গোদাগাড়ী উপজেলাধীন দেওপাড়া ইউনিয়নে সিসিবিভিও প্রকল্পটি 'পাইলট' আকারে বাস্তবায়ন শুরু করে। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দান করে। পর্যায়ক্রমে "আদিবাসী জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয় ২০০৫-২০০৮ সালে এবং পরে এর ধারাবাহিকতায় "আদিবাসী গ্রামভিত্তিক স্থায়িত্বশীল খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে কর্মএলাকায় আদিবাসী জনগণের উন্নয়ন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। গ্রামসমূহের সামাজিক সংগঠনগুলো সুসংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি রক্ষাগোলা ভিত্তিক খাদ্যের নিশ্চয়তা ও সংগঠনের সামাজিক তহবিল গঠন, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অভিগম্যতা বৃদ্ধি, আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমানে সিসিবিভিও'র সহায়তায় সর্বমোট ২২টি গ্রামের জনগণ গ্রামভিত্তিক স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই গ্রামগুলো হচ্ছে- চৈতন্যপুর, শাহানাপাড়া, ঈদলপুর-কান্তপাশা, নিমকুড়ি, পাথরঘাটা, বেলডাঙ্গা, গোলাই, জিওলমারী, গড়ডাইং, মূলকী ডাইং, ডাইংপাড়া, নিমঘুটু, শ্রীরামপুর বিড়ইল, বাগানপাড়া, গণকের ডাইং, ফার্সা পাড়া, দাদৌড়, গুনিগ্রাম রাজাপাড়া, নড়সিংগড়-আদর্শগ্রাম, আগোলপুর, ঈদলপুর ও মাধাইপুর। এইসব গ্রামে ওরাওঁ, সান্তাল, রাজুয়াড়, রায়, পাহাড়িয়া, শিং, হাজরা ও বাঙ্গালী জাতির বসবাস। এর মধ্যে ২১টি আদিবাসী এবং ১টি বাঙালী গ্রাম। বর্তমানে এই ২২টি গ্রামে ৯৬৩টি পরিবারে ১ হাজার ৩৬২ জন নারী, ১ হাজার ৩১৯ জন পুরুষ, ৯৬২ জন মেয়ে শিশু ও ৯৯৩ জন ছেলে শিশু, সর্বমোট ৪ হাজার ৬৩৬ জন মানুষের বসবাস। কর্মসূচীর আওতায় মোট ২২টি গ্রামে জাতিগত সংস্কৃতি বান্ধব রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠন পুনর্গঠন হয়েছে। আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রতিটি গ্রামে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সংগঠনের পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনগুলো সর্বমোট ৯৬৩ টি পরিবারের ৪ হাজার ৬৩৬ জন নারী-পুরুষ-শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছে। কর্মসূচীর আওতায় ১৬টি রক্ষাগোলা ঘর ও সমাজগৃহ নির্মিত হয়েছে।

১.২. বরেন্দ্র অঞ্চল

বরেন্দ্র নামকরণের পেছনে একাধিক পৌরাণিক কাহিনির প্রচলন রয়েছে। বর শব্দের অর্থ আশির্বাদ আর ইন্দ্র হলো দেবতাদের রাজা। ফলে ইন্দ্রের বর বা আশির্বাদ থেকে বরেন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। মহাভারত ও রামায়ণে বরেন্দ্র ভূমিকে পুণ্ড্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে বলি রাজার এক পুত্র পুণ্ড্রের নামে এই ভূমির নামকরণ করা হয়। খিস্ট্রপূর্ব ২১৩ থেকে ২৩২ সালের শিলালিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোকের শাসনামলে বরেন্দ্র ভূমিকে তাদের আদি বাসিন্দাদের নামে নামকরণ করা হত যাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল পারিংগাদন যা পরিবর্তিত হয়ে বারিন্দ্র নাম ধারণ করে ও ভূমির নামও তাই হয়ে যায়।

বরেন্দ্র অঞ্চল বা বর্তমান রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ ২৩-৪৮-৩০´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬-৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ও ৮৯- ৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এ স্থানের সামান্য দক্ষিণ (২৪ ও ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী স্থান) দিয়ে চলে গেছে। ৯০ ডিগ্রি পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিধায় ৮৮ ডিগ্রি ২ ও ৮৯ ডিগ্রি- ৫৭ দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এ স্থানে পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

এ স্থানের উত্তরে ভারতের পুর্নিয়া, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা সমূহ, পশ্চিম ভারতের পুর্নিয়া, ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা দুটি ও মালদহ জেলা, দক্ষিণে পদ্মা নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাদ্বয় এবং বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ি জেলাদ্বয় এবং ভারতের ধুবড়ি জেলা ও ব্রক্ষপুত্র নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের তরা জেলা ও যমুনা নদীর ওপারে অবস্থিত বাংলাদেশের জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা দুটি।

বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই পাঁচটি জেলা অর্থাৎ বর্তমানের মোট ১৬ টি জেলা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্রভূমি তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আয়তন ১৩,৩৬৯ বর্গমাইল (৩৪,৬৫৪ বর্গ কি:মি:) ও ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি মতে এর লোকসংখ্যা ২,১৮,৯৬,৮৯১ জন এবং প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা ১,৬৩৭ জন।

বরেন্দ্র অঞ্চল তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুম এলাকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আর্দ্র। আবহাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের সবচেয়ে চরমভাবাপন্ন এলাকাগুলির মধ্যে এ অঞ্চলের বেশ কিছু কিছু স্থান পড়ে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় শীর্ষস্থানে অবস্থিত সমুদ্র থেকে এ স্থানের দক্ষিণাঞ্চলের দূরত্ব দুই থেকে তিনশ মাইল(৩২০ থেকে ৪৮০ কিলো মিটার) উত্তরে এবং হিমালয় পর্বত থেকে এ অঞ্চলের মধ্যভাগ দক্ষিণে প্রায় সম দূরত্বে অবস্থিত। ফলে এ বিভাগের দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র এবং হিমালয়ের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বলা চলে। মৌসুমি অঞ্চলের অনেক দেশের মত বরেন্দ্র অঞ্চলের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু নিজস্ব ফলফুল, শস্যসম্ভার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং সূক্ষ্ণ

বিচারে তা সহজেই ধরা পড়ে। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়াবিদদের মতে বায়ু প্রবাহ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপ মাত্রার তারতম্য ইত্যাদির ভিত্তিতে বরেন্দ্র অঞ্চলে সাধারণত সারা বছর চার ধরনের আবহাওয়া বিরাজমান। এগুলি হচ্ছে; (ক) মৌসুমী পূর্বকাল (আংশিক বসন্ত ও আংশিক গ্রীষ্মকাল) সময়কাল হলো ফাল্গুন- চৈত্র- বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ (মার্চ-এপ্রিল-মে মাস), (খ) মৌসুমী কাল (আংশিক গ্রীষ্ম সমগ্র বর্ষা ও আংশিক শরৎকাল), সময়কাল হল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন (জুন-জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), (গ) মৌসুমী উত্তরকাল (আংশিক শরৎ ও আশিক হেমন্তকাল), সময়কাল হল আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ(অক্টোবর-নভেম্বর) ও (ঘ) শীতকাল (আংশিক হেমন্ত-সমগ্র শীত ও বসন্তকাল), সময়কাল হল অগ্রাহায়ণ-পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন (ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)।

১.৩. আদিবাসী প্রসঙ্গ

সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী শব্দটি নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক ও ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বিদ্যমান অনেকগুলো জাতিসত্ত্বা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করছে। অপরদিকে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির একটি অংশ বলছে দেশে কোন আদিবাসী নাই। বিতর্ক সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হলো আদিবাসী শব্দটির মধ্যেই। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যারা Indigenous বা tribal নামে পরিচিত তাদেরকেই বাংলা ভাষায় বলা হচ্ছে আদিবাসী। বিপত্তিটা ঘটেছে আদিবাসী শব্দটিকে আদিবাসিন্দা হিসেবে বোঝার কারণে। কে কবে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে বিষয়টি মোটেও তার উপর সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালিরা এদেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে একথাও ঠিক। তবে কোন জাতি যদি নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে চায় তবে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। হাজার হাজার বছর আগে এদেশের অধিকাংশ এলাকা ছিল সাগর যা পরে বদ্বীপ আকারে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে বসবাস শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে আদিবাসিন্দা অর্থে এদেশে আদিবাসী খোঁজা নিরর্থক। কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠী/জনজাতি (আদিবাসী) বসবাস করে আসছে (খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৭০০ শতাব্দীর পূর্ব থেকে-টনি ব্লি রিপোর্ট জানুয়ারি/১৯৯৭)। এই বসবাসের ধরণ ছিল পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী (যাযাবর) ও স্থায়ী।

আদিবাসী শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি। 'আদি' অর্থ 'মূল' এবং 'বাসী' অর্থ 'অধিবাসী'। অর্থাৎ আদিবাসী হলো কোন অঞ্চলে 'মূল অধিবাসী' বা 'দেশীয় লোক' (Indigenous people)। আদিবাসী বলতে বুঝায় এমন এক একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটা অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং একই সংস্কৃতির এককের অন্তর্ভূক্ত। অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে সকল লোকেরা ঐ সব দেশে উপনিবেশিক সমাজ ও বাণিজ্য কর্তৃক দখলের পূর্বে থেকেই বসবাস করে আসছে এবং বর্তমানে তথাকথিত 'মূল' সমাজ থেকে নিজেদেরকে আলাদা বলে মনে করে তারাই আদিবাসী।

অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, People who inhabited a land before it was conquered by colonial societies and who consider themselves distinct from the societies currently governing those territories are called Indigenous Peoples অর্থাৎ 'যে সকল লোকেরা ঐ সব দেশে উপনিবেশীক সমাজ ও বাণিজ্য কর্তৃক দখলের পূর্বে থেকেই বসবাস করে আসছে এবং বর্তমানে যে সমাজ থেকে নিজেদেরকে আলাদা বলে মনে করে তারাই আদিবাসী।'

বৈষম্য প্রতিরোধকরণ এবং সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহকে সংরক্ষণের জন্য গঠিত সাবকমিশনের কাছে প্রদত্ত জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ারের মতানুসারে, 'ঐ সকল লোক-সমাজ বা জন-সমাজ যারা দখলপূর্ব এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক সামাজিক অবস্থার সাথে যাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার তথ্য প্রমাণ রয়েছে এবং ঐ ঔপনিবেশিক সমাজগুলো তাদের এলাকাতেই বিকাশ লাভ করেছে অথচ ঐ সমস্ত জাতিসত্ত্বা নিজেদেরকে বর্তমানে ঐ সমস্ত এলাকাগুলোতে বিরাজমান অন্যান্য সমাজগুলোর বিভিন্ন অংশ থেকে আলাদা করে দেখে সেই সমস্ত জাতিসত্ত্বাগুলোই আদিবাসী জাতি বা জাতিসত্ত্বা। বর্তমানে তারা সমাজের প্রভাবশূন্য অংশ। তারা তাদের পিতৃপুরুষের এলাকাগুলোতে এবং তাদের আদি পরিচয় রক্ষা করতে, বিকশিত করতে বদ্ধপরিকর এবং সেগুলোকে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অর্জন অনুসারে তাদের পিতৃপুরুষের এলাকাগুলোকে এবং তাদের আদি পরিচয়কে তারা জাতি হিসাবে তাদের অব্যবহিত অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে মনে করে।' (As defined by the United Nations Special Rapporteur to the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Indigenous communities, peoples and nations are ….those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop, and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. Indigenous Peoples worldwide number between 300-500 million.)

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী 'আদিবাসী হলো তারাই যাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে, তাদের নিজেদের অথবা বিশেষ কোন আইন বা নিয়ম দ্বারা। একটি স্বাধীন দেশের অন্তর্ভূক্ত মানব সম্প্রদায়, যারা বর্তমান

রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে; যাদের নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এক একটি পৃথক জনগোষ্ঠী হিসেবে যারা সেদেশে বসবাস করে, অথচ সে দেশের জাতীয় কার্যাবলি পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তারাই হচ্ছে আদিবাসী।' সারা পৃথিবীতে আদিবাসী জনসংখ্যা ৩০০-৫০০ মিলিয়নের মধ্যে।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বাঙালী ছাড়া ২৮টি সংখ্যালঘু জাতি এবং তাদের সংখ্যা ১২ লাখের মতো বলা হয়েছে। অথচ জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতারা ধারণা করেন শুধু উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় ৩০টি জাতির ১৫ লাখের মতো আদিবাসী বাস করে। যদিও ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৩ লাখ ১৪ হাজার। ফলে বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারের উচিত দেশে বসবাসকারীর আদিবাসীদের যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং আদিবাসী জনজাতিসমূহের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য স্বীকার করে নেয়া। আদিবাসীদের সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

১.৪. সমীক্ষাভূক্ত আদিবাসী

ওরাওঁ

বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় বসবাসকারী এক আদিবাসী নৃগোষ্ঠী হচ্ছে ওরাওঁ। এছাড়া হবিগঞ্জ, গাজীপুর ও মৌলভীবাজার জেলাতেও ওরাওঁরা বসবাস করে। এদের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপটা, চুল কালো ও কুঞ্চিত, উচ্চতা মাঝারি। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এরা আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ। ওরাওঁ আদিবাসীরা ঠিক কবে কি কারণে বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য নেই তবে ভারতবর্ষের অন্যতম আদিবাসী হিসেবে ওরাওঁরা কয়েকশত বছর ধরে এদেশে বসবাস করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ওরাওঁদের প্রধান বসতি উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, রাজমহল ও বিহারের সন্নিহিত অঞ্চল। কৃষিকর্মই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। একই সাথে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে ওরাওঁদের অবদানের সাথে সাথে ভারতীয় নগর সভ্যতায় তাদের অবদানকে স্বীকার করা হয়। ওরাওঁরা ভারতীয় উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা। বর্তমানে হতদরিদ্র ও ভুমিহীন ওরাওঁ নারী-পুরুষ কৃষি-মজুর বা কুলি-কামিন হিসেবেও কাজ করে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এদের সংখ্যা ১১ হাজার ২৯৬ জন দেখানো হলেও এদের সংখ্যা বাংলাদেশে আনুমানিক ১ লাখ ১৫ হাজার।

অনেক আদিবাসী জাতির মতো ওরাওঁ সমাজও সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক। তবে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সর্বশক্তিমান 'ধরমেশ' স্বীকৃত। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিকাংশই সূর্যকে ঘিরে উদযাপিত হয়। এছাড়া রয়েছে গ্রাম দেবতা, গার্হস্থ্য দেবতা, ফসলের দেবতা, অরণ্য দেবতা, রোগ-বালাই দেবতা প্রমুখ। ওরাওঁদের অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সনাতন ধর্মের পূজা-পার্বন প্রথার সাথে মিল পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরেও ওরাওঁ সমাজে কিছু ব্রতানুষ্ঠান ও উৎসব প্রতিপালিত হয়ে থাকে। অন্যান্য আদিবাসীদের মত নৃত্য-গীত-বাদ্যের প্রবল অনুরাগী ওরাওঁ জন-জাতি। নৃত্য-গীত এদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সবধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রত ও উৎসব আয়োজনেই নৃত্য-গীতের সহযোগ থাকে। ঝুমুর গানে ওরাওঁদের ভক্তিবাদিতার পাশাপাশি যাপিত জীবনের নানা অনুষঙ্গ ও লৌকিক প্রেমাকাঙ্খা ফুটে ওঠে।

এদের বিবাহ পদ্ধতি অনেকটা সান্তাল ও মুণ্ডাদের বিবাহ ব্যবস্থার মতোই। ওরাওঁ সমাজে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সমাজে বিধবা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, একাধিক বিবাহ প্রচলন আছে। তবে একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখার রীতি নেই। বাল্যবিবাহ ও জোর-জবরদস্তিমূলক বিবাহ নিষিদ্ধ।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে এরা অস্ট্রিক ও ভাষাতাত্ত্বিকভাবে দ্রাবিড়ভাষী কুরুখ জাতির উত্তর পুরুষ। আবার কোন কোন গবেষক ওরাওঁদের প্রাক-দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে দাবি করেছেন। ওরাওঁদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তাদের ভাষার নাম 'কুরুখ' এবং 'সাদ্রি'। অঞ্চলভেদে এর ব্যবহার ভিন্নতা রয়েছে। সময় পরিক্রমা এবং বাঙালীদের সংমিশ্রণের কারণে এ ভাষায় বাংলা ভাষার বহু শব্দ ও বাক্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সান্তাল

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ জাতি হচ্ছে সান্তাল। বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় প্রধানত এদের বসবাস। ভারতবর্ষের রাঢ়বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও সান্তাল পরগণা থেকে কয়েকশত বছর পূর্বে এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে ১৮৫৭ সালের পর এদের আগমন বেশি ঘটে। স্ক্রেফস্রাডের মতে, 'সাঁওতাল' বা 'সান্তাল' কথাটির উদ্ভব ঘটেছে, 'সুঁতার' (Soontar) শব্দ থেকে। আবার কোনো কোনো নৃ-তাত্ত্বিক মনে করেন যে, দীর্ঘদিন সাঁওত বা সামন্তভুমিতে বসবাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল বা সান্তাল।

দেহগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী সান্তালদের প্রি-দ্রাবিড়িয়ান বলে চিহ্নিত করেন। আবার কোনো কোনো নৃ-বিজ্ঞানী আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জনগোষ্ঠীর উত্তর-পুরুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সান্তালরাও ভারতীয় উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা। একই সাথে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও কৃষি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে স্বীকৃত তারা। এখনো কৃষিই তাদের জীবিকা-নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। বর্তমানে অধিকাংশই ভূমিহীন এবং হত-দরিদ্র। ভূমিহীন এই সান্তাল জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষই কৃষি-মজুরে পরিণত হয়েছে।

সান্তালরা মূলত সর্বপ্রাণবাদী। 'ঠাকুর জিউ'কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করে তারা। তাদের প্রধান দেবতা সূর্য (সিংবোঙ্গা)। এরপর উপাস্য পর্বত দেবতা মারাংবুরু। তাদের বিশ্বাস, আত্মা অমর এবং সেই অনৈসর্গিক আত্মাই (বোঙ্গা) সব ঐহিক ভালোমন্দ নির্ধারণ করে। সান্তালরা উৎসবপ্রিয় জাতি। প্রায় প্রতি ঋতুতেই রয়েছে নৃত্য-গীত সহযোগে পার্বণ বা উৎসব। যেমন ফাল্গুনে উদযাপিত হয় বাহা/বর্ষ বরণ এবং পৌষে সহ্‌রায় বা নবান্ন উৎসব। 'সহ্‌রায়' তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই হচ্ছে এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই থাকে বাদ্যযন্ত্র-গীত ও দলীয় নৃত্য।

সান্তাল সমাজে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ তবে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। উল্লেখ্য, সান্তাল সমাজে ১২টি গোত্র রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক পারগানা প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পারগানা গঠিত হয়। পারগানা প্রধানকে 'পারগানা' বলা হয়। পারগানাভূক্ত গ্রামসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তিনি দেখাশুনা করেন। গ্রাম প্রধানকে বলা হয় 'মাঝি হাড়াম'। তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী এবং সান্তাল সমাজের নিয়ন্ত্রক। বিচারকার্য পরিচালনা ছাড়াও তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্বণিক অনুষ্ঠানের পরিচালনা বা সহায়তা করে। সান্তালদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। তবে নারীরাও এখানে প্রায় সমান মর্যাদায় সমাসীন।

সান্তালদের ভাষা অস্ট্রিক ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোত্রের। দীর্ঘদিন বাঙালিদের সাথে বসবাস করায় বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাব বিরাজমান। বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সান্তাল সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটছে। এখন অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকুরিসহ বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

রাজুয়াড়

বাংলাদেশ রাজুয়াড়দের বসবাস প্রধানত বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে। তবে দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় রাজোয়াড়দের বসবাস আমরা দেখতে পাই। ধারণা করা হয়, তাদের আদি নিবাস ভারতের নাগপুরে। রাজুয়াড়দের নৃতাত্ত্বিক বিবরণে দেখা যায়, এরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত কিছুটা বিচ্যুত মঙ্গোলয়েড রেসভূক্ত রাজবংশী জনজাতির কাছাকাছি অন্তবর্গীয় জনগোষ্ঠী। হিন্দু মিথ অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে ক্ষত্রীয় বলে দাবী করে। এদের মধ্যে গোত্র প্রথা প্রচলন অনেক বেশি এবং এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে আচার-অনুষ্ঠানেরও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে এ অঞ্চলের রাজুয়াড়দের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। কয়েক পুরুষ আগেই তাদের ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে। মাতৃভাষা হারিয়ে তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এমনকি এদের আচার-ব্যবহারেও বাঙালী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

রাজুয়াড় জনগোষ্ঠীর সমাজ কৃষিভিত্তিক। কৃষিই তাদের জীবিকা-নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষরাই সকল সম্পত্তির অধিকারী হলেও নারীরা বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পত্তি পায়। এদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও যৌথ ও একক পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য আদিবাসীদের মত নৃত্য, গীত, বাদ্যের প্রবল অনুরাগী রাজুয়াড় জনজাতি। নৃত্য-গীত এদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সবধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রত ও উৎসব আয়োজনেই নৃত্যগীতের সহযোগ থাকে।

আদি কারাম উৎসব ও ধারমা-কারমার পাশাপাশি সনাতন ধর্মের অনুসারী রাজুয়াড়রা। ধর্মীয় উৎসব হিসাবে তারা দুর্গা, কালি, শিব, মনসা, গনেশ, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ও ভগবতী পূজা করে এবং সংকীর্তন ও হরিনাম যজ্ঞ আয়োজন করে। তাদের ধর্মীয়-গুরু আছে। এই গুরু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং তারা বংশ-পরম্পরায় গুরু হিসেবে বিবেচিত হন।

রাই

বৃহত্তর রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার বসবাসকারী এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচেছ রায় বা রাই। ধারণা করা হয় ভারতবর্ষের ডুমকা পাহাড় ও মুর্শিদাবাদ থাকে এদের বাংলাদেশে আগমন ঘটেছিল। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী বাংলাদেশে অন্যান্য বসবাসকারী আদিবাসীদের সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। তাদের নিজস্ব সমাজ কাঠামো আছে এবং প্রতিটি গ্রাম সমাজে তাদের সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে।

রায় বা রাই কোন নৃ-গোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠীর আদিবাসী তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, তবে তাদের দৈনিক গঠন, মুখাকৃতি, গায়ের রং, মুখমণ্ডল, মাথার চুল প্রভৃতি থেকে অনুমান করা যায় তারা ইন্দো-আর্য গোত্রীয়। ঐ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের সঙ্গে এদের গোষ্ঠীগত মিল দেখা যায়। বর্তমানে রাইরা বাংলা ভাষায় কথা বলে যদিও একসময় তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। রাইদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণী রয়েছে। রাইদের মধ্যে গোত্র বিবাহ প্রচলিত, তবে এখন অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও বিবাহ হয়। প্রধানত বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে/মেয়ের অভিভাবকরাই পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে থাকে। অনেক আদিবাসী জাতির মতো রায় সমাজও সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক। তবে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সর্বশক্তিমান 'ধরমেশ' স্বীকৃত। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিকাংশই সূর্যকে ঘিরে উদযাপিত হয়। তারাও বর্ণ হিন্দুদের মত বারো মাসে তেরটি উৎসব পালন করেন। এদের একটি প্রধান সামাজিক উৎসব হলো কারাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় উসৎব কালী, মনসা, সরস্বতী, শীতলা, গণেশ, নারায়ণ পূজা তারা উৎযাপন করে থাকে। অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী খ্রিষ্টান হলেও রাই সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার প্রবণতা নেই। তারা ধর্মান্তকরণকে ভাল চোখে দেখে না।

পাহাড়িয়া

বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়িয়া। 'পাহাড়িয়া' একটি আর্য-ভারতীয় শব্দ। অরণ্য বা পর্বতে বসবাসকারী লোকদের বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। পাহাড়িয়াদের দাবি তাদের আদি উৎসস্থল হলো দক্ষিণ বিহারের রাজমহলে তিন পাহাড় পর্বতমালা। তারা চাষাবাদ এবং বনাঞ্চল থেকে আদিম পদ্ধতিতে ফলমূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষাভাষী দুটি জনগোষ্ঠীর একটি হলো পাহাড়িয়া, অন্যটি ওরাওঁ। এদের মধ্যে তেমন কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই। পাহাড়িয়ারা প্রধানত সাউরিয়া (মালার নামেও পরিচিত) এবং মাল এই ভাগে বিভক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশে পাহাড়িয়া জনজাতির নিজস্ব লোকজ পরিচিতি রক্ষা করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেখা যায় পাহাড়িয়াদের আত্মীয়তা সম্পর্কীয় পদ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুয়ানি রূপ ধারণ করেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম দ্বারা তারা আবেষ্টিত হয়েছে। অনেক অঞ্চলের পাহাড়িয়া তাদের নিজস্ব ভাষা ভূলে গেছে। এদের ভাষার কোন বর্ণমালা নেই এবং এটি কেবল একটি কথ্য ভাষা। পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামোর অধীনে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের নৈকট্যের কারণে অধিকাংশ পাহাড়িয়া বর্তমানে নিজেদের হিন্দু বা খ্রিস্টানরূপে পরিচয় দেয়। তারা লক্ষ্মী, মনসা, কালী এবং দূর্গার মতো হিন্দু দেবদেবীর পূজা করলেও নিজেরা এসব দেবদেবীর কোন মূর্তি স্থাপন করে না। খ্রিস্টানধর্মাবলম্বীরা পাহাড়িয়া গির্জায় ও বাড়িতে খ্রিস্ট ধর্মের রীতিনীতি পালন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমীক্ষা পদ্ধতি

২.১. সমীক্ষায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, ভূমির মালিকানা ও সম্পত্তির ধরন, কর্মসংস্থান ও পেশা, নারীর প্রতি বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক চিত্র তুলে ধরা।

২.২. উত্তরদাতা নির্বাচন ও নমুনায়ন

দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নে অবস্থিত মোট ৬৮টি আদিবাসী গ্রামের মধ্য থেকে সিসিবিভিও-এর কর্মএলাকাধীন ১৬টি আদিবাসী গ্রামকে দৈবচয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়। এই ১৬টি গ্রামের মোট ৩২০ জনকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রতি গ্রাম থেকে randomly ২০ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তর সংগ্রহের ক্ষেত্রে খানা প্রধানকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। উল্লিখিত গ্রামগুলোর মধ্যে ফার্সাপাড়া গ্রামে ১৮টি আদিবাসী পরিবার থাকার কারণে মোট ৩১৮ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.৩. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

সমীক্ষাটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ও দেওপাড়া ইউনিয়নে বসবাসকারী ১৬টি গ্রামে পরিচালিত করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ১০ জনকে (৮ জন পুরুষ ও ২ জন নারী) নির্বাচন করা হয়। যারা রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয় এবং রাজশাহী কলেজে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত। রাজশাহীর সিসিবিভিও-এর প্রধান কার্যালয়ে ২ দিনের অনাবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল, উত্তরদাতার সাথে সর্ম্পক স্থাপন, নমুনায়ন, উত্তরদাতা নির্বাচন ও প্রশ্নপত্র সর্ম্পকে ধারণা দেয়া হয়। তথ্য সংগ্রহের আগে একদিন ফিল্ড টেস্ট করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রত্যেকে মাঠ পর্যায়ে ১০ দিন কাজ করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করা তথ্য SPSS মাধ্যমে সন্নিবেশিত করা হয়।

২.৪. সমীক্ষা এলাকা

সমীক্ষাটিতে রাজশাহী জেলাধীন গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নের মোট ১৬টি গ্রামে পরিচালিত হয়েছে। নিম্নের ছকে সমীক্ষা এলাকা ও আদিবাসী জনজাতির অবস্থান দেয়া হল।

জেলা	উপজেলা	দেওপাড়া ইউনিয়নভূক্ত গ্রামসমূহ	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	গোগ্রাম ইউনিয়নভূক্ত গ্রামসমূহ	আদিবাসী জনগোষ্ঠী
রাজশাহী	গোদাগাড়ি	চৈতন্যপুর	রাজোয়াড়	বাগান পাড়া	ওরাওঁ
		ঈদলপুর-কান্তপাশা	ওরাওঁ	গুনিগ্রাম রাজাপাড়া	ওরাওঁ
		শাহানাপাড়া	ওরাওঁ		
		নিমকুঁড়ি	ওরাওঁ		
		পাথরঘাটা	সান্তাল, ওরাওঁ, রাই		
		ডাইং পাড়া	সান্তাল, পাহাড়িয়া		
		গড়ডাইং	ওরাওঁ		
		বেল ডাংগা	ওরাওঁ		
		ফার্সা পাড়া	ওরাওঁ		
		গনকের ডাইং	সান্তাল		
		জিওলমারী	সান্তাল		
		মূলকীডাইং	ওরাওঁ		
		গোলাই	পাহাড়িয়া		
		নিমঘুটু	সান্তাল		

২.৫. সমীক্ষা কালঃ

এই সমীক্ষাটি ২০১০ সালে জানুয়ারি - জুন সময়কালে পরিচালিত হয়।

২.৬. সীমাবদ্ধতা

নির্ধারিত এলাকার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমির অধিকার, মজুরি, কৃষি, সামাজিক বৈষম্য ও মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সমীক্ষাটি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে গুণগত তথ্যের চেয়ে সংখ্যাগত তথ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা এলাকায় প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে এবং গুণগত তথ্য আনা সম্ভব হলে সমীক্ষাটি আরো সমৃদ্ধ হতো। এই সমীক্ষাটিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের সমীক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া সময়, অর্থ ও লোকবল এই সমীক্ষাটি আরেকটি সীমাবদ্ধতা।

তৃতীয় অধ্যায়
সমীক্ষার সংক্ষিপ্তাসার

- সমীক্ষাটি পরিচালনার মেয়াদ ২০১০ সালে জানুয়ারি - জুন পর্যন্ত।
- সমীক্ষাটি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নের ১৬টি আদিবাসী গ্রামে পরিচালিত হয়েছে। সান্তাল, ওরাওঁ, রাজোয়াড়, পাহাড়িয়া ও রাই এই পাঁচটি আদিবাসী জনজাতি সমীক্ষার আওতাভূক্ত।
- ১৬টি আদিবাসী গ্রামে প্রতিটি গ্রামে ২০ জন উত্তরদাতা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। একটি গ্রামে ১৮টি পরিবার থাকায় মোট ৩১৮ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে খানা প্রধানকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- অধিকাংশ আদিবাসী পরিবারই প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র এবং কৃষি শ্রম ও বর্গা চাষের উপর নির্ভরশীল।
- সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলোর খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৫ জন। যার মধ্যে প্রায় ৪১ শতাংশ নারী এবং ৬৯ শতাংশ পুরুষ। এখানে দেখা যাচ্ছে পরিবারে নারী সদস্য অপেক্ষা পুরুষ সদস্য লক্ষণীয় মাত্রায় বেশি।
- আদিবাসী গ্রামগুলোতে শিক্ষা পরিস্থিতি নাজুক। প্রায় ১৬ শতাংশ নিরক্ষর, ২৫ শতাংশ সাক্ষর দিতে পারে, ৩৬ শতাংশ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, কিন্তু মাত্র ২ শতাংশ এসএসসি পাস এবং ১ শতাংশ এইচএসসি ও এর উপরে পড়াশুনা করেছে। শিশুদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ বর্তমানে স্কুলে যায়।
- আদিবাসীদের মধ্যে ১৬ শতাংশের মত প্রান্তিক কৃষক এবং ৭০ ভাগ কৃষি শ্রমিক। ফলে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ আদিবাসীরই পেশা কৃষির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ৬৭ শতাংশের কোন কৃষি জমি নাই। উত্তরদাতাদের ৫৩ শতাংশ কৃষি জমি হারিয়েছে, এর মধ্যে ৭০ শতাংশ জাল দলিল এবং ৩০ শতাংশ জবরদখলের মাধ্যমে।
- আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার আশঙ্খাজনক। প্রায় ৫৩ শতাংশ পরিবার বলেছে, তাদের পরিবারে কোন না কোন সময়ে শিশু মৃত্যু হয়েছে। শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি দায়ী নিউমোনিয়া যা প্রায় ৩৯ শতাংশ।
- শতকরা ৩১ ভাগের মতে তারা সামাজিক বৈষ্যমের শিকার হয়। ৬১ ভাগ উত্তরদাতার মতে, তারা বাঙালীদের কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পান না। অন্য এক প্রাশ্নের উত্তরে ৫৭ শতাংশের মতে সেলুন, হোটেল, বাজার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের তাদেরকে অচ্ছ্যুৎ হিসেবে দেখা হয়।
- নারীরা পরিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় বলেছে ৪৪ শতাংশ। আবার দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে নারীরা পরিবারের বাইরেও নির্যাতনের শিকার হয়।
- আদিবাসীদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত কম। মাত্র ২ ভাগ আদিবাসী সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।
- আদিবাসীদের ৭২ ভাগ আদি ধর্ম/সনাতন ধর্ম এবং ২৮ ভাগ খ্রিস্টান ধর্ম।
- আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের প্রায় ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী যাদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী।
- আদিবাসীদের প্রতি গ্রামে কোন না এনজিও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে কোন কোন পরিবারকে গরু, ছাগল কিংবা হাঁস-মুরগী বিক্রি করতে হয়েছে। ঋণের কারণে প্রায় ৮ শতাংশ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বলে জানিয়েছে।
- ধর্ম পরিবর্তন আদিবাসীদের অন্যতম ইস্যু। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে আদিবাসী সমাজে ভেদাভেদ বাড়ছে বলেছে প্রায় ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা।

চতুর্থ অধ্যায়
সমীক্ষার ফলাফল

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নে বসবাসরত ১৬টি গ্রাম হতে মোট ৩১৮ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গ্রামগুলোতে ওরাওঁ, সান্তাল, রাজুয়াড়, পাহাড়িয়া ও রাই এই ৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। সমীক্ষা এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজুয়াড়, পাহাড়িয়া ও রাইদের চেয়ে ওরাওঁ ও সান্তালদের জনসংখ্যা বেশি। এই জনজাতিগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। সকল জনজাতিই মূলতঃ কৃষি নির্ভর। খাদ্যাভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সেবার অভাব ও আর্থিক দারিদ্র এদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাঠামোগত প্রশ্নমালার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যাতে করে অনুধাবন করা যায় যে, উত্তরদাতারা কোন পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছে।

৪. ১. আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক তথ্য

টেবিল-১ : পরিবারে নারী ও পুরুষ সদস্য ও তাদের বয়স

সদস্য	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাশুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়উঠাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুড়িগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (৯৯)	% (৮৫)	% (৮৫)	% (১০২)	% (১১৯)	% (৯৫)	% (৯২)	% (৯০)	% (৮৯)	% (১০০)	% (১০৮)	% (১০৮)	% (১০০)	% (১০৬)	% (১০৩)	% (৮৮)	% (১৫৬৯)
নারী	৫৩.০	৪৬.৭	৪৮.০	৫১.৫	৫১.৫	৫০.০	৪৭.৭	৫১.৭	৫৩.৩	৪৮.৫	৪৪.৭	৫২.৮	৫৩.২	৫২.০	৪৪.৪	৪৮.১	৪৯.৮
পুরুষ	৪৭.০	৫৩.৩	৫২.০	৪৮.৫	৪৮.৫	৫০.০	৫৩.৩	৪৮.৩	৪৬.৭	৫১.৫	৫৫.৩	৪৭.২	৪৬.৮	৪৮.০	৫৫.৬	৫১.৯	৫০.২
পরিবারের সদস্যদের বয়স																	
৫- নিচে	১২.৬	১১.১	৮.১	১৫.১	১১.০	৯.৩	১৭.৬	৮.৭	১১.২	৯.০	১১.৮	১২.৫	১০.০	১৫.৮	১৫.৩	১০.১	১১.৭
৫-১০	১৫.৫	২৩.১	২১.২	১৬.০	১৯.০	২৪.১	১০.৬	২০.৭	১৯.১	১৫.০	১৭.৬	১৮.২	১২.২	১৮.৯	১৪.১	১৩.৪	১৭.৫
১১-২০	১৩.৬	২০.৪	২৬.৩	১৯.৮	২৫.০	২২.২	১১.৮	২২.৮	১৬.৯	২৫.০	২২.৫	১৯.৩	২৮.৯	১৫.৮	১৪.১	২৬.৯	২০.৯
২১-৩০	২৬.২	১১.১	১৫.২	২১.৭	১৪.০	১৭.৬	২৩.৫	১৪.১	২২.৫	১৬.০	১৭.৬	১৯.৩	১৪.৪	১৭.৯	৩১.৮	১৬.৮	১৮.৫
৩১-৪০	৮.৭	১৩.৯	১৭.২	৯.৪	১৫.০	১৪.৮	১৮.৮	১৭.৪	১৪.৬	১৪.০	১৫.৭	১০.২	১৬.৭	১২.৬	৯.৪	১৪.৩	১৩.৯
৪১-৫০	৮.৭	৬.৫	১০.১	৮.৫	৮.০	৭.৪	৫.৯	৭.৬	৯.০	১০.০	৮.৮	৬.৮	১০.০	৬.৩	৯.৪	১০.৯	৮.৪
৫০ +	১৪.৬	১৩.৯	২.০	৯.৪	৮.০	৪.৬	১১.৮	৮.৭	৬.৭	১১.০	৫.৯	১৩.৬	৭.৮	১২.৬	৫.৯	৭.৬	৯.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সমীক্ষা এলাকায় মোট ৩১৮টি পরিবার থেকে তাদের পারিবারিক তথ্য সংগ্রাহ করা হয়। এই ৩১৮টি পরিবারে মোট ১ হাজার ৫৬৯ জন সদস্য রয়েছে যা খানা প্রতি গড়ে প্রায় ৫ জন। শতকরা প্রায় ৪৯.৮ জন নারী এবং শতকরা ৫০.২ জন পুরুষ। এই পরিবারগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ শিশু যা শতকরা ২৯.২ ভাগ যাদের বয়স ১০ বছর বা এর নিচে। বয়সের গ্রুপে সবচেয়ে বেশি শতকরা ২০.৯ ভাগ সদস্যের বয়স ১১-২০ বছরের মধ্যে। ৫০ বছরের অধিক বয়সের সদস্য আছে শতকরা ৯ ভাগ।

টেবিল-২ : পেশা

পেশা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	দুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	ভুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	দলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (৭০)	% (৫৮)	% (৫০)	% (৫৭)	% (৫৩)	% (৫৭)	% (৫৩)	% (৫০)	% (৪৮)	% (৫৮)	% (৫৬)	% (৪৯)	% (৫১)	% (৫৫)	% (৫২)	% (৭১)	% (৮৮৮)
প্রান্তিক কৃষক	১১.৪	৩.৪	২.০	২৯.৮	৪১.৫	৩৮.৬	১.৯		১৮.৮	৩২.৮	৭.১	১৬.৩	১৫.৭	১০.৯	৭.৭	৯.৯	১৫.৫
কৃষি শ্রমিক	৭৭.১	৮২.৮	৯০.০	৬৬.৭	৪৫.৩	৪৯.১	৯২.৫	৯৪.০	৭৯.২	৩৯.৭	৭৩.২	৬৭.৩	৩৭.৩	৬৫.৫	৮৮.৫	৭৪.৬	৭০.০
রিক্সা/ভ্যান চালক		১.৭	২.০		১.৯					১.৭	৫.৪	২.০	২.০				১.০
মাটি কাটার কাজ		১.৭		১.৮						৬.৯				৩.৬			.৯
অন্যান্য	১১.৪	১০.৩	৬.০	১.৮	১১.৩	১২.৩	৫.৭	৬.০	২.১	১৯.০	১৪.৩	১৪.৩	৪৫.১	২০.০	৩.৮	১৫.৫	১২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

কৃষিকাজই আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। এদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির একটা বড় অংশও ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বর্তমানের আদিবাসীরা কৃষি জমি হারিয়ে প্রায় সবাই এখন কৃষিশ্রমিক এবং অনেকেই এখন অন্যান্য পেশা যুক্ত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি শ্রমিক। শতকরা মাত্র ১৫.৫ ভাগ প্রান্তিক কৃষক যারা নিজের জমি ও বর্গা জমি চাষ করে অর্থাৎ সরাসরি কৃষি কাজের সাথে জড়িত আছে। এছাড়া বাকীরা কৃষি বহির্ভূত শ্রমিক।

৪.২. শিক্ষা সংক্রান্ত

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান বিকাশের অন্যতম অন্তরায় শিক্ষার অভাব। তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন - ভাষা অপরিচিত, বিষয়বস্তু অপরিচিত, শিক্ষায়তনে যাওয়ার উপযোগী করে তোলার (প্রি স্কুল) ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় তারা শিশুকাল থেকেই বাঙালী শিশুদের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে আত্মবিশ্বাস হারায়। বর্তমানে আদিবাসীদের একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হবার সুবাদে চার্চের আনুকূল্যে ও মিশনারিদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পেলেও, প্রচলিত জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বল্পসংখ্যকই তারা টিকতে পেরেছেন।

টেবিল-৩ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের শিক্ষা

শিক্ষার ধরন	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	দুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	ভুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	দলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (৯২)	% (৯৬)	% (৮৯)	% (৯২)	% (৮৯)	% (১০৪)	% (৬৯)	% (৮৩)	% (৮৬)	% (৯২)	% (৯৭)	% (৮২)	% (৭৯)	% (১০৯)	% (৭২)	% (১০৯)	% (১৪১৮)
নিরক্ষর	১৭.৪	২৬.০	১৫.৭	১৫.২	৬.৭	১১.৫	৩০.৪	১৩.৩	৩০.২	৬.৫	৯.৩	১১.০	১২.৭	১৮.৪	৬.৯	২৫.৭	১৬.১
সাক্ষর জানে	৪১.৩	১৭.৭	২৭.০	১৯.৬	৩০.৩	২০.২	৩১.৯	৩১.৩	১১.৬	২৮.৩	১৭.৫	২৬.৮	২৫.৩	২১.৮	৪৫.৮	১৮.৩	২৫.৪
১-৫ শ্রেণী	২৩.৯	৪০.৬	৩৮.২	৪২.৪	৩৩.৭	৪৩.৩	২৯.০	৩৯.৮	৪১.৯	৩৪.৮	৪৮.৫	৩১.৭	২৭.৮	৩৩.৩	৩৪.৭	৩১.২	৩৬.২
৬-১০ শ্রেণী	১৬.৩	১৪.৬	১৬.৯	১৯.৬	২৫.৮	১৮.৩	৮.৭	১৪.৫	১৫.১	২৭.২	২৩.৭	২৩.২	২৯.১	২৫.৩	১২.৫	২২.৯	১৯.৮
এসএসসি পাস		১.০	১.১	২.২	১.১	১.৯		১.২	১.২	৩.৩	১.০	৪.৯	৩.৮	১.১		.৯	১.৬
এইচএসসি +	১.১		১.১	১.১	২.২	৪.৮						২.৪	১.৩			.৯	১.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

পারিবারিক সদস্যদের শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রশ্নে সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা ১৬ ভাগ নিরক্ষর ও শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য স্বাক্ষর দিতে পারে। গোলাই ও গড়ডাইং গ্রামে সবচেয়ে নিরক্ষর সদস্য। শতকরা ৩৬ এবং শতকরা ২০ ভাগ সদস্য যথাক্রমে ১ থেকে ৫ শ্রেণী এবং ৬ থেকে ১০ শ্রেণীতে পড়ছে বা পড়াশুনা করছে। শতকরা মাত্র ১ ভাগ সদস্য এইচএসসি বা এর উপরে পড়াশুনা করেছে বা করছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ সদস্য বেলডাংগা গ্রামে এবং শতকরা প্রায় ২.৫ ভাগ নিমঘুটু গ্রামে।

টেবিল-৪ : পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাট	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুক্তিডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	নারকেলডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৭০.০	৮৫.০	৬০.০	৭৫.০	৫৫.০	৪০.০	৫৫.০	৪৫.০	৭০.০	৬৫.০	৫৫.৬	৫৫.০	৫৫.০	৪৫.০	৬০.০	৫৮.২
না	৫০.০	২৫.০	১০.০	৪০.০	২৫.০	৪০.০	৬০.০	৪৫.০	৪৫.০	২০.০	৩০.০	৩৩.৩	৪৫.০	৪০.০	৪০.০	৩০.০	৩৬.২
সন্তান নেই	১০.০	৫.০	৫.০			৫.০			১০.০	১০.০	৫.০	১১.১		৫.০	১৫.০	১০.০	৫.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
স্কুলে না যাওয়ার কারণ																	
	% (১০)	% (৫)	% (২)	% (৮)	% (৫)	% (৮)	% (১২)	% (৯)	% (৯)	% (৪)	% (৬)	% (৬)	% (৯)	% (৮)	% (৮)	% (৬)	% (১১৫)
কৃষি কাজ করে	৫০.০	৪০.০	১০০.০	১২.৫		৫০.০	৮.৩	৪৪.৪	৩৩.৩		১৬.৭	১৬.৭	২২.২	২৫.০	৩৭.৫	১৬.৭	২৭.৮
আর্থিক সমস্যা	৫০.০	৬০.০		৭৫.০	১০০.০	৫০.০	৯১.৭	৫৫.৬	৬৬.৭	১০০.০	৮৩.৩	৮৩.৩	৭৭.৮	৭৫.০	৬২.৫	৮৩.৩	৭২.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সমীক্ষায় দেখা শতকরা ৫৮ ভাগ উত্তরদাতাদের ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় এবং শতকরা ৩৬ ভাগ বলেছে তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় না। বাকী উত্তরদাতারা বলেছে তাদের স্কুলে যাবার উপযুক্ত কোন ছেলে-মেয়ে নাই। শতকরা ৯১ ভাগ বলেছে তাদের ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায় (টেবিল-৩৭)। যখন কৃষিকাজ থাকে তখন স্কুলে যায় না এবং সপ্তাহে দুই একদিন যায় অর্থাৎ নিয়মিত স্কুলে যায় না বলেছে শতকরা ৯ ভাগ উত্তরদাতার ছেলে-মেয়েরা (টেবিল-৩৭)। যে সকল পরিবারে ছেলে- মেয়েরা স্কুলে যায় না তাদেরকে প্রশ্ন করে জানা যায় শতকরা ২৮ ভাগ বলেছে তাদের ছেলে- মেয়েরা কৃষি কাজ করে বা তাদের তারা কৃষি কাজে পরিবারকে সহযোগিতা করে। শতকরা ৭২ ভাগ বলেছে পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তাদের ছেলে- মেয়েদেরকে তারা স্কুলে পাঠাতে পারছে না।

৪.৩. ভূমি মালিকানা ও সম্পদ

আদিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষি। তাই কৃষিকাজই এদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। এদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির একটা বড় অংশও ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা হলেও এখন তাদের আর কৃষি জমির উপর অধিকার নেই। নিজেদের শিক্ষার অভাব, সংস্কার, জমি-জমার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং স্থানীয় বাঙালী ও টাউটদের দ্বারা ভয়-ভীতি প্রদর্শন, দলিল জালিয়াতি, আত্মসাৎ, জবরদখলসহ বিভিন্ন কারণে তারা জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার কৃষি শ্রমিক হিসেবে তারা এখন কৃষি কাজে জড়িত আছে।

টেবিল-৫ : খতিয়ানভূক্ত কৃষি জমির পরিমাণ

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুন্সীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
কৃষিজমি নাই	৭০.০	৭০.০	৯০.০	৮৫.০	২০.০	৬৫.০	৮০.০	১০০.০	৮৫.০	৪৫.০	৬০.০	৫৫.৬	৬০.০	৮০.০	৪৫.০	৬৫.০	৬৭.৩
১-৩৩	১০.০	১৫.০	৫.০	১০.০	৫০.০	৫.০	১৫.০		১৫.০		১৫.০	২৭.৮	১০.০	৫.০	৪০.০	১০.০	১৪.৫
৩৪-৬৬	২০.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	১০.০	৫.০			২০.০	২০.০	১১.১	২০.০	৫.০	৫.০		৮.৫
৬৬+		১০.০			২৫.০	২০.০				৩৫.০	৫.০	৫.৬	১০.০	১০.০	১০.০	২৫.০	৯.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
বসতবাড়ি পরিমাণ																	
বসতবাড়ি নেই	৩৫.০	২০.০	৩০.০	১৫.০	১০.০	১৫.০	৫.০	৯৫.০	৭৫.০	২৫.০	৬০.০		৫.০	২৫.০	১৫.০	৫৫.০	৩০.৫
১-৫	৫.০	১০.০	১৫.০	১০.০	২০.০	৫.০	২৫.০		৫.০	১৫.০	৫.০	২৭.৮	২৫.০	২০.০	১৫.০	১০.০	১৩.২
৬-১০	৫০.০	৪০.০	৪৫.০	৪৫.০	৩৫.০	৩৫.০	৫৫.০	৫.০	১০.০	৪০.০	২৫.০	৫০.০	৩৫.০	৫.০	৬৫.০	১৫.০	৩৪.৬
১১-১৫		৫.০	৫.০	৫.০	১০.০	১০.০	১০.০					১১.১	৫.০	২০.০	৫.০		৫.৩
১৬-২০	৫.০	১০.০	৫.০	১০.০	১৫.০	১০.০	৫.০			১০.০	৫.০	১১.১	১৫.০	৫.০			৬.৬
২০+	৫.০	১৫.০		১৫.০	১০.০	২৫.০			১০.০	১০.০	৫.০		১৫.০	২৫.০		২০.০	৯.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

দেওপাড়া ও গোগ্রামে ইউনিয়নে সমীক্ষাধীন এলাকার আদিবাসীদের শতকরা ৬৭ ভাগ পরিবারে কোন কৃষি জমি নেই। এখানে উল্লেখ করা যায় ১৯৯৮ সালে বরেন্দ্র এলাকায় চারটি সান্তাল অধ্যুষিত গ্রামে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৬২.৭ শতাংশ পরিবারের কোন চাষযোগ্য জমি নেই এবং এক একর জমি আছে মাত্র ১৭.৫ শতাংশের। (সূত্রঃ নিজভূমে পরবাসী) খতিয়ানভূক্ত কৃষি জমির পরিমাণ শতকরা ১৪.৫ ভাগ পরিবারে এক একর মধ্যে। শতকরা ৮.৫ ভাগের আছে ৩৪-৬৬ শতাংশের মধ্যে এবং দুই একরের বেশি খতিয়ানভূক্ত জমি রয়েছে শতকরা ৯.৭ ভাগ পরিবারের।

সমীক্ষায় এলাকায় শতকরা ৩০.৫ ভাগ পরিবারে বসবাস যোগ্য কোন বসতবাড়ি নেই। ১-১০ শতাংশ বসতবাড়ির জমি রয়েছে ৪৭.৮ ভাগ পরিবারের। বাকী শতকরা ২১.৬ ভাগ পরিবারে বসতবাড়ির পরিমাণ ১০ শতাংশের বেশি জমি।

টেবিল-৬ : খাসজমি পরিমাণ

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুন্সীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১	১	৫	২	৭	১	১২	২	৪	৪	৩	৩	২	-	৫	৬	৫৮
১-১০	১০০.০		৮০.০		২৮.৬	১০০.০	৮৩.৩		৭৫.০	২৫.০	৬৬.৭	৬৬.৭			৬০.০	৮৩.৩	৫৮.৬
১১-২০			২০.০	১০০.০	৪২.৯		১৬.৭				৩৩.৩	৩৩.৩	৫০.০		৪০.০		২২.৪
২০+		১০০.০			২৮.৬			১০০.০	২৫.০	৭৫.০			৫০.০			১৬.৭	১৯.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	-	১০০.০	১০০.০	১০০.০

বাংলাদেশের ভূমিহীনরা আইনসম্মতভাবে খাসজমি পাওয়ার অধিকারী হলেও অধিকাংশ খাস জমি ভূস্বামীদের বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে। বাংলাদেশে আদিবাসী ও ভূমিহীনদের খাস জমিতে বন্দোবস্তের সরকারি আইন থাকলেও যেটুকু খাস জমি আদিবাসীদের দখলে ছিল সেটুকু থেকেও তারা উচ্ছেদ হচ্ছে। মোট ৩১৮ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৮ জন উত্তরদাতা বলেছে তারা খাস জমি ভোগদখল করছে। এদের মধ্যে শতকরা ৫৮.৬ ভাগ ১-১০ শতাংশ খাস জমি ভোগদখল করছে। শতকরা ২২.৪ ভাগ ১১-২০ শতাংশ এবং শতকরা ১৯ ভাগ ২০ শতাংশের অধিক খাসজমি ভোগদখল করছে।

টেবিল-৭ : বর্গা জমি পরিমাণ

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৭	৪	১০	১৪	৪	১৪	১২	৩	৮	৬	৮	৭	১৩	৯	১৯	১০	১৪৮
১-৩৩	২৮.৬	২৫.০	৩০.০	১৪.৩		২১.৪	৯১.৭		৫০.০	১৬.৭	৩৭.৫		১৫.৪	১১.১	৪২.১	১০.০	২৮.৪
৩৪-৬৬		৫০.০	৪০.০	৪২.৯	২৫.০	২৮.৬	৮.৩	৬৬.৭		৩৩.৩	৩৭.৫	৫৭.১	৪৬.২	১১.১	৪২.১	৩০.০	৩১.৮
৬৭-১৩২	৭১.৪	২৫.০	৩০.০	২১.৪	২৫.০	২৮.৬			২৫.০	৫০.০	১২.৫	১৪.৩	১৫.৪	৩৩.৩	১০.৫	৪০.০	২৩.৬
১৩২+				২১.৪	৫০.০	২১.৪		৩৩.৩	২৫.০		১২.৫	২৮.৬	২৩.১	৪৪.৪	৫.৩	২০.০	১৬.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সমীক্ষা এলাকায় শতকরা ৪৬.৫ ভাগ আদিবাসী পরিবার বর্গা জমি চাষ করে। গনকের ডাইং গ্রামে উত্তরদাতাদের শতকরা ৯৫ ভাগ বর্গা জমি চাষ করে। শতকরা ২৮.৪ ভাগ উত্তরদাতা বর্গা জমি চাষ করে মাত্র ১ থেকে ৩৩ শতাংশ বা এক একরের কম জমি। শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং ২৩.৬ ভাগ পরিবার যথাক্রমে দুই থেকে চার একর এর মধ্যে বর্গা জমি চাষ করে। চার একরের বেশি অর্থাৎ ১৩২ শতাংশের বেশি বর্গা জমি চাষ করে শতকরা ১৬.২ ভাগ আদিবাসী পরিবার।

টেবিল-৮ : জমি হারানো সংক্রান্ত

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫০.০	৬৫.০	২৫.০	৩০.০	৭৫.০	৫৫.০	৬০.০	৫০.০	৮০.০	৬০.০	৬৫.০	৪৪.৪	১৫.০	৯০.০	৪০.০	৪৫.০	৫৩.১
না	৫০.০	৩৫.০	৭৫.০	৭০.০	২৫.০	৪৫.০	৪০.০	৫০.০	২০.০	৪০.০	৩৫.০	৫৫.৬	৮৫.০	১০.০	৬০.০	৫৫.০	৪৬.৯
জমি হারানোর কারণ																	
	(১০)	(১৩)	(৫)	(৬)	(১৫)	(১১)	(১২)	(১০)	(১৬)	(১২)	(১৩)	(৮)	(৩)	(১৮)	(৮)	(৯)	(১৬৯)
জাল হয়েছে	৮০.০	৫৩.৮	৮০.০	৫০.০	৯৩.৩	৭২.৭	৭৫.০	৬০.০	৬৮.৮	৫০.০	৭৬.৯	৬২.৫	৬৬.৭	৭৭.৮	৮৭.৫	৫৫.৬	৭০.৪
জবর দখল হয়েছে	২০.০	৪৬.২	২০.০	৫০.০	৬.৭	২৭.৩	২৫.০	৪০.০	৩১.৩	৫০.০	২৩.১	৩৭.৫	৩৩.৩	২২.২	১২.৫	৪৪.৪	২৯.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

নিজ জমি থেকে উচ্ছেদের পাশাপাশি ভূমিহীন নিঃস্ব আদিবাসীরা ক্রমাগত উচ্ছেদ হচ্ছে সরকার প্রদত্ত খাসজমি থেকেও। দলিলপত্র জালকরণের পাশাপাশি ভয়-ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আদিবাসীরা নিজ জমি হতে উচ্ছেদ হচ্ছে। এছাড়া ঋণের মারপ্যাচে সুযোগ নিয়ে অনেকে আদিবাসীদের জমি আত্মসাৎ করছে। শতকরা ৫৩ ভাগ বলেছে তারা তাদের খতিয়ানভূক্ত কৃষি জমি হারিয়েছে। যেসকল উত্তরদাতারা না উত্তর দিয়েছে, সে সকল পরিবার বর্তমানে ভূমিহীন এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল। জমি হারানো কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৭০.৪ ভাগ উত্তরে বলেছে তাদের জমি জাল হয়েছে এবং শতকরা ২৯.৬ ভাগ বলেছে ভয়-ভীতি ও নির্যাতন করে তাদের জমি জবর-দখল করেছে।

৪.৪. গৃহপালিত সম্পদ

আদিবাসীরা কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকায় কৃষি সম্পর্কিত সম্পদ তাদের বেশি লক্ষ্য গেছে। শতকরা ৫৬ ভাগ পরিবার বলেছে তাদের গাভী আছে এবং শতকরা ৫১ ভাগ বলেছে তাদের বলদ আছে। যাদের গাভী ও বদল আছে তাদের শতকরা ৫২.৫ ভাগ এবং ৩০ ভাগ বলেছে একটি করে গাভী ও বলদ আছে। বাকী পরিবারগুলো একের অধিক গাভী ও বলদ আছে বলে উত্তর দিয়েছে (টেবিল ৪৮ ও ৪৯)। এক সময় আদিবাসীদের মধ্যে শুকুর পালন বেশ প্রচলন ছিল কিন্তু বর্তমানে বাঙালী জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সামাজিক বাধার কারণে এর প্রচলন কমে গেছে। সমীক্ষা এলাকায় মাত্র শতকরা ১২ ভাগ পরিবার এখন শুকুর পালন করছে (টেবিল ৫২)। শতকরা ৭০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা বাড়িতে মুরগী পালন করে। এর মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ বলেছে ১-৫ টা মুরগী আছে। বাকী শতকরা ৫৬ ভাগ বলেছে ৫টির অধিক মুরগী রয়েছে। এছাড়াও শতকরা ৩৪ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা হাঁস বা বতক পালন করে। কবুতর পালন করে বলেছে শতকরা মাত্র ৭.২ ভাগ (টেবিল ৫৩, ৫৪, ৫৫)।

টেবিল-৯ : পারিবারিক অন্যান্য সম্পদ

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাত্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (৩১৮)
সাইকেল	৩০.০	৫০.০	৩০.০	৫০.০	৪০.০	৬০.০	৩৫.০	৩০.০	৪৫.০	৪৫.০	৫০.০	৫৫.৬	৫৫.০	৮০.০	৪০.০	৭০.০	৪৭.৮
মটরসাইকেল						১৫.০						৫.৬					১.৩
টিভি		৫.০		৫.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১০.০		১০.০	১৫.০	৫.৬	৪৫.০	১৫.০		২০.০	১০.১
রেডিও	৫.০	১০.০	১৫.০	১০.০	৫.০	২০.০	১০.০	১৫.০	১০.০	১০.০	২০.০	১৬.৭	১০.০	১০.০	১৫.০	১৫.০	১২.৩
ক্যাসেট প্লেয়ার							৫.০		৫.০		১০.০	১১.১	৫.০	৫.০		৫.০	২.৮
ধান/আটা মিল														১০.০			.৬
পাওয়ার টিলার					৫.০									১০.০			.৯
ভ্যান		১০.০	৫.০		৫.০			৫.০			২০.০	৫.৬	১০.০		৫.০		৪.১

আদিবাসী পরিবারগুলোতে শতকরা ৪৭.৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তাদের পরিবারে একটি করে বাই-সাইকেল আছে। বেলডাংগা গ্রামে তিনটি এবং নিমঘুটু গ্রামে একটি মটরসাইকেল আছে বলে উত্তর দিয়েছে। শতকরা ১০ ভাগ ও ১২ ভাগ যথাক্রমে বলেছে তাদের পরিবারে টিভি ও রেডিও আছে। এছাড়া শতকরা ৪.১ ভাগ ভ্যান, শতকরা ২.৮ ভাগ ক্যাসেট প্লেয়ার, শতকরা ০.৯ ভাগ পাওয়ার টিলার ও শতকরা ০.৬ ভাগ ধান/আটা ভাঙ্গার মিল আছে বলে উত্তর দিয়েছে।

৪.৫. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

টেবিল-১০ : ৫ বৎসরের নীচে শিশুর মৃত্যু কারণ

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাত্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪৫.০	৬৫.০	৫০.০	৪০.০	৬০.০	৫০.০	৪৫.০	৬০.০	৭০.০	৭৫.০	৩৫.০	৫০.০	৫০.০	৬০.০	৪০.০	৫০.০	৫২.৮
না	৫৫.০	৩৫.০	৫০.০	৬০.০	৪০.০	৫০.০	৫৫.০	৪০.০	৩০.০	২৫.০	৬৫.০	৫০.০	৫০.০	৪০.০	৬০.০	৫০.০	৪৭.২
মৃত্যুর কারণ	(৯)	(১৩)	(১০)	(৮)	(১২)	(১০)	(৯)	(১২)	(১৪)	(১৫)	(৭)	(৯)	(১০)	(১২)	(৮)	(১০)	(১৬৮)
নিউমোনিয়া	৩৩.৩	৩৮.৫	৫০.০	৬২.৫	২৫.০	৫০.০	৪৪.৪	৩৩.৩	৩৫.৭	৩৩.৩	৭১.৪	৪৪.৪	৩০.০	২৫.০	৫০.০	৩০.০	৩৯.৩
ধনুষ্টংকার	১১.১	৭.৭			৮.৩	২০.০	১১.১	১৬.৭	২১.৪	৬.৭		১১.১	৩০.০	৮.৩	১২.৫	৪০.০	১৩.১
কালাজ্বর	২২.২	৭.৭	১০.০	১২.৫	১৬.৭	১০.০	২২.২	২৫.০	১৪.৩	২০.০	১৪.৩	২২.২	১০.০	১৬.৭	১২.৫	২০.০	১৬.১
ডায়রিয়া	১১.১	৩০.৮	৩০.০	২৫.০	২৫.০	১০.০	২২.২	৩৩.৩	৩৫.৭	৩৩.৩	১৪.৩	১১.১	২০.০	৩৩.৩	১২.৫	১০.০	২৩.৮
জন্ডিস	২২.২	১৫.৪	১০.০		২৫.০	১০.০	২২.২	১৬.৭	৭.১	৬.৭		১১.১	২০.০	১৬.৭	১২.৫		১২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

আদিবাসী গ্রামগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখ করার মতন। শতকরা ৫২.৮ ভাগ পরিবার বলেছে কোন না কোন সময়ে তাদের পরিবারে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি পরিবারে শিশুর মৃত্যু ঘটেছে মূলকীডাইং গ্রামে, তথ্যানুসারে এখানে শিশু মৃত্যু ঘটেছে শতকরা ৭৫ ভাগ পরিবারে। সমীক্ষাধীন গ্রামগুলোতে শিশু মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানা গেছে নিউমোনিয়া, ধনুষ্টংকার, কালাজ্বর, ডায়রিয়া ও জন্ডিস। শতকরা ৩৯ ভাগ পরিবার বলেছে নিউমোনিয়ার কারণে তাদের শিশু মৃত্যু ঘটেছে। শতকরা ২০.৮ ভাগ এবং ১৬ ভাগ বলেছে যথাক্রমে ডায়রিয়া ও কালাজ্বর এর কথা।

টেবিল-১১ : রোগের ধরন

ধরন	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	শুভিগ্রাম	বাগানপাড়া	নলকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
যক্ষ্মা			৫.০			৫.০			৫.০			১১.১	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	২.৮
কুষ্ঠ				৫.০													.৩
চর্মরোগ	২৫.০	১০.০	৩০.০	১৫.০	৩০.০	১৫.০	১০.০	২০.০		২৫.০	২০.০	৩৩.৩		১০.০	৪০.০	১৫.০	১৮.৬
আমাশায়	৯০.০	৮০.০	৬৫.০	৬৫.০	৯৫.০	৭৫.০	৫৫.০	৬০.০	৭০.০	৮০.০	৫৫.০	৫৫.৬	৮৫.০	৭৫.০	৬০.০	৭০.০	৭১.১
ডায়রিয়া	৯০.০	৮০.০	৫৫.০	৫৫.০	৭৫.০	৫০.০	৩৫.০	৫৫.০	৫৫.০	৭০.০	৬৫.০	৬১.১	৫৫.০	৭০.০	৮০.০	৬০.০	৬৩.২
জন্ডিস	৫.০	২৫.০	৩০.০	২০.০	১৫.০	৫.০	১৫.০	৫.০	২৫.০	১০.০	৪০.০	৩৩.৩	১৫.০	৫.০	৫.০	২৫.০	১৭.৩
ম্যালেরিয়া	৫.০																.৩
কালাজ্বর				১৫.০		৫.০			১৫.০		২৫.০	৫.৬		৫.০	৫.০		৪.৭
গ্যাস্ট্রিক	৫৫.০	২৫.০	৩৫.০	৩০.০	৭৫.০	২৫.০	২৫.০	২০.০	১৫.০	৩৫.০	২০.০	১১.১	৬০.০	৫০.০	৪৫.০	১৫.০	৩৪.০
আলসার	১০.০									৫.০			৫.০				১.৩
পোলিও					৫.০						৫.০			৫.০			.৯
ঘাম		৫.০											৫.০	৫.০			.৯
হুপিং কাশি													১০.০		৫.০	৫.০	১.৩
পিত্তথলির পাথর													৫.০			৫.০	.৬
অন্যান্য	২০.০	৪৫.০	১৫.০	৩৫.০	৩০.০	৫০.০	৩০.০	৩৫.০	৫.০	৪০.০	১৫.০	৩৩.৩	৪৫.০	১৫.০	১০.০	১০.০	২৭.০

আদিবাসী গ্রামগুলোতে রোগের ধরন দেখে এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটা চিত্র পাওয়া যায়। রোগগুলো অধিকাংশ অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে হয়ে থাকে। শতকরা ৭১ ভাগ পরিবার তাদের একটি প্রধান রোগ হিসেবে আমাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। শতকরা ৬৩ ভাগ এবং ৩৪ ভাগ যথাযথ ডায়রিয়া ও গ্যাস্ট্রিক কথা বলেছে। এছাড়া, শতকরা ১৮.৬ ভাগ বলেছে চর্মরোগের কথা।

উন্নত চিকিৎসা ও চিকিৎসাসেবার সুযোগ থাকলেও আদিবাসী পরিবারগুলো তাদের দারিদ্র্যতা ও অজ্ঞতার জন্য এখনো রোগমুক্তির জন্য শতকরা ৭৪.৫ ভাগ গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল। শতকরা ৩৭.৭ ভাগ এবং ৩৪.৩ ভাগ যথাক্রমে ফার্মেসি এবং মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়। কবিরাজ চিকিৎসার জন্য যায় শতকরা ৩৫.৫ ভাগ পরিবার। এছাড়া এখানে উল্লেখ করার মত হল শতকরা ৩১.৪ ভাগ বলেছে চিকিৎসার জন্য তারা এখনো ঝাঁড়-ফুক পদ্ধতি ব্যবহার করে (টেবিল-৫৭)।

এখানে দেখা যায় যে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে তাদের গমনাগমন বা প্রবেশাধিকার কম। কারণ হিসেবে বলা যায় যে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক ও সেবা প্রতিষ্ঠান অবস্থানের দূরত্ব, যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক সমস্যা।

৪.৬. পানি ও সেনিটেশন

টেবিল-১২ : খাবার পানির উৎস

উৎস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	ঘুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
গভীর নলকূপ		১০.০	৫০.০	৫০.০	২৫.০	২৫.০	১৫.০	২৫.০	৩০.০	৬৫.০		৫.৬	৭০.০			২৫.০	২৪.৮
অগভীর নলকূপ	১০০.০	৯০.০	৫০.০	৪০.০	৭৫.০	৭৫.০	৮৫.০	৭৫.০	৭০.০	৩০.০	১৫.০	৬১.১	৩০.০	১০০.০	১০০.০	৭৫.০	৬৭.০
তারা পাম্প										৫.০	৮৫.০	৩৩.৩					৭.৫
ইন্দারা/কুঁয়া				১০.০													.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

বিশুদ্ধ পানি পান করার ব্যাপারে আদিবাসী পরিবারগুলো এখন সচেতন। সমীক্ষা এলাকায় গভীর নলকূপের সর্বত্র না থাকলেও অগভীর নলকূপ সর্বত্র দেখা যায়। শতকরা ৬৭ ভাগ পরিবার বলেছে অগভীর নলকূপ খাবার পানির উৎস এবং শতকরা ২৪.৮ ভাগ বলেছে গভীর নলকূপের কথা। তবে কয়েকটি গ্রামে তারা পাম্পের ব্যবহার দেখা যায়, শতকরা ৭.৫ ভাগ বলেছে তারা এই পাম্প ব্যবহার করে। এখানে শতকরা ৭৩.৩ ভাগ পরিবারের প্রধান বলেছে গভীর ও অগভীর নলকূপে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যেসব নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে তারা সবাই বলেছে তাদের নলকূপের মুখের সবুজ রং। (টেবিল-৬৪, ৬৫) অন্য এক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা খাবার পানি কতদূর হতে সংগ্রহ করে, যার উত্তরে শতকরা ৮০.৮ ভাগ বলেছে নিজ বাড়ি বা প্রতিবেশী বাড়ি হতে পানি সংগ্রহ করে। (টেবিল- ৬৬)

টেবিল-১৩ : পায়খানার ধরন

ধরন	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	ঘুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
উন্মুক্ত স্থানে	৮৫.০	৯০.০	৯৫.০	৮০.০	৪০.০	৭০.০	৫৫.০	৯০.০	৯০.০	৭০.০		৮৮.৯	১০.০	৭০.০	১০০.০	৫৫.০	৬৭.৯
গর্ত	৫.০	১০.০		২০.০	৪০.০	১৫.০	৩৫.০		৫.০	১৫.০	৬৫.০	৫.৬	৪০.০	২০.০		১৫.০	১৮.২
স্বাস্থ্যসম্মত	১০.০		৫.০		২০.০	১৫.০	১০.০	১০.০	৫.০	১৫.০	৩৫.০	৫.৬	৫০.০	১০.০		৩০.০	১৩.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

আদিবাসী পরিবারগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার খুব সীমিত সংখ্যক হলেও এখন কিছু সংখ্যক পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমীক্ষা এলাকায় উল্লেখ করার মতো শতকরা ১৩.৮ ভাগ বলেছে তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে এবং গর্ত বা কাচা পায়খানা ব্যবহার করে শতকরা ১৮.২ ভাগ। শতকরা ৬৭.৯ ভাগ বলেছে উন্মুক্ত স্থানে তারা তাদের প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করে।

৪.৭. কর্মসংস্থান

ধানই বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান ফসল। তবে কোথাও কোথাও গম, ইক্ষু, ডাল, সরিষা ও তরিতরকারি উৎপাদিত হয়। আদিবাসী পরিবারগুলো নিজেদের জমি কম থাকায় এবং বর্গা জমি চাষের পরিমাণ কম থাকায় তারা অন্যের জমিতে কৃষিশ্রমিক হিসেবেই বেশি কাজ করে। শতকরা মাত্র ৩৪.৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তাদের এলাকায় সারা বছর কাজ থাকে। শতকরা ৯২.৫ ভাগ এবং ৯২ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে আমন ও বোরো মৌসুমে তাদের এলাকায় এক মাস করে কাজ থাকে (টেবিল ৭২, ৭৩)। মৌসুমী কৃষিকাজ ছাড়া ঘরামি, রিক্সা/ভ্যান চালনা, নিড়ানী, রাজমিস্ত্রি, মাটির কাজ, জমি সমতল ও অন্যান্য কাজ তারা করে থাকে। শতকরা ৪৯.৪ ভাগ, ৪৭.৫ ভাগ এবং ৩৩.৬ ভাগ যথাক্রমে নিড়ানী, মাটির কাজ এবং ঘরামি কাজের কথা বলেছে।

টেবিল-১৪ : মৌসুমী কৃষি কাজের বাইরে অন্যান্য কাজ

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড্ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৬৫.০	৪৫.০		২৫.০	৪৫.০	১৫.০	৫০.০	৭০.০		৫৫.০	৪০.০	৫০.০	৪০.০	১৫.০	৩০.০	১৫.০	৩৪.৯
না	৩৫.০	৫৫.০	১০০.০	৭৫.০	৫৫.০	৮৫.০	৫০.০	৩০.০	১০০.০	৪৫.০	৬০.০	৫০.০	৬০.০	৮৫.০	৭০.০	৮৫.০	৬৫.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
কৃষিকাজের মৌসুম ছাড়া কী কাজ করেন																	
ঘরামি	৬০.০	৬৫.০	১০.০	২৫.০	৩৫.০	৩০.০	২০.০	৫০.০	৫.০	৫০.০	১০.০	৩৩.৩	১৫.০	৩০.০	৭০.০	৩০.০	৩৩.৬
রিক্সা/ভ্যান		২০.০	৫.০	৫.০	২৫.০			১৫.০		১৫.০	২০.০	২২.২	২০.০	১০.০			৯.৭
নিড়ানী	৭০.০	২৫.০	৩০.০	২০.০	৬০.০	৫৫.০	৭৫.০	৮০.০	২৫.০	৬০.০	২০.০	৩৮.৯	৪৫.০	৫০.০	৬৫.০	৭০.০	৪৯.৪
রাজমিস্ত্রি											৫.০	৫.৬	১৫.০				১.৬
মাটির কাজ	৬৫.০	৫০.০	৩৫.০	১৫.০	৪০.০	৪০.০	৫০.০	৮৫.০	৭০.০	৫০.০	২৫.০	৬৬.৭	৩৫.০	৩০.০	৬০.০	৪৫.০	৪৭.৫
জমি সমতল		৫.০															.৩
অন্যান্য	৪৫.০	২৫.০	৫.০	৬০.০	৫.০	১০.০	৫.০	২৫.০	২৫.০	৩৫.০	১০.০	২০.০	২৫.০	৪৫.০	৫.০	২৭.৮	২৩.৩

টেবিল-১৫ : কাজের সন্ধানে বাহিরে গমন

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড্ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৪৫.০	৬৫.০	৩০.০	৬৫.০	৩০.০	৩০.০	৬০.০	৭০.০	৩০.০	৭০.০	৩৮.৯	৫০.০	২০.০	৮০.০	৫৫.০	৪৮.৭
না	৬০.০	৫৫.০	৩৫.০	৭০.০	৩৫.০	৭০.০	৭০.০	৪০.০	৩০.০	৭০.০	৩০.০	৬১.১	৫০.০	৮০.০	২০.০	৪৫.০	৫১.৩
কোথায়																	
থানা শহরে	৫০.০	৫৫.৬	১৫.৪		৩০.৮	১৬.৭	১৬.৭	৫০.০	৯২.৯	১০০.০	২১.৪	৫৭.১	৫০.০	২৫.০	৬.৩	৪৫.৫	৩৯.৪
পাশের থানায়		১১.১	৮৪.৬	১০০.০		৩৩.৩	১৬.৭		৭.১		২১.৪	১৪.৩	২০.০	৫০.০	২৫.০	১৮.২	২৩.২
জেলা শহরে	৩৭.৫	৩৩.৩			৬৯.২	৫০.০	৫০.০	৫০.০			৫৭.১	২৮.৬	২০.০	২৫.০	৬৮.৮	৩৬.৪	৩৫.৫
অন্য শহরে	১২.৫						১৬.৭						১০.০				১.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

আদিবাসী পরিবারগুলোর কৃষি জমি ও বসতবাড়ি কম থাকা এবং সারা বছর এলাকায় কাজ না থাকার কারণে তারা কৃষি মৌসুম ছাড়া কাজের সন্ধানে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যাতায়াত করে। শতকরা ৪৮.৭ ভাগ বলেছে তারা কাজের সন্ধানে বাইরে যায়। কাজে সন্ধানে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ৩৯.৪ ভাগ বলেছে তারা থানা শহরে এবং শতকরা ৩৫.৫ ভাগ বলেছে জেলা শহরের কথা। এছাড়া পার্শ্ববর্তী থানায় কথা বলেছে শতকরা ২৩.২ ভাগ উত্তরদাতা।

টেবিল-১৬ : মৌসুম ভিত্তিক মজুরি

মজুরি (টাকায়)	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
আমন মৌসুমে ১৩০ টাকা	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
বোরো মৌসুমে ১৩০ টাকা	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
ধানের মৌসুম ছাড়া ১০০ টাকা	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সমীক্ষা এলাকায় শ্রমিকদের মজুরি কৃষি মৌসুমের উপর নির্ভর করে। আমন ও বোরো মৌসুমে কৃষি কাজে মজুরি ১৩০ টাকা এবং কৃষি মৌসুম ছাড়া শ্রমিকদের মজুরি ১১০-১২০ টাকা। আগাম শ্রম বিক্রি করেন কিনা এক প্রশ্নের জবাবে শতকরা মাত্র ৯ ভাগ বলেছে তারা আগাম শ্রম বিক্রি করে। এদের মধ্যে শতকরা ৪৪.৮ ভাগ বলেছে তারা ১০০ টাকা এবং শতকরা ৩৪.৫ ভাগ ৮০ টাকা হারে দৈনিক আগাম শ্রম বিক্রি করে বলে জানিয়েছেন (টেবিল ৭৫, ৭৬)।

৪.৮. এনজিও পরিচালিত ঋণ ও ঋণ ভিত্তিক সঞ্চয়

সমীক্ষা এলাকায় দেশের প্রধান এনজিওগুলো কাজ করলেও শতকরা ৬৫.৪ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছে। শতকরা ৫১.৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা কারিতাস থেকে ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া শতকরা ১৭.৮ ভাগ এবং ১১ ভাগ বলেছে তারা আশ্রয় এবং পার্টনার এনজিও থেকে ঋণ নেয়ার কথা (টেবিল ৭৭)। শতকরা ৫৬.৭ ভাগ বলেছে তারা ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে এবং ৫ হাজারের ওপর থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ শতকরা ৩০ ভাগ পরিবার। ১০ হাজার টাকার বেশি ঋণ নিয়েছে শতকরা ১৩.৩ ভাগ পরিবার। সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে মাত্র ৪টি পরিবার অর্থাৎ শতকরা ১.৩ ভাগ এবং মহাজন বা অন্য উৎস থেকে ঋণ নিয়েছে শতকরা ৮.২ ভাগ পরিবার (টেবিল ৭৮, ৮০)। এখানে দেখা যাচ্ছে ঋণ প্রদানের এনজিওরা মহাজন ও সরকারি ব্যাংকের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে এবং আদিবাসী গ্রামগুলোতে ঋণ প্রদানকারী এনজিওদের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

টেবিল-১৭ : ঋণ গ্রহণের পরিমাণ

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৬০.০	৬৫.০	৬০.০	১৫.০	৮০.০	৮০.০	৭০.০	৭০.০	৬০.০	৮৫.০	৮০.০	৮৩.৩	৮৫.০	৩০.০	৯৫.০	৩০.০	৬৫.৪
না	৪০.০	৩৫.০	৪০.০	৮৫.০	২০.০	২০.০	৩০.০	৩০.০	৪০.০	১৫.০	২০.০	১৬.৭	১৫.০	৭০.০	৫.০	৭০.০	৩৪.৬
ঋণের পরিমাণ																	
	৯	১০	১১	৩	১০	৮	৮	৯	৮	১৬	১৪	১১	১৩	৫	১২	৩	১৫০
১০০০-৩০০০	১১.১	৩০.০	২৭.৩	৩৩.৩	১০.০	২৫.০	৩৭.৫	২২.২	৫০.০	২৫.০	২৮.৬	৩৬.৪	৭.৭		৫০.০	৩৩.৩	২৬.৭
৩০০১-৫০০০	৩৩.৩	৬০.০	৯.১	৩৩.৩	৪০.০	১২.৫	৫০.০	৫৫.৬	২৫.০	৪৩.৮	১৪.৩	৩৬.৪		২০.০	২৫.০	৩৩.৩	৩০.০
৫০০১-১০০০০	৫৫.৬	১০.০	৫৪.৫	৩৩.৩	৩০.০	৫০.০	১২.৫	১১.১	২৫.০		৫৭.১	১৮.২	৩৮.৫	৬০.০	২৫.০		৩০.০
১০০০০+			৯.১		২০.০	১২.৫		১১.১		৩১.৩		৯.১	৫৩.৮	২০.০		৩৩.৩	১৩.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

ঋণ কী কাজে ব্যবহার করেছে এ প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৫০.৯ ভাগ পরিবার বলেছে কৃষি কাজে ব্যবহারের কথা। জমি কিনেছে শতকরা ১৪.৩ ভাগ পরিবার, ঘরের টিন কিনেছে ১৮.৬ ভাগ এবং গরু কিনেছে শতকরা ১৪.৩ ভাগ পরিবার। ঋণের কারণে বা ঋণ পরিশোধের জন্য তারা কোন সম্পদ হারিয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৮ ভাগ পরিবার সম্পদ হারানোর কথা বলেছে যা ঋণের সরাসরি নৈতিবাচক প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগী বিক্রি করে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করেছে (টেবিল ৮৩)।

টেবিল-১৮ : সঞ্চয়

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহালানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়উইং	মুলকীউইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	দলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৬০.০	৫০.০	৫৫.০	২৫.০	৭০.০	৮০.০	৭৫.০	৬৫.০	৫৫.০	৮০.০	৬৫.০	৮৩.৩	৭০.০	৩০.০	৯৫.০	৪০.০	৬২.৩
না	৪০.০	৫০.০	৪৫.০	৭৫.০	৩০.০	২০.০	২৫.০	৩৫.০	৪৫.০	২০.০	৩৫.০	১৬.৭	৩০.০	৭০.০	৫.০	৬০.০	৩৭.৭
সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ																	
	১২	১০	১১	৫	১৪	১৬	১৫	১৩	১১	১৬	১৩	১৫	১৪	৬	১৯	৮	১৯৮
১০	৮৩.৩	৩০.০	১৮.২		৭১.৪	৮১.৩	৩৩.৩	৭.৭	৮১.৮	৮৭.৫	৭৬.৯	৮৬.৭	২১.৪	৩৩.৩	৭৮.৯	৩৭.৫	৫৭.১
২০	৮.৩	৪০.০	৬৩.৬	৪০.০	২১.৪	১৮.৮	২৬.৭	৬৯.২	১৮.২		২৩.১	৬.৭	২১.৪	৩৩.৩	২১.১	১২.৫	২৪.৭
২৫-৫০	৮.৩	২০.০	১৮.২	৬০.০	৭.১		২০.০	২৩.১		১২.৫			২৮.৬				১০.৬
৫০+		১০.০					২০.০					৬.৭	২৮.৬	৩৩.৩		৫০.০	৭.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

ঋণ প্রদানকারী এনজিও ও সমিতিতে সদস্য হওয়ার পূর্বশত হচ্ছে সাপ্তাহিক সঞ্চয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা ঋণ প্রদানকারী এনজিও-এর সদস্য তারা সবাই সাপ্তাহিক সঞ্চয় করে। এছাড়াও কয়েকটি পরিবার এনজিও ছাড়া লাইফ ইন্সুরেন্স ও ব্যাংকে সঞ্চয় করে থাকে। শতকরা ৬২.৩ ভাগ বলেছে তারা মাসিক বা সপ্তাহে সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা ৫৭ ভাগ বলেছে ১০ টাকা। ২০ টাকা বলেছে ২৪.৭ ভাগ এবং ৫০ টাকার বেশি বলেছে শতকরা ৭.৬ ভাগ উত্তরদাতা। শতকরা ৫৩.৬ ভাগ বলেছে তাদের ২ হাজার টাকা মধ্যে সঞ্চয় আছে। ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা সঞ্চয় আছে শতকরা ১৮.৭ ভাগ এবং ৪ হাজার টাকার বেশি সঞ্চয় আছে শতকরা ১৪.৬ ভাগ পরিবারের। (টেবিল-৮৭)

৪. ৯. সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ

আদিবাসীদের প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক শোষণ, বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী আচরণ আদিবাসী সামাজের প্রান্তিকীকরণের আরেকটি কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কারণ অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যতা, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতার শিকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় কিনা এক প্রশ্নে শতকরা ৩০.৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা নির্যাতিত হয়। নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে শতকরা ৩৮.৮ ভাগ বলেছে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন। বসতি থেকে উচ্ছেদের হুমকির কথা বলেছে শতকরা ৩৫.৭ ভাগ এবং হোটেলে খেতে দেয়া হয় না ও নারী নির্যাতন এর কথা বলেছে যথাক্রমে শতকরা ১৩.৩ ভাগ ও ১০.২ ভাগ উত্তরদাতা।

টেবিল-১৯ : বাঙালী বা অন্য জাতিবর্ণের দ্বারা নির্যাতনের শিকার

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়উইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৬০.০	২০.০	১৫.০	৪৫.০	৪০.০	৩৫.০	১০.০	১৫.০	৫৫.০	১০.০	৩৩.৩	৫.০	৩০.০	৩৫.০	৪৫.০	৩০.৮
না	৬০.০	৪০.০	৮০.০	৮৫.০	৫৫.০	৬০.০	৬৫.০	৯০.০	৮৫.০	৪৫.০	৯০.০	৬৬.৭	৯৫.০	৭০.০	৬৫.০	৫৫.০	৬৯.২
নির্যাতনের ধরন																	
	৮	১২	৪	৩	৯	৮	৭	২	৩	১১	২	৬	১	৬	৭	৯	৯৮
হোটেলে খেতে বাধা		৮.৩	২৫.০		২২.২	১২.৫	১৪.৩		৩৩.৩	৩৬.৪		১৬.৭				১১.১	১৩.৩
শারীরিক নির্যাতন	৫০.০	৫৮.৩	৭৫.০	৬৬.৭	৭৭.৮	১২.৫	৭১.৪			৯.১					৪২.৯		৩৩.৭
বসতি থেকে উচ্ছেদ হুমকি	৩৭.৫	১৬.৭				৭৫.০	১৪.৩	১০০.০	৬৬.৭	৫৪.৫	৫০.০	৩৩.৩	১০০.০	৬৬.৭	২৮.৬	৩৩.৩	৩৫.৭
নারী নির্যাতন	১২.৫	১৬.৭									৫০.০	৫০.০		১৬.৭	১৪.৩	১১.১	১০.২
শুকুর না পোষার চাপ				৩৩.৩											১৪.৩		২.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-২০ : নারীর পারিবারিক নির্যাতন

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়উইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৫৫.০	৬০.০	২৫.০	৩৫.০	১০.০	২০.০	৩৫.০	৬০.০	৩৫.০	৭৫.০	৭৭.৮	৩০.০	৪৫.০	৬০.০	৪০.০	৪৩.৭
না	৬০.০	৪৫.০	৪০.০	৭৫.০	৬৫.০	৯০.০	৮০.০	৬৫.০	৪০.০	৬৫.০	২৫.০	২২.২	৭০.০	৫৫.০	৪০.০	৬০.০	৫৬.৩
নির্যাতনের ধরন																	
	৮	১১	১২	৫	৭	২	৪	৭	১২	৭	১৫	১৪	৬	৯	১২	৮	১৩৯
শারীরিক	৭৫.০	৯০.৯	৯১.৭	৬০.০	১০০.০	৫০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৭১.৪	৮৬.৭	৬৪.৩	৬৬.৭	৪৪.৪	১০০.০	৮৭.৫	৮২.৭
মানসিক	৬২.৫	৭২.৭	২৫.০	৮০.০	১০০.০		৭৫.০	৭১.৪	৮.৩	৮৫.৭	৬.৭	২৮.৬	৫০.০	৬৬.৭	৬৬.৭	৩৭.৫	৪৮.২
ঘর থেকে বের করে দেয়া		৯.১	৮.৩	২০.০	১৪.৩				৮.৩	১৪.৩	৬.৭	৪২.৯		১১.১	১৬.৭		১১.৫
অন্যান্য	১২.৫					১০০.০				১৪.৩	৬.৭	৭.১	১৬.৭	১১.১		২৫.০	৭.২
মোট (%)	১২৫.০	১৮৩.৩	১৭৫.০	১০৬.৭	১৫০.০	১৩৩.৩	১৭১.৪	১৩৩.৩	১১৬.৭	১৮৫.৭	১৭২.৭	১৫০.০	২১৪.৩	১৬০.০	১৫০.০	১৪২.৯	১৪৯.৬

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তথা সারা দেশে বসবাসরত বেশির ভাগ আদিবাসী পরিবারে গৃহস্থলীতে নারীর স্থান ঊর্ধ্বে ধারণা করা হলেও বেশির ভাগ আদিবাসী পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক। খুব অল্পসংখ্যক গৃহস্থলীতেই প্রধান ব্যক্তি নারী। বলা হয়ে থাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পরিবারে নারী নির্যাতনের একটি প্রধান কারণ। এক্ষেত্রে, আদিবাসী নারীরাও পরিবারের প্রধান হাতে নির্যাতনের শিকার হয়। শতকরা ৪৩.৭ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে নারীরা পরিবারের মধ্যে নির্যাতনের শিকার হয়। শারীরিকভাবে নির্যাতন হয় শতকরা ৮২.৭ ভাগ নারী এবং মানসিকভাবে নির্যাতন হয় শতকরা ৪৮.২ ভাগ নারী। ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় বলেছে শতকরা ১১.৫ ভাগ উত্তরদাতা।

টেবিল-২১ : নারীর সামাজিক নির্যাতন

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	নারকেলডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৭০.০	৫০.০		২০.০	৪৫.০	৩০.০	২৫.০	৪৫.০	৭০.০	৪০.০	২০.০	৫০.০	২০.০	৬৫.০	৪০.০	৬৫.০	৪০.৯
না	৩০.০	৫০.০	১০০.০	৮০.০	৫৫.০	৭০.০	৭৫.০	৫৫.০	৩০.০	৬০.০	৮০.০	৫০.০	৮০.০	৩৫.০	৬০.০	৩৫.০	৫৯.১
নির্যাতনের ধরন																	
	১৪	১০		৪	৯	৬	৫	৯	১৪	৮	৪	৯	৪	১৩	৮	১৩	১৩০
শারীরিক	৮৫.৭	৮০.০		৭৫.০	৮৮.৯	১৬.৭	৪০.০	৮৮.৯	১০০.০	৩৭.৫	১০০.০	১০০.০	২৫.০	৫৩.৮	১০০.০	৭৬.৯	৭৫.৪
মানসিক	৫০.০	৫০.০			৭৭.৮	৩৩.৩	২০.০	৬৬.৭		৬২.৫	২৫.০	২২.২	২৫.০	৩০.৮	৮৭.৫	২৩.১	৩৯.২
চলাফেরায় বাধা		১০.০		৫০.০	২২.২		৪০.০			২৫.০		১১.১				২৩.১	১০.০
ধর্ষণ							২০.০			১২.৫	২৫.০						২.৩
ভয়ভীতি	২৮.৬					১৬.৭	২০.০				২৫.০	১১.১	৫০.০	৩০.৮			১০.৮
অন্যান্য						৫০.০				১২.৫			২৫.০				৩.৮
মোট (%)		১৮৭.৫	১৪০.০	১৭৫.০	১২৩.১	১১৫.৪	১৫৫.৬	১২৫.০	১০০.০	১৫০.০	১৪০.০	১১৬.৭	১৮৮.৯	১২৫.০	১৬৪.৩	১৪৪.৪	১৪১.৫

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সবসময় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হাওয়া বাঙালী বা অন্য জাতিগোষ্ঠী দ্বারা অহরহ আদিবাসী নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। এ নির্যাতনের যেমন সুষ্ঠু বিচার নেই তেমনি বিচার চাওয়া বা প্রতিবাদ করাও প্রতিবন্ধকতা শিকার হয়। সমীক্ষা এলাকায় শতকরা ৪০.৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে আদিবাসী নারীরা সামাজিকভাবে নির্যাতিত হয়। শতকরা ৭৫.৪ ভাগ বলেছে শারীরিক নির্যাতন এবং মানসিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছে শতকরা ৩৯ ভাগ উত্তরদাতা। তবে রাস্তায় চলাফেরায় বাধা সৃষ্টির কথা বলেছে শতকরা ১০ ভাগ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের কথা বলেছে শতকরা ১০.৮ ভাগ উত্তরদাতা। এছাড়া অন্য জনগোষ্ঠী দ্বারা নারীরা ধর্ষণের শিকার হয় বলেছে ২.৩ ভাগ উত্তরদাতা।

৪. ১০. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব

সমীক্ষা এলাকায় শতকরা ১৬ ভাগ পরিবারে বাদ্যযন্ত্র থাকার কথা বলেছে। যাদের বাদ্যযন্ত্র আছে তাদের মধ্যে বাঁশি ও খোল বলেছে যথাক্রমে শতকরা ৪১.২ ভাগ ও ৩৩.৩ ভাগ পরিবার। হারমোনিয়াম শতকরা ১৭.৬ ভাগ এবং শঙ্খ শতকরা ১৭.৬ ভাগ পরিবারে রয়েছে। এছাড়া করতাল, মাদল, কাসি, ঢাক, ব্যান্ড সেট ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও আদিবাসী পরিবারগুলোতে থাকে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করে থাকে শতকরা ৪৬.৯ ভাগ পরিবার।

টেবিল-২২ : বাদ্যযন্ত্র

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	দুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গানকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (১)	% (৩)	% (৬)	% (৪)	% (৪)	% (২)	% (১)	% (২)	% (৫)	% (৭)	% (৪)	% (৭)		% (২)		% (৩)	% (৫১)
খোল	১০০.০		৮৩.৩	২৫.০	১০০.০	৫০.০				৪২.৯	২৫.০	১৪.৩					৩৩.৩
করতাল			১৬.৭							৪২.৯		১৪.৩					৯.৮
মাদল		৩৩.৩	৫০.০			৫০.০										৩৩.৩	১১.৮
কাসি			১৬.৭			৫০.০						১৪.৩					৫.৯
হারমোনিয়াম			১৬.৭	৫০.০				৫০.০		১৪.৩	২৫.০	২৮.৬		৫০.০			১৭.৬
শঙ্খ				২৫.০	২৫.০	৫০.০				৭১.৪						৩৩.৩	১৭.৬
বাঁশি		৬৬.৭		৫০.০		৫০.০	১০০.০	৫০.০	১০০.০	২৮.৬	৫০.০	৫৭.১				৩৩.৩	৪১.২
ঢাক				২৫.০						১৪.৩							৩.৯
ব্যান্ড সেট			১৬.৭														২.০
অন্যান্য										১৪.৩	২৫.০			৫০.০			৫.৯
অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করেন কি না																	
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫৫.০	৭৫.০	৫.০	৭০.০	৬৫.০	৪৫.০	৬০.০	৭০.০		৭৫.০	৫০.০	২৭.৮	২৫.০	৩৫.০	৫০.০	৪০.০	৪৬.৯
না	৪৫.০	২৫.০	৯৫.০	৩০.০	৩৫.০	৫৫.০	৪০.০	৩০.০	১০০.০	২৫.০	৫০.০	৭২.২	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	৬০.০	৫৩.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

বর্ণাঢ্য সামাজিক উৎসব তাদের জাতি গৌরব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে। বর্তমানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কের দৈন্যতার দরুণ এখন তাদের সামাজিক উৎসবগুলো মৃয়মান হয়ে পড়েছে। আদিবাসী সমাজে ও পরিবারে বিভিন্ন ধরনের উৎসব ও আচার-আনুষ্ঠানগুলো পালিত হয় কিন্তু তা হয়ে থাকে অত্যন্ত দুর্বলভাবে। আচার-আনুষ্ঠান পালনের মধ্যে বিবাহের কথা বলেছে শতকরা ৮০.২ ভাগ উত্তরদাতা। শতকরা ৬৭.৩ ভাগ বলেছে তারা নবান্ন উৎসব পালন করে। কারমা/কারাম উৎসব পালন করে বলেছে শতকরা ৬৭.৩ ভাগ উত্তরদাতা। শতকরা ৪০.৬ ভাগ বলেছে জন্ম ও সৎকার পালন করে। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক উৎসব পালনের মধ্যে রয়েছে দাঁশাই, এ্যারো, বাহা, বান্ধনা, ছাতা, পাতা প্রভৃতি।

টেবিল-২৩ : সামাজিক উৎসব

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	দুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গানকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
বান্ধনা										৫.০					৫.০		.৬
বাহা		৫.০	৫.০			৫.০		২০.০	৬০.০			৫০.০			৫.০		৯.১
এ্যারো				৫.০		১০.০		২০.০	৫৫.০			২৭.৮					৭.২
নবান্ন	৪৫.০	৬০.০	৮৫.০	৬০.০	৭০.০	৫৫.০	৫০.০	৬০.০	৮০.০	৮০.০	১০০.০	৮৮.৯	৩৫.০	৮৫.০	৮০.০	৪৫.০	৬৭.৩
শহরায়		৫০.০		৪০.০	৩০.০			৩০.০	৬৫.০	৫.০		৫০.০		২৫.০	৫.০	৫০.০	২১.৭
দোলযাত্রা	৮০.০	৩০.০	৩০.০	২০.০	২৫.০	১০.০				৫০.০				২০.০		২০.০	১৭.৯
দাঁশাই		২০.০		২৫.০	৪৫.০				১৫.০	৫.০		৫.৬					৭.২
ছাতা		৫.০															.৩
পাতা	১৫.০																.৯
বিবাহ	৮০.০	৮০.০	১০০.০	৯০.০	৭৫.০	৭০.০	১০০.০	৫৫.০	৫০.০	৭০.০	৯৫.০	৬১.১	১০০.০	৯০.০	৬৫.০	১০০.০	৮০.২
জন্ম ও সৎকার	১৫.০	৪০.০	৫০.০	৫৫.০	৪৫.০	৩০.০	৫০.০	৫.০	১০.০	৪০.০	৯৫.০	৫.৬	৬০.০	৫৫.০	৫৫.০	৩০.০	৪০.৩

টেবিল-২৪ : ধর্মীয় উৎসব

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোতাহি	জিওলমারী	গড়ডাইহিং	মুলকীডাইহিং	ডাইহিংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
মনসা	৬০.০	৫০.০	৪০.০	১৫.০	১০.০		৮৫.০	২০.০		৪০.০		৫.৬		৫.০		৩৫.০	২৩.০
দূর্গা	৮৫.০	৭৫.০	৮০.০	৬৫.০	৫৫.০	৩০.০	৫৫.০	২০.০	৫.০	৯০.০				৫৫.০		৬৫.০	৪২.৮
লক্ষ্মী	৬৫.০	৬৫.০	১০০.০	৯০.০	২৫.০	৪০.০	৮৫.০	১৫.০		৮৫.০				৫.০		৮৫.০	৪১.৫
কালী	১০০.০	১০০.০	৮০.০	৮৫.০	১০০.০	৫৫.০	৩৫.০	২০.০	১০.০	১০০.০				৬০.০		৮৫.০	৫২.২
স্বরসতী	৮৫.০	২৫.০	৭৫.০	৯৫.০	৫০.০	৪০.০	২০.০	২০.০		৮০.০				৮০.০		৩৫.০	৩৮.১
দোলযাত্রা	৩৫.০	১০.০	৩০.০	১৫.০	১০.০	১৫.০	৫.০	৫.০		২৫.০				২০.০		১৫.০	১১.৬
আশাড়ী	২০.০		৫.০	১৫.০	৩০.০	১০.০				৫.০						৫.০	৫.৭
আশ্বিন পূর্ণিমা	১০.০																.৬
চৈত্র সংক্রান্তি	১৫.০	১০.০	২৫.০	৫.০		১৫.০				১০.০				৫.০			৫.৩
জন্মাষ্টমী					৪০.০	১৫.০				১০.০							৪.১
বড় দিন						৪৫.০		৮০.০	৯৫.০		১০০.০	১০০.০		২০.০	১০০.০	৫.০	৩৩.৬
স্টার						৪৫.০		৮০.০	৯৫.০		১০০.০	১০০.০		২০.০	১০০.০	৫.০	৩৩.৬
অন্যান্য		২০.০			১৫.০	৫.০	৫.০		৫.০		২৫.০	১৬.৭	১০০.০				১১.৯

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন ধর্মান্তরিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে একই পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্য খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন, কিছু সদস্য ধর্ম পরিবর্তন করছেন না, এর ফলে ধর্মীয় উৎসবে ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এর একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আদিবাসীদের হিন্দু দেব-দেবীদের পূজা বেশি লক্ষ্য করা যায়। শতকরা ৫২.২ ভাগ বলেছে তারা কালি পূজা করে। অন্যান্য পূজাগুলো মধ্যে দূর্গা, লক্ষ্মী, স্বরসতী ও মনসা পূজার কথা যথাক্রমে শতকরা ৪২.৮, ৪১.৫, ৩৮, ২৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে। এছাড়া বড়দিন ও স্টার ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করে শতকরা ৩৩.৬ ভাগ ও ৩৩.৬ ভাগ উত্তরদাতা।

৪. ১১. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ একেবারেই নগণ্য। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে তারা বোঝে মাত্র ভোট দেয়া বা না দেয়াকে। নির্বাচনের সময় অনেক প্রার্থী তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাস-জমি আদিবাসী মাঝে বন্টন, জমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্বাচিত হওয়া পর এইসব প্রার্থীকে আদিবাসী পল্লীতে আর দেখা যায় না। তাদের কাজ থেকে আবার একই প্রতিশ্রুতি পাবার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়। শতকরা মাত্র ২.২ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত। আদিবাসী জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৮.৭ ভাগ ভোটার। শতকরা ৯৯.৪ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা ভোট দিতে যায়। শতকরা ৯৮ ভাগ বলেছে তারা নিরাপদে ভোট দিতে পারে। (টেবিল-১০১, ১০২)

টেবিল-২৫ : রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোতাহি	জিওলমারী	গড়ডাইহিং	মুলকীডাইহিং	ডাইহিংপাড়া	নিমঘুটু	গুটিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ				৫.০	১৫.০	৫.০						১১.১					২.২
না	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৮৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৮৮.৯	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৭.৮
উত্তরদাতারা ভোটার কি না																	
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৮.৭
না			৫.০					৫.০					৫.০		৫.০		১.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৪. ১২. অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৩) বিধিতে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ এবং জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' কিন্তু আদিবাসী ও বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত সামাজিক বৈষম্য স্বীকার যেমন- গ্রামাঞ্চলে ও শহরে হোটেল- রেস্তোরাতে তাদের খাবার ও চা খেতে দেয়া হয় না, সেলুনে চুল কাটতে দেয়া হয় না। অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতার শিকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

সমীক্ষা এলাকায় দেখা যায় শতকরা ৫৭.৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে সেলুন, হোটেল, বাজার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য জাতিগোষ্ঠী তাদের অচ্ছ্যুত হিসেবে দেখে। এছাড়া আদিবাসী জাতিগুলোর মধ্যেও উচু-নিচুর ভেদ লক্ষ্য করা যায়। শতকরা ২৩.৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তাদের মধ্যে উচু-নিচুর বংশের ভেদ রয়েছে।

টেবিল-২৬ : সেলুন, হোটেল, বাজার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অচ্ছ্যুত হিসেবে দেখা

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাট	কাশুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	কুন্ডিগ্রাম	বাগানপাড়া	দলকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৩৫.০	৭৫.০	১৫.০	৩০.০	৩৫.০	৩০.০	৭৫.০	৫০.০	১০০.০	৫০.০	৮০.০	৬৬.৭	৮০.০	৫০.০	৯০.০	৫৫.০	৫৭.২
না	৬৫.০	২৫.০	৮৫.০	৭০.০	৬৫.০	৭০.০	২৫.০	৫০.০		৫০.০	২০.০	৩৩.৩	২০.০	৫০.০	১০.০	৪৫.০	৪২.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
আদিবাসী জাতিগুলোর নিজেদের মধ্যে উচু ও নিচু বংশের ভেদ রয়েছে কিনা																	
হ্যাঁ		২০.০		২৫.০		১৫.০	১৫.০		৫০.০	৩৫.০	৩০.০	২২.২	৪০.০	৬০.০	২০.০	৪০.০	২৩.৩
না	১০০.০	৮০.০	১০০.০	৭৫.০	১০০.০	৮৫.০	৮৫.০	১০০.০	৫০.০	৬৫.০	৭০.০	৭৭.৮	৬০.০	৪০.০	৮০.০	৬০.০	৭৬.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

পঞ্চম অধ্যায়
রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠন সংক্রান্ত তথাবলী

সিসিবিভিও ২০০৩ সাল থেকে রাজশাহীতে অবহেলিত আদিবাসী জনগণের মাঝে রক্ষাগোলাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা করে। এই কাজের প্রধান দুইটি দিক হলো, আদিবাসী গ্রাম সমাজ সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং আদিবাসীদের খাদ্য নিরাপত্তাসহ স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে 'রক্ষাগোলা খাদ্য সংরক্ষণাগার ও সমাজগৃহ' তৈরি। এখানে উল্লেখ্য, অতীতে আদিবাসী সমাজ সংগঠন ও রক্ষাগোলা বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসীদের সমাজ কাঠামো অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তখন রক্ষাগোলা ধর্মগোলা নামে পরিচিত ছিল যা কমিউনিটিভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তার একটি বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তা ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে পড়ে। সিসিবিভিও-র কাজের অন্যতম লক্ষ্য হলো, গ্রাম সংগঠন ও লক্ষাগোলা পুনর্জীবন করে তা আদিবাসীদের সমাজের ভীত শক্ত করতে সহায়তা করা।

সমীক্ষা এলাকা চৈতন্যপুরে, নিমকুঁড়ি, শাহানাপাড়া, ঈদুলপুর-কান্তপাশা ও পাথরঘাটা ২০০৫ সালে প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচি শুরু করে। এই কাজের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে আরো ১১টি নতুন গ্রামে কাজ সম্প্রসারিত করা হয়। এলাকাগুলো হলো- বেলডাঙ্গা, ডাইংপাড়া, গড়ডাইং, নিমঘুটু, ফার্সা পাড়া, বাগান পাড়া, জিওলমারী, গুনিগ্রাম (রাজাপুর), মূলকীডাইং, গোলাই ও গনকের ডাইং।

টেবিল-২৭ : সদস্যের ধরন

সদস্যের ধরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
নতুন						১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৬৮.৬
পুরাতন	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০												৩১.৪
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-২৮ : সঞ্চয়ের ধরন

ধরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
ধান	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
চাউল	৯৫.০	৭০.০	২০.০	৭০.০	৯০.০	৭৫.০	১০০.০	২৫.০	৬৫.০	৪৫.০	৮৫.০	১১.১	১৫.০	৮০.০	৯৫.০	৮৫.০	৬৪.৫
টাকা		১০.০							৫.০	৫.০		১১.১			৫.০		২.২

রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গ্রামবাসীরা 'রক্ষাগোলা'য় মুষ্টি চাউল ও মৌসুমী ধান সঞ্চয় করে। এছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে টাকা সঞ্চয় করে থাকে। এই সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য যখন আদিবাসী কৃষি শ্রমিকদের কোন কাজ থাকে না এবং খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এই রক্ষাগোলা থেকে তারা চাউল ও ধান খাদ্য সহায়তা হিসেবে গ্রহণ করে। সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবেও তারা এখানে সহায়তা গ্রহণ করে। এছাড়া সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। সমীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ সদস্য চাউল সঞ্চয় এবং শতকরা ৬৫ ভাগ সদস্য ধান সঞ্চয় করে। উল্লেখ্য রক্ষাগোলার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পুরাপুরি আদিবাসী সমাজ সংগঠনের হাতে ন্যাস্ত।

টেবিল-২৯ : সঞ্চয়ের পরিমাণ

কেজি	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
চাউল সঞ্চয়																	
১০ এর নিচে				৫.০	৫.০		১৫.০	৮৫.০	৭৫.০	৮০.০	৮৫.০	৯৪.৪	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৫২.৫
১১-৫০			৫.০	৯০.০		১০০.০	৮৫.০	১৫.০	২৫.০	২০.০	১৫.০	৫.৬					২২.৬
৫১-১০০	৯৫.০	১৫.০	১০.০	৫.০	৯৫.০												১৩.৮
১০০ +	৫.০	৮৫.০	৮৫.০														১১.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
ধান সঞ্চয়																	
	% (১৯)	% (১৪)	% (৪)	% (১৪)	% (১৮)	% (১৫)	% (২০)	% (৫)	% (১৩)	% (৯)	% (১৭)	% (২)	% (৩)	% (১৬)	% (১৮)	% (১৭)	% (২০৪)
১০ এর নিচে	৩৬.৮	৭.১		২৮.৬	১৬.৭	২০.০	১০০.০	৮০.০	১০০.০	৮৮.৯	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৬৬.৭
১০-৫০	৩৬.৮	৭৮.৬	৭৫.০	৪২.৯	৮৩.৩	৮০.০		২০.০		১১.১							২৭.৫
৫১-১০০	২৬.৩	১৪.৩	২৫.০	২৮.৬													৫.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনভূক্ত পরিবারগুলো নিয়মিত চাউল ও ধান সঞ্চয় করে। বর্তমানে শতকরা ৫২.৫ ভাগ উত্তরদাতার চাউল সঞ্চয় ১০ কেজির নিচে। শতকরা ২২.৬ ভাগ সঞ্চয় ১১-৫০ কেজির মধ্যে এবং ১০০ কেজির বেশি চাউল সঞ্চয় আছে শতকরা ১১ ভাগ সদস্য পরিবারে। ধান সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬.৭ ভাগ ও শতকরা ২৭.৫ ভাগ সদস্য পরিবারের যথাক্রমে ১০ কেজির নিচে এবং ১০-৫০ কেজি সঞ্চয় আছে। রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনের সদস্য পরিবারগুলো প্রতি সপ্তাহে ১/২ (অর্ধ) কেজি চাউল এবং প্রতি মৌসুমে পরিবার প্রতি ৫ কেজি ধান সঞ্চয় করে।

টেবিল-৩০ : সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার উপকারিতা

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯০.০	৯৫.০	৯০.০	৯৪.৪	৮৫.০	৮৫.০	৯০.০	৭৫.০	৯৩.১
না		৫.০	৫.০					৫.০	১০.০	৫.০	৫.০		১০.০	১০.০	১০.০	৫.০	৪.৪
নতুন সদস্য											৫.০	৫.৬	৫.০	৫.০		২০.০	২.৫
উপকারের ধরন																	
	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৯	২০	২০	২০	১৯	১৭	১৯	১৯	২০	১৬	৩০৯
খাদ্য সহায়তা	৮০.০	৭০.০	৮৫.০	৫০.০	৫০.০	৯৫.০	৮৯.৫	৮০.০	১০০.০	১০০.০	৮৪.২	৯৪.১	৮৪.২	৮৯.৫	৯৫.০	৮৭.৫	৮৩.২
পরিবারিক/ সামাজিক অনুষ্ঠান	১০.০	৫.০			৫.০	৫.০								৫.৩			১.৯
খাদ্য ঋণ থেকে মুক্তি	১০.০	২৫.০	১৫.০	৫০.০	৪৫.০		১০.৫	২০.০			১৫.৮	৫.৯	১৫.৮	৫.৩	৫.০	১২.৫	১৪.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সমীক্ষায় দেখা যায়, সংগঠনে জড়িত হওয়া ফলে শতকরা ৯৩ ভাগ সদস্য পরিবার উপকৃত হয়েছে। সংগঠন থেকে সহায়তা নিয়ে খাদ্য, পারিবারিক/ সামাজিক অনুষ্ঠান ও খাদ্য ঋণ (মহাজনের কাছ থেকে নেয়া) থেকে মুক্তি লাভ করেছে। মাত্র শতকরা ৪.৪ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তাদের পরিবার সংগঠন থেকে এখনো সরাসরি কোন সহায়তা গ্রহণ করেনি এবং শতকরা ২.৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তাদের পরিবার সংগঠনের নতুন সদস্য। উপকৃত পরিবারসমূহের শতকরা ৮৩ ভাগ সদস্য পরিবার অভাবকালীন সময়ে খাদ্য সহায়তা নিয়েছে, শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ সদস্য পরিবার সংগঠন হতে সহায়তা নিয়ে তাদের পরিবারের খাদ্য ঋণ (মহাজনের কাছ থেকে নেয়া) পরিশোধ করেছে এবং সহায়তা নিয়ে তাদের পারিবারিক/ সামাজিক অনুষ্ঠান করেছে শতকরা ১.৯ভাগ পরিবার। চাউল ও ধান সহায়তা গ্রহণকারী পরিবারের শতকরা ৯৭ ভাগ পরিবারই নিয়মিত এটা রক্ষাগোলায় ফেরত দিয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সমীক্ষায় প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য

৬.১. পারিবারিক তথ্য

টেবিল-৩১ : পরিবারে নারী ও পুরুষ সদস্য।

সদস্য	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তইং	মুলকীতইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (৯৯)	% (৮৫)	% (৮৫)	% (১০২)	% (১১৯)	% (৯৫)	% (৯২)	% (৯০)	% (৮৯)	% (১০০)	% (১০৮)	% (১০৮)	% (১০০)	% (১০৬)	% (১০৩)	% (৮৮)	% (১৫৬৯)
নারী	৫৩.০	৪৬.৭	৪৮.০	৫১.৫	৫১.৫	৫০.০	৪৭.৭	৫১.৭	৫৩.৩	৪৮.৫	৪৪.৭	৫২.৮	৫৩.২	৫২.০	৪৪.৪	৪৮.১	৪৯.৮
পুরুষ	৪৭.০	৫৩.৩	৫২.০	৪৮.৫	৪৮.৫	৫০.০	৫৩.৩	৪৮.৩	৪৬.৭	৫১.৫	৫৫.৩	৪৭.২	৪৬.৮	৪৮.০	৫৫.৬	৫১.৯	৫০.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩২ : পরিবারে বৈবাহিক অবস্থা এবং খানা প্রধানের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক।

বৈবাহিক অবস্থা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তইং	মুলকীতইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (৯৯)	% (৮৫)	% (৮৫)	% (১০২)	% (১১৯)	% (৯৫)	% (৯২)	% (৯০)	% (৮৯)	% (১০০)	% (১০৮)	% (১০৮)	% (১০০)	% (১০৬)	% (১০৩)	% (৮৮)	% (১৫৬৯)
বিবাহিত	৫৭.৩	৪২.৬	৪০.৪	৪৮.১	৪৩.০	৪৭.২	৫১.৮	৪২.৪	৪৭.২	৪৯.০	৪৪.১	৪৮.৯	৪৬.৭	৫২.৬	৪৯.৪	৪১.২	৪৬.৮
অবিবাহিত	৪১.৭	৫৩.৭	৫৭.৬	৫০.০	৫৪.০	৫০.৯	৪২.৪	৫৫.৪	৫০.৬	৪৮.০	৫২.৯	৪৬.৬	৫১.১	৪৬.৩	৪৫.৯	৫৫.৫	৫০.৪
বিধবা/বিপত্নীক	১.০	২.৮	১.০	১.৯	২.০	১.৯	৪.৭	২.২	২.২	২.০	২.৯	৪.৫	১.১		৪.৭	২.৫	২.৩
বিচ্ছিন্ন		.৯	১.০		১.০		১.২			১.০			১.১	১.১		.৮	.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
খানা প্রধানের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক																	
খানা প্রধান	২০.২	২৩.৫	২৩.৫	১৯.৬	১৬.৮	২১.১	২১.৭	২২.২	২২.৫	২০.০	১৮.৫	১৮.৫	২০.০	১৮.৯	১৯.৪	২০.৫	২০.৩
স্ত্রী	১৯.২	২১.২	২৩.৫	১৮.৬	১৭.৬	২০.০	১৯.৬	২২.২	২০.২	১৮.০	১৭.৬	১৮.৫	২০.০	১৭.৯	২০.৪	২০.৫	১৯.৬
স্বামী						১.১				৬.০				.৯	১.০	২.৩	.৭
ছেলে	৩২.৩	৩২.৯	২২.৪	৩২.৪	২৭.৭	২৭.৪	২৫.০	২৪.৪	২১.৩	২৯.০	২৮.৭	৩০.৬	২৫.০	২৪.৫	২৪.৩	২৩.৯	২৭.১
মেয়ে	২৬.৩	১৫.৩	১৭.৬	১৭.৬	২৬.১	১৮.৯	৩০.৪	২২.২	২৮.১	১৫.০	২৪.১	১৮.৫	২৫.০	২৯.২	১৮.৪	১৯.৩	২২.১
মা	১.০	২.৪	৩.৫	২.০	১.৭	৩.২	২.২	২.২	৫.৬	৬.০	৩.৭	১.৯	১.০	.৯	১.০	৫.৭	২.৭
বাবা	১.০	১.২		২.০	.৮	২.১	১.১	১.১	২.২		৩.৭	১.৯	১.০	.৯	১.০		১.৩
ভাই		১.২	১.২		.৮					২.০		১.৯	১.০		২.৯	১.১	.৮
বোন				১.০				১.১		১.০		.৯				১.১	.৩
শ্বশুর			২.৪		১.৭			১.১				১.৯		.৯	৩.৯	১.১	.৮
শ্বাশুড়ী		১.২		১.০	.৮			১.১			২.৮	.৯		.৯	১.০	১.১	.৭
অন্যান্য		১.২	৫.৯	৫.৯	৫.৯	৬.৩		২.২		৩.০	.৯	৪.৬	৭.০	৪.৭	৬.৮	৩.৪	৩.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩৩ : উত্তরদাতার লিঙ্গ

লিঙ্গ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
পুরুষ	১৫.০	৪০.০	২৫.০	৪৫.০	২৫.০	৩০.০	৪৫.০	৫৫.০	৩৫.০	৭৫.০	৫০.০	৪৪.৪	৩০.০	৫০.০	২৫.০	৫০.০	৩৯.৯
মহিলা	৮৫.০	৬০.০	৭৫.০	৫৫.০	৭৫.০	৭০.০	৫৫.০	৪৫.০	৬৫.০	২৫.০	৫০.০	৫৫.৬	৭০.০	৫০.০	৭৫.০	৫০.০	৬০.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩৪ : ধর্ম।

ধর্ম	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
আদিধর্ম ও সনাতন	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৫৫.০	৯৫.০	৫০.০	৪৫.০	১০০.০	১৫.০	১৬.৭	১০০.০	৭৫.০	১৫.০	৯০.০	৭২.৩
খ্রিস্টান				৫.০		৪৫.০	৫.০	৫০.০	৫৫.০		৮৫.০	৮৩.৩		২৫.০	৮৫.০	১০.০	২৭.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
পরিবারে সবাই একেই ধর্মের অনুসারী কিনা																	
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯৪.৪	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৯.১
না									৫.০			৫.৬			৫.০		.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.২. শিক্ষার সংক্রান্ত

টেবিল-৩৫ : পরিবার প্রতি স্কুলে যাওয়া ছেলে সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মূলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৭	১২	১৪	৮	১২	৯	৬	৭	৭	১১	১১	৯	৯	১০	৮	৭	১৪৭
১	৮৫.৭	৯১.৭	৬৪.৩	৬২.৫	৯১.৭	৩৩.৩	১০০.০	৭১.৪	৪২.৯	২৭.৩	৬৩.৬	২২.২	৬৬.৭	৬০.০	৩৭.৫	৭১.৪	৬১.৯
২	১৪.৩	৮.৩	২১.৪	২৫.০	৮.৩	৩৩.৩		২৮.৬	৪২.৯	৪৫.৫	১৮.২	৭৭.৮	৩৩.৩	৪০.০	৬২.৫	১৪.৩	২৯.৩
৩+			১৪.৩	১২.৫		৩৩.৩			১৪.৩	২৭.৩	১৮.২					১৪.৩	৮.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩৬ : পরিবার প্রতি স্কুলে যাওয়া মেয়ের সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাংগা	মুলকীডাংগা	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাংগা	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	৪	১২	১২	১১	১২	৭	৩	৯	৭	৯	৫	৫	৬	৬	৪	৯	১২১
১	২৫.০	৬৬.৭	৬৬.৭	৬৩.৬	৫০.০	৭১.৪	১০০.০	৩৩.৩	৭১.৪	৪৪.৪	৮০.০	৪০.০	৬৬.৭	৫০.০	৭৫.০	৬৬.৭	৫৯.৫
২	৫০.০	২৫.০	১৬.৭	২৭.৩	৪১.৭	১৪.৩		৪৪.৪	২৮.৬	৩৩.৩	২০.০	৪০.০	৩৩.৩	৫০.০	২৫.০	১১.১	২৮.৯
৩+	২৫.০	৮.৩	১৬.৭	৯.১	৮.৩	১৪.৩		২২.২		২২.২		২০.০				২২.২	১১.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩৭ : ছেলে/মেয়ের স্কুলে উপস্থিতির ধরন।

ধরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাংগা	মুলকীডাংগা	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাংগা	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	৮	১৪	১৭	১২	১৫	১১	৮	১০	৯	১৪	১৩	১০	১১	১১	৯	১২	১৮৪
নিয়মিত	১০০.০	৮৫.৭	৫৮.৮	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৭৭.৮	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৭৭.৮	৭৫.০	৯১.৩
সপ্তাহে ২/১ দিন			১৭.৬												২২.২		২.৭
কৃষিকাজ থাকে তখন যায়না		৭.১														৮.৩	১.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৩৮ : স্কুলে না যাওয়ার কারণ।

কারণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাংগা	মুলকীডাংগা	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাংগা	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	১০	৫	২	৮	৫	৮	১২	৯	৯	৪	৬	৬	৯	৮	৮	৬	১১৫
কৃষি কাজ	৫০.০	৪০.০	১০০.০	১২.৫		৫০.০	৮.৩	৪৪.৪	৩৩.৩		১৬.৭	১৬.৭	২২.২	২৫.০	৩৭.৫	১৬.৭	২৭.৮
আর্থিক সমস্যা	৫০.০	৬০.০		৭৫.০	১০০.০	৫০.০	৯১.৭	৫৫.৬	৬৬.৭	১০০.০	৮৩.৩	৮৩.৩	৭৭.৮	৭৫.০	৫০.০	৮৩.৩	৭০.৪
মোট (%)				১২.৫											১২.৫		১.৭

টেবিল-৩৯ : ছেলে/মেয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাংগা	মুলকীডাংগা	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাংগা	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	২০.০	১৫.০	১৫.০	২৫.০	২০.০	১০.০	১০.০	৩৫.০	৫.০		৫.০	১৬.৭	৫.০	১০.০	১০.০	২০.০	১৩.৮
না	৮০.০	৮৫.০	৮৫.০	৭৫.০	৮০.০	৯০.০	৯০.০	৬৫.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৮৩.৩	৯৫.০	৯০.০	৯০.০	৮০.০	৮৬.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৪০ : স্কুল বন্ধ করার কারণ।

কারণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৪	৩	৩	৫	৪	২	২	৭	১	-	১	৩	১	২	২	৪	৪৪
আর্থিক সমস্যা	৭৫.০	৬৬.৭	১০০.০	৬০.০		৫০.০	১০০.০	৮৫.৭	১০০.০		১০০.০	৩৩.৩	১০০.০	১০০.০	৫০.০	৫০.০	৬৫.৯
পরিবারে কাজে সহায়তা	২৫.০	৩৩.৩		৪০.০	৭৫.০	৫০.০		১৪.৩				৬৬.৭			৫০.০	৫০.০	৩১.৮
ভাষা না বুঝা					২৫.০												২.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	-	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.৩. ভূমি মালিকানা ও সম্পদ

টেবিল-৪১ : পরিবারে ঘরের সংখ্যা।

ঘরের সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
১	৪০.০	৫০.০	১০.০	৩৫.০	১৫.০	৩৫.০	৭০.০	৪০.০	৩৫.০	৫.০	৩০.০	২২.২	২৫.০	৪৫.০	৩৫.০	১০.০	৩১.৪
২	২৫.০	৩৫.০	৮৫.০	৩৫.০	৬৫.০	২৫.০	৩০.০	৪০.০	৫৫.০	৬০.০	৩৫.০	২৭.৮	৬৫.০	৪০.০	৫০.০	৬০.০	৪৫.৯
৩	২৫.০	১০.০		৩০.০	১০.০	১০.০		৫.০	৫.০	৩০.০	৩০.০	৩৩.৩	৫.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১৩.৮
৪	১০.০		৫.০		১০.০	১৫.০		১০.০		৫.০	৫.০	৫.৬	৫.০	৫.০	১০.০	১০.০	৬.০
৫		৫.০				১৫.০		৫.০	৫.০			১১.১				৫.০	২.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৪২ : প্রধান বাসগৃহের ধরন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
পাকা দালান					৫.০												.৩
পাকা দেয়াল ও টিনের চালা		২৫.০	৫.০	১০.০									২৫.০	২৫.০			৫.৭
মাটির দেয়াল ও টিনের চালা	১০০.০	৭৫.০	৮৫.০	৯০.০	৯৫.০	১০০.০	৮৫.০	৮৫.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৪.৪	৭৫.০	৭৫.০	১০০.০	১০০.০	৯০.৯
মাটির দেয়াল ও খড়ের চালা							৫.০	১৫.০			৫.০	৫.৬					১.৯
খড়ের ঘর			১০.০				১০.০										১.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৪৩ : খাসজমি পরিমাণ।

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১	১	৫	২	৭	১	১২	২	৪	৪	৩	৩	২	-	৫	৬	৫৮
১-১০	১০০.০		৮০.০		২৮.৬	১০০.০	৮৩.৩		৭৫.০	২৫.০	৬৬.৭	৬৬.৭			৬০.০	৮৩.৩	৫৮.৬
১১-২০			২০.০	১০০.০	৪২.৯		১৬.৭				৩৩.৩	৩৩.৩	৫০.০		৪০.০		২২.৪
২০+		১০০.০			২৮.৬			১০০.০	২৫.০	৭৫.০			৫০.০			১৬.৭	১৯.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	-	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৪৪: খাই খালাসী পরিমাণ।

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
		১	৩		১		১		২	১	১	১		১			১৩
১-৫০		১০০.০	১০০.০		১০০.০		১০০.০		৫০.০	৫০.০	১০০.০						৬৯.২
৫০+									৫০.০	৫০.০		১০০.০		১০০.০			৩০.৮
মোট (%)		১০০.০	১০০.০		১০০.০		১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০			১০০.০

টেবিল-৪৫ : বন্ধকী জমি পরিমাণ।

শতাংশ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (১)	% (১)	% (০)	% (০)	% (০)	% (১)	% (০)	% (১)	% (০)	% (১)	% (০)	% (১)	% (১)	% (০)	% (০)	% (০)	% (৮)
১-৩৩	১০০.০	১০০.০				১০০.০						১০০.০	১০০.০				৬২.৫
৩৩+								১০০.০		১০০.০				১০০.০			৩৭.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০				১০০.০		১০০.০		১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০			১০০.০

টেবিল-৪৬ : কৃষি জমিতে চাষাবাদকৃত ফসলের ধরন।

ফসল	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১০	১০	১৫	১৭	১৮	১৮	১৩	৫	১০	১৬	১৪	১২	১৪	১১	১৯	১৩	২১৫
ধান	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৪.৪	৬১.৫	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৬.৩
গম		১০.০			১৬.৭	৫৫.৬	৭.৭		২০.০	৬২.৫	৭.১			১৮.২	২১.১		১৫.৮
তিসি									১০.০	৬.৩							.৯
আলু			৬.৭														.৫
মরিচ						৫.৬				৩১.৩			৭.১	৯.১			৩.৭
বেগুন		২০.০			৫.৬	১১.১	৩৮.৫			১২.৫		৮.৩			৫.৩	৭.৭	৭.০
টমেটো		১০.০			৫.৬		৩০.৮			১২.৫							৩.৭
শাক-সবজি		৪০.০	২৬.৭		৩৮.৯	৪৪.৪			৩০.০	৬.৩		৮.৩	২১.৪	৬৩.৬	৫.৩	২৩.১	১৯.৫
পেঁয়াজ	১০.০												৭.১				.৯
রসুন					১৬.৭	১১.১							৭.১				২.৮
অন্যান্য						৫.৬				৬.৩		১৬.৭	৭.১				২.৩

টেবিল-৪৭ : বসতবাড়িতে চাষকৃত শাক-সবজির ধরন।

শাক-সবজির ধরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১০	১৩	২০	১৭	১৮	১৮	১৫	৭	৫	১২	১৬	১২	১৫	৮	১২	১১	২০৯
পেঁপে	২০.০	৪৬.২	২০.০	২৩.৫	২৭.৮	১৬.৭	৬.৭	১৪.৩	৪০.০	৮.৩	২৫.০	৮.৩	৪৬.৭		২৫.০	৯.১	২১.৫
মিষ্টি কুমড়া	৭০.০	২৩.১	৮৫.০	৮৮.২	৮৮.৯	১০০.০	৬৬.৭	৪২.৯	৬০.০	৮৩.৩	৯৩.৮	৬৬.৭	৮০.০	৮৭.৫	৯১.৭	৮১.৮	৭৮.৫
চাল কুমড়া	৯০.০	২৩.১	৮০.০	৯৪.১	৭২.২	৬৬.৭	৬৬.৭	৪২.৯		৮৩.৩	৬২.৫	৭৫.০	৬৬.৭	৬২.৫	৯১.৭	৫৪.৫	৬৮.৪
কলা	১০.০	২৩.১	৫০.০	৫.৯	১৬.৭	১১.১	১৩.৩	২৮.৬	২০.০	৪১.৭	১৮.৮	৮.৩	১৩.৩			৯.১	১৭.৭
লাউ	৫০.০	৪৬.২	৯০.০	৮৮.২	১১.১	৮৮.৯	৫৩.৩	৫৭.১	২০.০	৫৮.৩	৬৮.৮	৫০.০	৬৬.৭	৩৭.৫	৫৮.৩	৭২.৭	৬০.৮
বরবটি										৮.৩							.৫
ঝিঙা			১০.০	১১.৮			৬.৭		২০.০	৮.৩	৬.৩	৩৩.৩	১৩.৩			১৮.২	৭.৭
ধুমা			৩৫.০	২৯.৪			১৩.৩			৪১.৭	১২.৫	১৬.৭				৯.১	১১.৫
ঢেঁড়স										৮.৩		৮.৩	২০.০	১২.৫		৯.১	৩.৩
সজিনা	১০.০	১৫.৪	৩৫.০	১১.৮	১৬.৭	৩৩.৩	৬.৭	২৮.৬	৪০.০	২৫.০	২৫.০	৪১.৭	৬.৭		৫০.০	১৮.২	২২.৫
কাটুয়া ডাটা	১০.০									৮.৩	১২.৫	৮.৩	৬.৭	২৫.০			৩.৮
সীম	৪০.০	৩০.৮	৪০.০	৩৫.৩	৪৪.৪	৩৩.৩	৬৬.৭	৫৭.১		২৫.০	৫০.০	৮৩.৩	৬৬.৭	১২.৫	৫০.০	৯০.৯	৪৬.৯
ওল	২০.০	১৫.৪	২০.০	১৭.৬	১১.১	৫.৬	৬.৭	১৪.৩	২০.০		১২.৫	১৬.৭	১৩.৩	১২.৫		৩৬.৪	১৩.৪
করল্লা				১১.৮		৫.৬						৮.৩	১৩.৩				২.৯
মান		৭.৭		৫.৯	৫.৬		৬.৭								৮.৩	৯.১	২.৯
কচু শাক	১০.০	৭.৭	৫.০					১৪.৩	২০.০		৬.৩	১৬.৭			৮.৩		৪.৩
পুঁইশাক	৯০.০	৬১.৫	৫৫.০	৭০.৬	৮৩.৩	৬১.১	৮৬.৭	৮৫.৭	৪০.০	৩৩.৩	৮৭.৫	৫৮.৩	৬৬.৭	৮৭.৫	৯১.৭	৬৩.৬	৭০.৩
লাল শাক	১০.০			১১.৮		৫.৬				৮.৩		৮.৩		১২.৫	৮.৩		৩.৮
মরিচ	১০.০			১১.৮			১৩.৩		২০.০	৮.৩	৬.৩	৮.৩	৬.৭	১২.৫	৮.৩	১৮.২	৬.৭

টেবিল-৪৮ : গাভীর সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাহারঘাটা	কান্তপাশা	বেলতাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তাইং	মুলকীতাইং	তাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১৪	১২	১১	১৯	১১	১২	৫	৬	১০	১৬	৮	৮	১১	১২	৮	১৬	১৭৯
১	৫০.০	২৫.০	৬৩.৬	২৬.৩	৬৩.৬	৫০.০	৮০.০	৩৩.৩	৭০.০	৩৭.৫	৮৭.৫	৬২.৫	৬৩.৬	৫০.০	৭৫.০	৫৬.৩	৫২.৫
২	৩৫.৭	৫৮.৩	১৮.২	৪২.১		২৫.০	২০.০	৬৬.৭	১০.০	৪৩.৮	১২.৫	৩৭.৫	৩৬.৪	৩৩.৩	১২.৫	৩১.৩	৩১.৩
৩+	১৪.৩	১৬.৭	১৮.২	৩১.৬	৩৬.৪	২৫.০			২০.০	১৮.৮				১৬.৭	১২.৫	১২.৫	১৬.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৪৯ : বলদের সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাহারঘাটা	কান্তপাশা	বেলতাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তাইং	মুলকীতাইং	তাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১৩	৮	১৪	৬	১২	৯	৯	৬	১২	১৩	৮	৯	৮	১৪	৯	১২	১৬২
১	৩০.৮	২৫.০	৪২.৯	১৬.৭	২৫.০	৩৩.৩	৩৩.৩	৬৬.৭	২৫.০	২৩.১	৫০.০	১১.১	৭৫.০	১৪.৩	৩৩.৩	৮.৩	৩০.২
২	৩৮.৫	৩৭.৫	৫৭.১	৫০.০	৫০.০	৪৪.৪	৪৪.৪	৩৩.৩	৫০.০	৩০.৮	৩৭.৫	৬৬.৭	২৫.০	৪২.৯	৬৬.৭	৮৩.৩	৪৮.১
৩+	৩০.৮	৩৭.৫		৩৩.৩	২৫.০	২২.২	২২.২		২৫.০	৪৬.২	১২.৫	২২.২		৪২.৯		৮.৩	২১.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৫০ : ছাগলের সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাহারঘাটা	কান্তপাশা	বেলতাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তাইং	মুলকীতাইং	তাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৭	৯	৫	৩	২	৪	৮	৪	১১	৯	৬	৬	১১	৭	২	৮	১০২
১	৭১.৪	৪৪.৪	২০.০		৫০.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	৯.১	৫৫.৬	৫০.০	৫০.০	২৭.৩	১৪.৩	৫০.০	২৫.০	৩৩.৩
২		৩৩.৩	৪০.০	৩৩.৩		২৫.০	২৫.০	৭৫.০	২৭.৩			১৬.৭	৩৬.৪		৫০.০	৩৭.৫	২৩.৫
৩+	২৮.৬	২২.২	৪০.০	৬৬.৭	৫০.০	৫০.০	৫০.০		৬৩.৬	৪৪.৪	৫০.০	৩৩.৩	৩৬.৪	৮৫.৭		৩৭.৫	৪৩.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৫১: ভেড়ার সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাহারঘাটা	কান্তপাশা	বেলতাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়তাইং	মুলকীতাইং	তাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরতাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২)	% (০)	% (১)	% (০)	% (১)	% (৮)	% (০)	% (১)	% (০)	% (১৩)	% (০)	% (০)	% (০)	% (৪)	% (০)	৪০.০	% (৩৫)
১	৫০.০		১০০.০			৫০.০				৭.৭						৪০.০	২৫.৭
২	৫০.০					৩৭.৫		১০০.০		২৩.১				৫০.০		২০.০	৩৪.৩
৩+					১০০.০	১২.৫				৬৯.২				৫০.০		১০০.০	৪০.০
মোট (%)	১০০.০		১০০.০		১০০.০	১০০.০		১০০.০		১০০.০				১০০.০			১০০.০

টেবিল-৫২: শুকরের সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
		% (৬)					% (১)	% (৪)	% (১০)		% (৩)	% (৫)			% (৯)		% (৩৮)
১		৩৩.৩					১০০.০	১০০.০	৯০.০		১০০.০	১০০.০			৮৮.৯		৮৪.২
২		৬৬.৭							১০.০						১১.১		১৫.৮
মোট (%)		১০০.০					১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০			১০০.০		১০০.০

টেবিল-৫৩ : মুরগীর সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১২	১৩	১৬	১৭	১২	১৯	১৫	৫	১৪	১৬	১৭	১৩	১৩	১৪	১৪	১৪	২২৪
১-৫	৫৮.৩	৫৩.৮	৪৩.৮	৪৭.১	৩৩.৩	৪৭.৪	৬০.০	৪০.০	৫৭.১	৬৮.৮	৪৭.১	১৫.৪	৩০.৮	১৪.৩	৩৫.৭	৪২.৯	৪৪.২
৬-১০	২৫.০	২৩.১	১৮.৮	১৭.৬	৩৩.৩	৩৬.৮	২৬.৭	৪০.০	৩৫.৭	২৫.০	২৯.৪	৫৩.৮	৩৮.৫	৫৭.১	২১.৪	২১.৪	৩০.৮
১০+	১৬.৭	২৩.১	৩৭.৫	৩৫.৩	৩৩.৩	১৫.৮	১৩.৩	২০.০	৭.১	৬.৩	২৩.৫	৩০.৮	৩০.৮	২৮.৬	৪২.৯	৩৫.৭	২৫.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৫৪ : হাঁস সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৬	৬	১১	৭	৯	১১	৯	২	৬	৫	৬	২	৯	৭	৩	৯	১০৮
১-৫	৮৩.৩	৫০.০	৪৫.৫	৫৭.১	৪৪.৪	৪৫.৫	২২.২	১০০.০	৩৩.৩	৮০.০	৮৩.৩	৫০.০	৩৩.৩	৪২.৯	৩৩.৩	২২.২	৪৭.২
৬-১০	১৬.৭	৫০.০	২৭.৩	৪২.৯	৩৩.৩	২৭.৩	৫৫.৬		৫০.০		১৬.৭	৫০.০	৬৬.৭	৪২.৯	৩৩.৩	৬৬.৭	৩৮.৯
১০+			২৭.৩		২২.২	২৭.৩	২২.২		১৬.৭	২০.০				১৪.৩	৩৩.৩	১১.১	১৩.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৫৫: কবুতরের সংখ্যা।

সংখ্যা	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২)	% (২)	% (৩)	% (১)		% (২)	% (২)			% (১)		% (৩)	% (১)	% (৩)		% (৩)	% (২৩)
১-১০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	৫০.০					১০০.০		৩৩.৩		৩৩.৩	৬৯.৬
১০+							৫০.০			১০০.০			১০০.০	৬৬.৭		৬৬.৭	৩০.৪
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০			১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০

৬.৪. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

টেবিল-৫৬ : পরিবারে ৫ বৎসরের নীচে শিশুর মৃত্যু।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইহিং	মুলকীডাইহিং	ডাইহিংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪৫.০	৬৫.০	৫০.০	৪০.০	৬০.০	৫০.০	৪৫.০	৬০.০	৭০.০	৭৫.০	৩৫.০	৫০.০	৫০.০	৬০.০	৪০.০	৫০.০	৫২.৮
না	৫৫.০	৩৫.০	৫০.০	৬০.০	৪০.০	৫০.০	৫৫.০	৪০.০	৩০.০	২৫.০	৬৫.০	৫০.০	৫০.০	৪০.০	৬০.০	৫০.০	৪৭.২
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৫৭ : চিকিৎসা সংক্রান্ত।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইহিং	মুলকীডাইহিং	ডাইহিংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
মেডিক্যাল হাসপাতাল	৫৫.০	১৫.০	১০.০	২০.০	২৫.০	২০.০	১০.০	৬০.০	২০.০	৩৫.০	৫৫.০	৪৪.৪	৭০.০	১৫.০	৭০.০	২৫.০	৩৪.৩
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	৩৫.০	১৫.০	১০.০	২৫.০	৩৫.০		২৫.০	১৫.০	৫.০	১০.০	১০.০	১১.১	৫.০	২৫.০	৪৫.০	১০.০	১৭.৬
বেসরকারি হাসপাতাল		৫.০						১০.০			১০.০	২২.২	৫.০			৫.০	৩.৫
বেসরকারি ক্লিনিক	১৫.০	১০.০	৫.০		৫.০			১০.০	১০.০	১৫.০	৫.০	৫.৬	৫.০		২০.০	৫.০	৬.৯
এনজিও ক্লিনিক										৫.০							.৩
ফার্মেসি	৩০.০	৩০.০	৩৫.০	৫.০	৫৫.০	১৫.০	৬৫.০	২৫.০	৭৫.০	৫.০	৬৫.০	২৭.৮	৬৫.০	৭৫.০		৩০.০	৩৭.৭
গ্রাম্য ডাক্তার	৭৫.০	৭৫.০	৫০.০	৭০.০	১০০.০	১০০.০	৬০.০	৮০.০	৪০.০	৮৫.০	৩৫.০	৭২.২	৮৫.০	৯৫.০	৭৫.০	৯৫.০	৭৪.৫
কবিরাজ	৪৫.০	৪৫.০	২০.০	১৫.০	৪৫.০	৩৫.০	৪০.০	৫৫.০	৫০.০	৬০.০	৩৫.০	২৭.৮	৫.০	২৫.০	৪০.০	২৫.০	৩৫.৫
হোমিও ডাক্তার	৩০.০	২৫.০			১৫.০	৫.০	৫.০	২৫.০		৩০.০	৫.০	১১.১	৫.০		২০.০		১১.০
ঝাঁড়-ফুক	৫০.০	৬০.০	৩০.০	৫০.০	৪০.০	২৫.০	৫০.০	৪৫.০		১৫.০	২০.০	১৬.৭		৪০.০	৩৫.০	২৫.০	৩১.৪
অন্যান্য	৫.০					১০.০				১৫.০							১.৯

টেবিল-৫৮ : গত ১ বৎসরে পরিবারের রোগ সংক্রান্ত।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
আমাশয়	১৫.০	১০.০	১০.০	৫.০	১৫.০	২৫.০			৬৫.০	২০.০	১৫.০	২৭.৮	১৫.০	৪০.০	৫.০	১০.০	১৭.৩
জ্বর/সর্দি	২৫.০	৪০.০	৫৫.০	৪৫.০	৬০.০	৫০.০	৭০.০	৭৫.০	২০.০	৬৫.০	২০.০	৩৮.৯	৪০.০	৩৫.০	৮৫.০	৬০.০	৪৯.১
মাথা ব্যাথা	৫.০			৫.০		৫.০					৫.০		৫.০				১.৬
ডায়রিয়া	৩৫.০	৩৫.০	১০.০	২০.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১০.০	৩৫.০	১০.০	৬০.০	২২.২	৩৫.০	৪০.০	৫.০	২০.০	২৩.০
জন্ডিস	৩৫.০	১৫.০	৩০.০	২৫.০	২৫.০	২৫.০	১৫.০	২৫.০	১৫.০	৫.০	৩০.০	১১.১	২০.০	১৫.০	৫.০	২০.০	১৯.৮

টেবিল-৫৯ : গত ১ বৎসরে চিকিৎসা বাবদ খরচ।

টাকার পরিমাণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
৫০০ নিচে	৩০.০	২০.০	৫০.০	৫০.০	৪৫.০	৩০.০	৫৫.০	৪০.০	৪৫.০	৪০.০	৩০.০	৬৬.৭	১৫.০	৩০.০	৪০.০	৩৫.০	৩৮.৭
৫০০-১০০০	১০.০	৩০.০	৩০.০	১০.০	১৫.০	১০.০	১৫.০	১৫.০	১০.০	৩০.০	২০.০	১১.১	৩০.০	২৫.০	২৫.০	৩০.০	১৯.৮
১০০১-২০০০	২৫.০	৩৫.০	১০.০	২০.০	১৫.০	৩০.০	৫.০	২৫.০	২০.০	১৫.০	৩০.০	১১.১	১০.০	১৫.০	১০.০	২০.০	১৮.৬
২০০১-৪০০০		১০.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১৫.০	২০.০	১০.০	২০.০	১০.০	১০.০		১৫.০	২৫.০	১০.০	৫.০	১১.৩
৪০০০+	৩৫.০	৫.০		১৫.০	১০.০	১৫.০	৫.০	১০.০	৫.০	৫.০	১০.০	১১.১	৩০.০	৫.০	১৫.০	১০.০	১১.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.৫. প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত

টেবিল-৬০: পরিবারে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুলিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০.০	১৫.০		১৫.০	৫.০			১০.০			৫.০	৫.৬	৫.০	৫.০			৪.৭
না	৯০.০	৮৫.০	১০০.০	৮৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৪.৪	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬১ : প্রতিবন্ধী সদস্যের লিঙ্গ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২)	% (৩)		% (৩)	% (১)			% (২)	% (১)			% (১)	% (১)	% (১)			% (১৫)
নারী	৫০.০	৬৬.৭			১০০.০									১০০.০			৩৩.৩
পুরুষ	৫০.০	৩৩.৩		১০০.০				১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০				৬৬.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০	১০০.০			১০০.০

টেবিল-৬২ : প্রতিবন্ধীতার ধরন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২)	% (৩)		% (৩)	% (১)			% (২)	% (১)			% (১)	% (১)	% (১)			% (১৫)
শ্রবণ		৩৩.৩		৩৩.৩													১৩.৩
দৃষ্টি		৩৩.৩						১০০.০									২০.০
শারীরিক	১০০.০	৩৩.৩		৩৩.৩	১০০.০							১০০.০	১০০.০	১০০.০			৫৩.৩
মানসিক				৩৩.৩													৬.৭
অন্যান্য									১০০.০								৬.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০	১০০.০			১০০.০

৬.৬. পানি ও সেনিটেশন

টেবিল-৬৩ : খাবার পানির উৎস।

উৎস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
গভীর নলকূপ		১০.০	৫০.০	৫০.০	২৫.০	২৫.০	১৫.০	২৫.০	৩০.০	৬৫.০		৫.৬	৭০.০			২৫.০	২৪.৮
অগভীর নলকূপ	১০০.০	৯০.০	৫০.০	৪০.০	৭৫.০	৭৫.০	৮৫.০	৭৫.০	৭০.০	৩০.০	১৫.০	৬১.১	৩০.০	১০০.০	১০০.০	৭৫.০	৬৭.০
তারা পাম্প										৫.০	৮৫.০	৩৩.৩					৭.৫
ইন্দারা/কুঁয়া				১০.০													.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬৪ : নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুন্সীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	৭৫.০	৪৫.০	৪০.০	৭০.০	৭০.০	৮০.০	১০০.০	৩৫.০	৭৫.০	৯৫.০	৮৮.৯	৬০.০	৫৫.০	১০০.০	৮৫.০	৭৩.৩
না		২৫.০	৫৫.০	৬০.০	৩০.০	৩০.০	২০.০		৬৫.০	২৫.০	৫.০	১১.১	৪০.০	৪৫.০		১৫.০	২৬.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬৫ : নলকূপের মুখের রং।

রং	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুন্সীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	২০	১৫	৯	৮	১৪	১৪	১৬	২০	৭	১৫	১৯	১৬	১২	১১	২০	১৭	২৩৩
সবুজ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬৬ : খাবার পানি সংগ্রহ দূরত্ব।

দূরত্ব	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুন্সীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
বাড়ী/প্রতিবেশী বাড়ি হতে	১০০.০	৭০.০	১০০.০	৫০.০	১০০.০	৭৫.০	৭০.০	৩০.০	১০০.০	৭৫.০	১০০.০	৯৪.৪	৮৫.০	১০০.০	১০০.০	৪৫.০	৮০.৮
কোয়ার্টার কি.মি.		৩০.০		১০.০		১০.০	৫.০	৪৫.০		১৫.০		৫.৬	১৫.০			২০.০	৯.৭
আধা কি.মি.				৩৫.০		১৫.০	১০.০	২০.০		১০.০						৩৫.০	৭.৯
এক কি.মি				৫.০			১৫.০	৫.০									১.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.৭. খাদ্য

টেবিল-৬৭ : দিনে কয় বেলা খাবার খান।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকিডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
দুই বেলা	৩০.০	১৫.০		৫.০		৫.০	১৫.০	৫.০			২০.০	১১.১			১৫.০	৫.০	৭.৯
তিন বেলা	৭০.০	৮৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৮৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৮০.০	৮৮.৯	১০০.০	১০০.০	৮৫.০	৯৫.০	৯২.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬৮ : পাঁচ বছরের শিশুদের উচ্চতা

উচ্চতা (সে.মি.)	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকিডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (১৩)	% (৭)	% (৮)	% (৯)	% (৮)	% (৯)	% (১৩)	% (৭)	% (১০)	% (৭)	% (৭)	% (৭)	% (৭)	% (১২)	% (৮)	% (৬)	% (১৩৮)
২৫-৩৫							৬১.৫				৪২.৯						৮.০
৩৬-৪৫							৩০.৮	১৪.৩			৪২.৯		১৪.৩			১৬.৭	৭.২
৫৬-৬৫	১৫.৪			১১.১	১২.৫				১০.০			২৮.৬	১৪.৩			১৬.৭	৬.৫
৬৬-৭৫	২৩.১	৪২.৯	৫০.০	১১.১	৩৭.৫	৩৩.৩		৪২.৯	৩০.০	২৮.৬		২৮.৬		২৫.০	১২.৫	৩৩.৩	২৩.৯
৭৬-৮৫	৬১.৫	৪২.৯	১২.৫	৩৩.৩	৩৭.৫	২২.২	৭.৭	১৪.৩	৩০.০	৫৭.১	১৪.৩	৪২.৯		৫৮.৩	৬২.৫	৩৩.৩	৩৪.১
৮৬-৯৫		১৪.৩	৩৭.৫	৪৪.৪	১২.৫	৪৪.৪		২৮.৬	৩০.০	১৪.৩			৭১.৪	১৬.৭	২৫.০		২০.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৬৯ : গড় ওজন।

ওজন (পাউন্ড)	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকিডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (১৩)	% (৭)	% (৮)	% (৯)	% (৮)	% (৯)	% (১৩)	% (৭)	% (১০)	% (৭)	% (৭)	% (৭)	% (৭)	% (১২)	% (৮)	% (৬)	% (১৩৮)
২৫-৩৫	.	.	.	.	.	.	৮.৪	.	.	.	১২.৩	.	.	.	.	.	৯.৫
৩৬-৪৫	.	.	.	.	.	.	১২.০	৫.০	.	.	১৩.৩	.	৬.০	.	.	১৪.০	১১.৩
৫৬-৬৫	৯.০	.	.	৭.০	৬.০	.	.	.	১০.০	.	.	৯.০	৬.০	.	.	৯.০	৮.২
৬৬-৭৫	৭.৭	৯.৭	৯.০	৯.০	৯.০	৮.৭	.	১০.০	৯.৩	৯.০	.	১০.৫	.	৬.৭	১৩.০	৯.৫	৯.১
৭৬-৮৫	৯.৪	১০.৭	১০.০	৯.৭	১০.৭	৯.৫	১০.০	৯.০	১০.০	১০.৫	১০.০	১০.৭	.	১১.০	১২.২	১০.৫	১০.৪
৮৬-৯৫	.	১৫.০	১৪.৩	১১.৮	১২.০	১১.৫	.	১২.০	১৪.০	১৫.০	.	.	১২.২	১৭.৫	১৩.৫	.	১৩.১
মোট গড়	৮.৯	১০.৯	১১.১	১০.২	৯.৬	১০.১	৯.৬	৯.৭	১১.০	১০.৭	১২.৪	১০.১	১০.৪	১১.০	১২.৬	১০.৫	১০.৫

৬.৮. কর্মসংস্থান

টেবিল-৭০ : এলাকায় সবসময় কাজ থাকে কিনা?

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৬৫.০	৪৫.০		২৫.০	৪৫.০	১৫.০	৫০.০	৭০.০		৫৫.০	৪০.০	৫০.০	৪০.০	১৫.০	৩০.০	১৫.০	৩৪.৯
না	৩৫.০	৫৫.০	১০০.০	৭৫.০	৫৫.০	৮৫.০	৫০.০	৩০.০	১০০.০	৪৫.০	৬০.০	৫০.০	৬০.০	৮৫.০	৭০.০	৮৫.০	৬৫.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭১ : এলাকায় কয়মাস কাজ পাওয়া যায়।

মাস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
২ মাস	৯০.০	৮৫.০	৮০.০	৮০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৭৫.০	৯৫.০	৮৩.৩	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯১.৮
৩ মাস		৫.০		৫.০				৫.০			৫.০		৫.০				১.৬
৪ মাস		৫.০		৫.০						৫.০		৫.৬				৫.০	১.৬
৬ মাস	১০.০		২০.০	৫.০						৫.০							২.৫
৮ মাস		৫.০		৫.০						১৫.০		১১.১			৫.০		২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭২ : আমন মৌসুমে কয় মাস।

মাস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
১ মাস	৯০.০	৯০.০	৮০.০	৮৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৭৫.০	৯৫.০	৮৩.৩	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯২.৫
২ মাস		৫.০		১০.০				৫.০		১০.০	৫.০		৫.০			৫.০	২.৮
৩ মাস	১০.০		২০.০							৫.০		১১.১					২.৮
৪ মাস		৫.০		৫.০						১০.০		৫.৬			৫.০		১.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭৩ : বোরো মৌসুমে কয় মাস।

মাস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাত্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিতলমারী	গড়ডাইং	মুচকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
১ মাস	৯০.০	৯০.০	৮০.০	৮৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৭০.০	৯৫.০	৮৩.৩	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯২.১
২ মাস		৫.০		১০.০				৫.০		১০.০	৫.০	৫.৬	৫.০			৫.০	৩.১
৩ মাস	১০.০	৫.০	২০.০							৫.০		৫.৬					২.৮
৪ মাস				৫.০						১০.০		৫.৬			৫.০		১.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭৪ : কৃষিকাজের মৌসুম ছাড়া কী কাজ করেন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাত্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিতলমারী	গড়ডাইং	মুচকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
ঘরামি	৬০.০	৬৫.০	১০.০	২৫.০	৩৫.০	৩০.০	২০.০	৫০.০	৫.০	৫০.০	১০.০	৩৩.৩	১৫.০	৩০.০	৭০.০	৩০.০	৩৩.৬
রিক্সা/ভ্যান		২০.০	৫.০	৫.০	২৫.০			১৫.০		১৫.০	২০.০	২২.২	২০.০	১০.০			৯.৭
নিড়ানী	৭০.০	২৫.০	৩০.০	২০.০	৬০.০	৫৫.০	৭৫.০	৮০.০	২৫.০	৬০.০	২০.০	৩৮.৯	৪৫.০	৫০.০	৬৫.০	৭০.০	৪৯.৪
রাজমিস্ত্রি											৫.০	৫.৬	১৫.০				১.৬
মাটির কাজ	৬৫.০	৫০.০	৩৫.০	১৫.০	৪০.০	৪০.০	৫০.০	৮৫.০	৭০.০	৫০.০	২৫.০	৬৬.৭	৩৫.০	৩০.০	৬০.০	৪৫.০	৪৭.৫
জমি সমতল		৫.০															.৩
অন্যান্য	৫.০	১০.০	৪৫.০	৪৫.০	২৫.০	২০.০	৫.০	৫.০	২৫.০	৩৫.০	৬০.০	২৭.৮	২৫.০	১০.০	২৫.০	৫.০	২৩.৩

টেবিল-৭৫ : আগাম শ্রম বিক্রি।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাত্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিতলমারী	গড়ডাইং	মুচকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫.০	১৫.০	৫.০		১০.০	৫.০	২০.০	৫.০	১৫.০		৫.০	২২.২	১০.০	৩০.০			৯.১
না	৯৫.০	৮৫.০	৯৫.০	১০০.০	৯০.০	৯৫.০	৮০.০	৯৫.০	৮৫.০	১০০.০	৯৫.০	৭৭.৮	৯০.০	৭০.০	১০০.০	১০০.০	৯০.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭৬ : আগাম শ্রমে দৈনিক মজুরি পরিমাণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডহিং	মুলকীডহিং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুড়িগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১	৩	১	২	১	৪	১	৩	১	৪	২	৬	২৯	১	৩	১	২
৮০	১০০.০	৩৩.৩			১০০.০	৫০.০	১০০.০	৩৩.৩		২৫.০	৫০.০	১৬.৭	৩৪.৫	১০০.০	৩৩.৩		
১০০		৬৬.৭	১০০.০	১০০.০		৫০.০		৬৬.৭	১০০.০	২৫.০	৫০.০	১৬.৭	৪৪.৮		৬৬.৭	১০০.০	১০০.০
১২০										৫০.০		৬৬.৭	২০.৭				
মোট (%)	১০০.০		১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.৯. ঋণ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত

টেবিল-৭৭ : এনজিও'র নাম।

এনজিও	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডহিং	মুলকীডহিং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুড়িগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১২	১৩	১২	৩	১৬	১৬	১৪	১৪	১২	১৭	১৬	১৫	১৭	৬	১৯	৬	২০৮
ব্র্যাক	১৬.৭	৭.৭		৩৩.৩	৬.৩			৭.১	৮.৩		৬.৩		৩৫.৩				৬.৭
গ্রামীণ ব্যাংক	৮.৩	১৫.৪	৮.৩					২১.৪		১১.৮			৪৭.১				৮.২
আশা		৪৬.২			৬.৩								২৩.৫				৫.৩
প্রশিকা																১৬.৭	.৫
ঠ্যাঙ্গামারা			৮.৩	৬৬.৭													১.৪
কারিতাস	১৬.৭		৮৩.৩		৭৫.০	৬২.৫	৭৮.৬	৮৫.৭	৩৩.৩	৭০.৬	৮৭.৫	২৬.৭		৮৩.৩	৬৩.২		৫১.৯
আশ্রয়	৫৮.৩				৩৭.৫	৫০.০						২৬.৭			৫৭.৯	১৬.৭	১৭.৮
পার্টনার		৫৩.৮			১২.৫				৫০.০	১১.৮	১৮.৮					৫০.০	১১.১
অন্যান্য	১৬.৭					৬.৩	২১.৪	৭.১	২৫.০	৫.৯	৫৬.৩	৪৬.৭	২৩.৫	১৬.৭	২১.১	৩৩.৩	১৮.৩

টেবিল-৭৮ : ব্যাংক হতে ঋণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডহিং	মুলকীডহিং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুড়িগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডহিং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ			৫.০		১০.০					৫.০							১.৩
না	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৮.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৭৯ : ব্যাংক হতে ঋণের পরিমাণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
			% (১)		% (২)					% (১)							% (৪)
জনতা ব্যাংক					৫০.০					১০০.০							৫০.০
কৃষি ব্যাংক			১০০.০		৫০.০												৫০.০
মোট (%)			১০০.০		১০০.০					১০০.০							১০০.০

টেবিল-৮০ : অন্য উৎস থেকে ঋণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	১০.০		১০.০	২৫.০			১৬.৭	১৫.০	১৫.০		১৫.০	৮.২
না	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯০.০	১০০.০	৯০.০	৭৫.০	১০০.০	১০০.০	৮৩.৩	৮৫.০	৮৫.০	১০০.০	৮৫.০	৯১.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮১ : সুদের শতকরা হার পরিমাণ।

শতকরা (%)	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
এনজিও	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫	১২.৫
ব্যাংক	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
মহাজন	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

টেবিল-৮২ : ঋণের ব্যবহার।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	৯	১০	১২	৩	১০	১০	৮	১০	৯	১৬	১৪	১২	১৩	৮	১২	৫	১৬১
কৃষি কাজে	৬৬.৭	৭০.০	৯১.৭	১০০.০	৫০.০	৭০.০	১২.৫	৫০.০	৬৬.৭	২৫.০	৩৫.৭	৬৬.৭	৩০.৮	২৫.০	৪১.৭	৬০.০	৫০.৯
জমি ক্রয়		১০.০			৩০.০	২০.০	১২.৫	১০.০	২২.২	২৫.০	২১.৪	১৬.৭	৭.৭	১২.৫	১৬.৭		১৪.৩
টিন ক্রয়	২২.২						৫০.০	২০.০	১১.১	১৮.৮	৩৫.৭	১৬.৭	৩০.৮	৫০.০	১৬.৭	২০.০	১৮.৬
গরু ক্রয়	১১.১	২০.০	৮.৩		১০.০	১০.০	২৫.০	২০.০		৩১.৩	৭.১		২৩.১		২৫.০	২০.০	১৪.৩
চিকিৎসা					১০.০								৭.৭	১২.৫			১.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৩ : ঋণের কারণে সম্পদ হারানো।

সম্পদ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
		% (৪)	% (৫)						% (৬)	% (৬)	% (৭)			% (১)		% (২)	% (২৬)
ছাগল বিক্রি		৫০.০	৬০.০						৬৬.৭	৫০.০	৫০.০			১০০.০		৫০.০	৫৭.৭
গরু বিক্রি			২০.০						১৬.৭	১৬.৭						৫০.০	১৫.৪
হাঁস বিক্রি		৫০.০	২০.০						১৬.৭	৩৩.৩	৫০.০						২৬.৯
মোট (%)		১০০.০	১০০.০						১০০.০	১০০.০	১০০.০			১০০.০		১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৪ : গ্রামে কেউ কি ঋণের কারণে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে?

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫.০	১০.০		৫.০				৫.০	৫.০	২৫.০	১০.০	১১.১	৩৫.০		৫.০	৫.০	৭.৫
না	৯৫.০	৯০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	৭৫.০	৯০.০	৮৮.৯	৬৫.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	৯২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৫ : সঞ্চয়।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৬০.০	৫০.০	৫৫.০	২৫.০	৭০.০	৮০.০	৭৫.০	৬৫.০	৫৫.০	৮০.০	৬৫.০	৮৩.৩	৭০.০	৩০.০	৯৫.০	৪০.০	৬২.৩
না	৪০.০	৫০.০	৪৫.০	৭৫.০	৩০.০	২০.০	২৫.০	৩৫.০	৪৫.০	২০.০	৩৫.০	১৬.৭	৩০.০	৭০.০	৫.০	৬০.০	৩৭.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৬ : সপ্তাহে সঞ্চয়ের পরিমাণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তুপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১২	১০	১১	৫	১৪	১৬	১৫	১৩	১১	১৬	১৩	১৫	১৪	৬	১৯	৮	১৯৮
১০	৮৩.৩	৩০.০	১৮.২		৭১.৪	৮১.৩	৩৩.৩	৭.৭	৮১.৮	৮৭.৫	৭৬.৯	৮৬.৭	২১.৪	৩৩.৩	৭৮.৯	৩৭.৫	৫৭.১
২০	৮.৩	৪০.০	৬৩.৬	৪০.০	২১.৪	১৮.৮	২৬.৭	৬৯.২	১৮.২		২৩.১	৬.৭	২১.৪	৩৩.৩	২১.১	১২.৫	২৪.৭
২৫-৫০	৮.৩	২০.০	১৮.২	৬০.০	৭.১		২০.০	২৩.১		১২.৫			২৮.৬				১০.৬
৫০+		১০.০					২০.০					৬.৭	২৮.৬	৩৩.৩		৫০.০	৭.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৭: সঞ্চয়ের পরিমাণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	১২	১০	১১	৫	১৪	১৬	১৫	১৩	১১	১৬	১৩	১৫	১৪	৬	১৯	৮	১৯৮
১০০০-এর নিচে	২৫.০	৩০.০	১৮.২	৪০.০	৭.১	২৫.০	২৬.৭	২৩.১	২৭.৩	১৮.৮	৩০.৮	৩৩.৩	২১.৪		৪২.১	২৫.০	২৫.৩
১০০০-২০০০	৫০.০	৩০.০	৯.১	৬০.০	২১.৪	২৫.০	৪৬.৭	১৫.৪	৯.১	২৫.০	২৩.১	৫৩.৩	২৮.৬	৩৩.৩	২১.১	১২.৫	২৮.৩
২০০১-৩০০০		২০.০	৩৬.৪		৩৫.৭	২৫.০		৩০.৮	৩৬.৪	১২.৫	১৫.৪	৬.৭	১৪.৩	১৬.৭	২১.১	২৫.০	১৮.৭
৩০০১-৪০০০	১৬.৭	১০.০	৯.১		১৪.৩	১২.৫	৬.৭	২৩.১	১৮.২	২৫.০	৭.৭		১৪.৩	১৬.৭	১০.৫	২৫.০	১৩.১
৪০০০ +	৮.৩	১০.০	২৭.৩		২১.৪	১২.৫	২০.০	৭.৭	৯.১	১৮.৮	২৩.১	৬.৭	২১.৪	৩৩.৩	৫.৩	১২.৫	১৪.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.১০. বিবাদ ও মামলা সংক্রান্ত

টেবিল-৮৮ : পরিবারে মামলা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ		৫.০				৫.০	১০.০	১৫.০			১০.০	১১.১	৫.০		৫.০	১৫.০	৫.০
না	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯০.০	৮৫.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	৮৮.৯	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৮৫.০	৯৫.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৮৯ : মামলার বাদী/ বিবাদী।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
		% (১)				% (১)	% (২)	% (৩)			% (২)	% (২)	% (১)		% (১)	% (৩)	% (১৬)
বাদী		১০০.০				১০০.০	৫০.০	১০০.০				১০০.০	১০০.০		১০০.০	৬৬.৭	৭৫.০
বিবাদী							৫০.০				১০০.০					৩৩.৩	২৫.০
মোট (%)		১০০.০				১০০.০	১০০.০	১০০.০			১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯০: মামলার ধরন।

মামলার ধরন	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুট্টু	শুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
		% (১)				% (১)	১০০.০	% (৩)			% (২)	% (০)	% (১)		% (১)	% (৩)	% (১৬)
জমি নিয়ে		১০০.০				১০০.০						১০০.০	১০০.০		১০০.০	৩৩.৩	৫৬.৩
বসতবাড়ী উচ্ছেদ								১০০.০								৩৩.৩	২৫.০
খুন											৫০.০						৬.৩
নারী নির্যাতন							১০০.০				৫০.০					৩৩.৩	১২.৫
মোট (%)		১০০.০				১০০.০		১০০.০			১০০.০	১০০.০	১০০.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯১ : নারীরা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুট্টু	শুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৫৫.০	৬০.০	২৫.০	৩৫.০	১০.০	২০.০	৩৫.০	৬০.০	৩৫.০	৭৫.০	৭৭.৮	৩০.০	৪৫.০	৬০.০	৪০.০	৪৩.৭
না	৬০.০	৪৫.০	৪০.০	৭৫.০	৬৫.০	৯০.০	৮০.০	৬৫.০	৪০.০	৬৫.০	২৫.০	২২.২	৭০.০	৫৫.০	৪০.০	৬০.০	৫৬.৩
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯২ : নির্যাতনের ধরন (পারিবারিক)।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুট্টু	শুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	৮	১১	১২	৫	৭	২	৪	৭	১২	৭	১৫	১৪	৬	৯	১২	৮	১৩৯
শারীরিক নির্যাতন	৭৫.০	৯০.৯	৯১.৭	৬০.০	১০০.০	৫০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৭১.৪	৮৬.৭	৬৪.৩	৬৬.৭	৪৪.৪	১০০.০	৮৭.৫	৮২.৭
মানসিক নির্যাতন	৬২.৫	৭২.৭	২৫.০	৮০.০	১০০.০		৭৫.০	৭১.৪	৮.৩	৮৫.৭	৬.৭	২৮.৬	৫০.০	৬৬.৭	৬৬.৭	৩৭.৫	৪৮.২
ঘর থেকে বের করে দেয়া		৯.১	৮.৩	২০.০	১৪.৩				৮.৩	১৪.৩	৬.৭	৪২.৯		১১.১	১৬.৭		১১.৫
অন্যান্য	১২.৫					১০০.০				১৪.৩	৬.৭	৭.১	১৬.৭	১১.১		২৫.০	৭.২
মোট (%)	১২৫.০	১৮৩.৩	১৭৫.০	১০৬.৭	১৫০.০	১৩৩.৩	১৭১.৪	১৩৩.৩	১১৬.৭	১৮৫.৭	১৭২.৭	১৫০.০	২১৪.৩	১৬০.০	১৫০.০	১৪২.৯	১৪৯.৬

টেবিল-৯৩ : নারীরা সামাজিক নির্যাতনের শিকার।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৭০.০	৫০.০		২০.০	৪৫.০	৩০.০	২৫.০	৪৫.০	৭০.০	৪০.০	২০.০	৫০.০	২০.০	৬৫.০	৪০.০	৬৫.০	৪০.৯
না	৩০.০	৫০.০	১০০.০	৮০.০	৫৫.০	৭০.০	৭৫.০	৫৫.০	৩০.০	৬০.০	৮০.০	৫০.০	৮০.০	৩৫.০	৬০.০	৩৫.০	৫৯.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯৪ : নির্যাতনের ধরন (সামাজিক)।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	১৪	১০		৪	৯	৬	৫	৯	১৪	৮	৪	৯	৪	১৩	৮	১৩	১৩০
শারীরিক নির্যাতন	৮৫.৭	৮০.০		৭৫.০	৮৮.৯	১৬.৭	৪০.০	৮৮.৯	১০০.০	৩৭.৫	১০০.০	১০০.০	২৫.০	৫৩.৮	১০০.০	৭৬.৯	৭৫.৪
মানসিক নির্যাতন	৫০.০	৫০.০			৭৭.৮	৩৩.৩	২০.০	৬৬.৭		৬২.৫	২৫.০	২২.২	২৫.০	৩০.৮	৮৭.৫	২৩.১	৩৯.২
রাস্তায় চলাফেরার বাধা সৃষ্টি		১০.০		৫০.০	২২.২		৪০.০			২৫.০		১১.১				২৩.১	১০.০
ধর্ষণ							২০.০			১২.৫	২৫.০						২.৩
ভয়ভীতি	২৮.৬					১৬.৭	২০.০				২৫.০	১১.১	৫০.০	৩০.৮			১০.৮
অন্যান্য						৫০.০				১২.৫			২৫.০				৩.৮
মোট (%)		১৮৭.৫	১৪০.০	১৭৫.০	১২৩.১	১১৫.৪	১৫৫.৬	১২৫.০	১০০.০	১৫০.০	১৪০.০	১১৬.৭	১৮৮.৯	১২৫.০	১৬৪.৩	১৪৪.৪	১৪১.৫

টেবিল-৯৫ : বিবাদ সংক্রান্ত সালিশ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলুকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সীপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯৬.৫
না	৫.০	৫.০		১০.০			১০.০			১০.০			১০.০	৫.০			৩.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯৬ : এলাকায় বিচার-সালিশের ধরন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম															
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
ঝগড়া-বিবাদ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৪.৪	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৮.৭
জমিজমা	৩০.০	৫৫.০	৫০.০	৭৫.০	৯৫.০	৫০.০	৫৫.০	৩৫.০	৫.০	৬০.০	১০.০	৭৭.৮	৮৫.০	৭০.০	৭০.০	৪৫.০	৫৪.১
দাম্পত্য কলহ	৪০.০	৩৫.০	১০০.০	৮৫.০	৮০.০	৭৫.০	৬০.০	৭৫.০	৭৫.০	৬০.০	১০০.০	৬৬.৭	৭০.০	৭৫.০	৮০.০	৯০.০	৭৩.০
যৌতুক	২৫.০	৫.০	১০.০	১০.০	১৫.০				৫.০	১০.০			৪০.০				৭.৫
তালাক	১৫.০	১০.০	৫.০		১০.০		৫.০				১০.০	৫.৬	২৫.০	২০.০			৬.৬
অন্য জাতি দ্বারা নারী নির্যাতন		২০.০		১০.০	৫.০	২০.০			১০.০		২৫.০	১৬.৭				৫.০	৬.৯
অন্য জাতি দ্বারা পুরুষ নির্যাতন		১০.০		৫.০	৫.০	১৫.০			৫.০								২.৫
ধর্ষণ									১৫.০		৫.০			৫.০	২৫.০		৩.১
অন্যান্য				৫.০													.৩

টেবিল-৯৭ : ইউনিয়ন পরিষদে সালিশ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম															
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	৮৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৭.৫
না				৫.০			১০.০	১৫.০		৫.০						৫.০	২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-৯৮ : ইউনিয়ন পরিষদে বিচার-সালিশের ধরন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম															
	চৈতন্যপুর	নিমকুড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
ঝগড়া-বিবাদ	৮৫.০	৯০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৬১.১	৯৪.১	৯৫.০	৭৮.৯	৯০.০	৬৬.৭	৯৫.০	৯৫.০	৯০.০	৮৪.২	৮৯.৪
জমিজমা সংক্রান্ত	৫৫.০	৮৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৭০.০	৪৪.৪	৭৬.৫	৬০.০	১০০.০	৬০.০	৭৭.৮	৯০.০	৯৫.০	৭৫.০	৬৮.৪	৭৮.৪
দাম্পত্য কলহ	৩০.০	৪৫.০	১০০.০	৭৮.৯	৫০.০	৭৫.০	২৭.৮	৬৪.৭	৯০.০	৩৬.৮	৯০.০	৬১.১	৬০.০	৬৫.০	৬০.০	৭৮.৯	৬৩.৫
যৌতুক	৪৫.০	১৫.০		১০.৫	৩০.০	১৫.০	১৬.৭		৪৫.০	২১.১		৫.৬	৪৫.০	৪০.০	৫.০	১০.৫	১৯.৪
তালাক	২৫.০	১৫.০		১৫.৮	২৫.০	২০.০	১১.১	৫.৯	২০.০	১৫.৮	২০.০	২৭.৮	৬০.০	২৫.০	৫.০	১০.৫	১৯.০
অন্য জাতি দ্বারা নারী নির্যাতন	৪৫.০	৫৫.০	৭০.০	৭৩.৭	৭৫.০	৮৫.০	৭৭.৮	৯৪.১	৮৫.০	৬৩.২	৯৫.০	৭৭.৮	৫.০	৪৫.০	৬৫.০	১০০.০	৬৯.০
অন্য জাতি দ্বারা পুরুষ নির্যাতন	৪৫.০	৫০.০	৭৫.০	৮৪.২	৮০.০	৮০.০	৮৮.৯	৯৪.১	৯০.০	৭৮.৯	৮৫.০	৭৭.৮		৭০.০	৮০.০	১০০.০	৭৩.২
ধর্ষণ	৫৫.০	২০.০	৭৫.০	৮৯.৫	৩৫.০	৮৫.০	৭৭.৮	৯৪.১	৬০.০	৬৩.২	৪০.০	৬৬.৭	২০.০	৭০.০	৯০.০	৮৯.৫	৬৩.৯
অন্যান্য				৫.৩		৫.০				৫.৩		১১.১		৫.০			১.৯

টেবিল-৯৯ : ইউনিয়ন পরিষদে সালিশে ন্যায়বিচার পাওয়া।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫৫.০	৭৫.০	৫.০	৭০.০	৬৫.০	৪৫.০	৬০.০	৭০.০		৭৫.০	৫০.০	২৭.৮	২৫.০	৩৫.০	৫০.০	৪০.০	৪৬.৯
না	৪৫.০	২৫.০	৯৫.০	৩০.০	৩৫.০	৫৫.০	৪০.০	৩০.০	১০০.০	২৫.০	৫০.০	৭২.২	৭৫.০	৬৫.০	৫০.০	৬০.০	৫৩.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০০ : রাজনৈতিক দলের কোন সাংগঠনিক পদে যুক্ত।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
				% (১)	% (৩)	% (১)						% (২)					% (৭)
হ্যাঁ				১০০.০	৬৬.৭												৪২.৯
না					৩৩.৩	১০০.০						১০০.০					৫৭.১
মোট (%)				১০০.০	১০০.০	১০০.০						১০০.০					১০০.০

টেবিল-১০১ : ভোট দেয়া।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৯.৪
না								৫.০							৫.০		.৬
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০২ : নিরাপদে ভোট দিতে পারা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯৮.১
না						৫.০		৫.০	৫.০		৫.০		৫.০		৫.০		১.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৩ : ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাট	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ			৫.০									৫.৬	৫.০			৫.০	১.৩
না	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৪.৪	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯৮.৭
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৪ : নির্বাচিত হওয়া।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাট	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
			% (১)									১০০.০	% (১)			% (১)	% (৪)
হ্যাঁ																	২৫.০
না			১০০.০									১০০.০	১০০.০			১০০.০	৭৫.০
মোট (%)			১০০.০										১০০.০			১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৫ : নির্বাচনকালীন সময়ে সরাসরি নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাট	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ		১৫.০		১০.০	২০.০	৫.০			৩৫.০		১০.০	২৭.৮		৫.০		১০.০	৮.৫
না	১০০.০	৮৫.০	১০০.০	৯০.০	৮০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৬৫.০	১০০.০	৯০.০	৭২.২	১০০.০	৯৫.০	১০০.০	৯০.০	৯১.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.১১. অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত

টেবিল-১০৬ : বাঙালি হিন্দু-মুসলিমদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে বা নিমন্ত্রণ।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৪০.০	৪৫.০	৭৫.০	৫৫.০	৭৫.০	৪০.০	২৫.০	৩০.০	৫.০	৭০.০	২০.০	৩৩.৩	৪৫.০	২৫.০	৩৫.০	২০.০	৩৯.৯
না	৬০.০	৫৫.০	২৫.০	৪৫.০	২৫.০	৬০.০	৭৫.০	৭০.০	৯৫.০	৩০.০	৮০.০	৬৬.৭	৫৫.০	৭৫.০	৬৫.০	৮০.০	৬০.১
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৭ : আদিবাসী জাতিগুলো পরস্পরের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও আত্মীয়তা করে কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	৭৫.০	১০০.০	১০০.০	৭৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৭০.০	৯৫.০	১০০.০	৯০.০	৯৩.১
না	৫.০	৫.০		২৫.০			২৫.০	৫.০					৩০.০	৫.০		১০.০	৬.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৮: ধর্ম পরিবর্তনের পর আদিবাসী সমাজে ভেদাভেদ বাড়ছে কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	৫০.০	৮৫.০	৫০.০	৫০.০	৯৫.০	৬৫.০	৬০.০	৭৫.০	৯৫.০	৭০.০	৭৫.০	৬১.১	৬০.০	৮০.০	৬৫.০	৬০.০	৬৮.৬
না	৫০.০	১৫.০	৫০.০	৫০.০	৫.০	৩৫.০	৪০.০	২৫.০	৫.০	৩০.০	২৫.০	৩৮.৯	৪০.০	২০.০	৩৫.০	৪০.০	৩১.৪
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৬.১২. সমাজ সংগঠন, রক্ষাগোলা, সঞ্চয় ও সহায়তা লেনদেন

টেবিল-১০৯ : কত দিন ধরে সঞ্চয় করেন।

মাস	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
১-৩					৫.০						১০.০	১১.১	২০.০	১০.০	১৫.০	১০.০	৫.০
৪-৬				৩০.০	২৫.০		১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	৮৩.৩	৮০.০	৯০.০	৮৫.০	৯০.০	৬০.৭
৭-১২			২৫.০	২০.০													২.৮
১৩-২৪		৫.০		২৫.০	৫.০	৯৫.০						৫.৬					৮.৫
২৪+	১০০.০	৯৫.০	৭৫.০	২৫.০	৬৫.০	৫.০											২৩.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১০ : এককালীন চাউল সঞ্চয়ের পরিমাণ।

চাউল	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
১ কেজি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১১ : এককালীন ধান সঞ্চয়ের পরিমাণ।

ধান	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (৩)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
৫ কেজি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১২ : সংগঠনে জড়িত হওয়ার ফলে কোন উপকার হয়েছে কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	৯৫.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৫.০	৯০.০	৯৫.০	৯০.০	৯৪.৪	৮৫.০	৮৫.০	৯০.০	৭৫.০	৯৩.১
না		৫.০	৫.০					৫.০	১০.০	৫.০	৫.০		১০.০	১০.০	১০.০	৫.০	৪.৪
নতুন সদস্য											৫.০	৫.৬	৫.০	৫.০		২০.০	২.৫
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১৩ : উপকারের ধরন।

ধরন	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৯	২০	২০	২০	১৯	১৭	১৯	১৯	২০	১৬	৩০৯
খাদ্য সহায়তা	৮০.০	৭০.০	৮৫.০	৫০.০	৫০.০	৯৫.০	৮৯.৫	৮০.০	১০০.০	১০০.০	৮৪.২	৯৪.১	৮৪.২	৮৯.৫	৯৫.০	৮৭.৫	৮৩.২
সামাজিক অনুষ্ঠান করতে পারা	১০.০	৫.০			৫.০	৫.০								৫.৩			১.৯
ঋণ থেকে মুক্তি	১০.০	২৫.০	১৫.০	৫০.০	৪৫.০		১০.৫	২০.০			১৫.৮	৫.৯	১৫.৮	৫.৩	৫.০	১২.৫	১৪.৯
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১৪ : সংগঠন থেকে কোন সহায়তা নিয়েছেন কিনা।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (২০)	% (১৮)	% (৩১৮)
হ্যাঁ	১০০.০	৯০.০	৯৫.০	১০০.০	১০০.০	৯০.০	৭০.০	৯০.০	৯৫.০	৭০.০	৮০.০	৮৩.৩	৬০.০	৭৫.০	৯৫.০	৪৫.০	৮৩.৬
না		১০.০	৫.০			১০.০	৩০.০	১০.০	৫.০	৩০.০	২০.০	১৬.৭	৪০.০	২৫.০	৫.০	৫৫.০	১৬.৪
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১৫ : সহায়তা নেয়ার ধরন।

ধরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কাস্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়ডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুনিগ্রাম	বাগানপাড়া	গনকেরডাইং	ফার্সিপাড়া	সর্বমোট
	২০	১৮	১৯	২০	২০	১৮	১৪	১৮	১৯	১৪	১৬	১৫	১২	১৫	১৯	৯	২৬৬
ধান			১০.৫	১০.০		২২.২	১৪.৩			২১.৪	৬.৩	৬.৭				১১.১	৬.০
চাউল	১০০.০	১০০.০	৮৯.৫	৮৫.০	১০০.০	৭৭.৮	৮৫.৭	১০০.০	১০০.০	৭৮.৬	৯৩.৮	৯৩.৩	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৮৮.৯	৯৩.৬
টাকা				৫.০													.৪
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১৬: সহায়তা নিয়ে কী করেছেন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুন্নিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	২০	১৮	১৯	২০	২০	১৮	১৪	১৮	১৯	১৪	১৬	১৫	১২	১৫	১৯	৯	২৬৬
খাদ্য সংকটের জন্য	৯০.০	৮৮.৯	৮৪.২	৭৫.০	১০০.০	৮৮.৯	১০০.০	৯৪.৪	১০০.০	৯২.৯	৯৩.৮	৮৬.৭	৯১.৭	১০০.০	৯৪.৭	১০০.০	৯২.১
পারিবারিক/ সামাজিক অনুষ্ঠান	১০.০		৫.৩	২০.০		১১.১		৫.৬			৬.৩	৬.৭			৫.৩		৪.৯
চিকিৎসা			৫.৩									৬.৭	৮.৩				১.১
কৃষি কাজে		৫.৬	৫.৩	৫.০													১.১
অন্যান্য		৫.৬								৭.১							.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১১৭ : কী পরিমাণ সহায়তা নিয়েছেন।

ধান (কেজি)	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুন্নিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	২০	১৮	১৯	২০	২০	১৮	১৪	১৮	১৯	১৪	১৬	১৫	১২	১৫	১৯	৯	২৬৬
১-১০	১৫.০	১১.১	৫.৩	১৫.০		১৬.৭	৫৭.১	৭৭.৮	৬৩.২	৬৪.৩	৭৫.০	১০০.০	৬৬.৭	৭৩.৩	৯৪.৭	৪৪.৪	৪৬.২
১১-২০	২৫.০	১৬.৭		১৫.০	১০.০	২২.২	২১.৪	২২.২	৩৬.৮	২৮.৬	২৫.০		৩৩.৩	২৬.৭	৫.৩	৫৫.৬	১৯.৯
২১-৪০	৫৫.০	৩৮.৯	৮৪.২	৬০.০	৪০.০	৩৩.৩	২১.৪			৭.১							২৪.১
৪০+	৫.০	৩৩.৩	১০.৫	১০.০	৫০.০	২৭.৮											৯.৮
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টেবিল-১০৮ : সহায়তা নিয়মিত ফেরত দিয়েছেন।

বিবরণ	আদিবাসী গ্রাম																
	চৈতন্যপুর	নিমকুঁড়ি	শাহানাপাড়া	পাথরঘাটা	কান্তপাশা	বেলডাংগা	গোলাই	জিওলমারী	গড়াডাইং	মুলকীডাইং	ডাইংপাড়া	নিমঘুটু	গুন্নিগ্রাম	বাগানপাড়া	গলকেরডাইং	ফার্সাপাড়া	সর্বমোট
	২০	১৮	১৯	২০	২০	১৮	১৪	১৮	১৯	১৪	১৬	১৫	১২	১৫	১৯	৯	২৬৬
হ্যাঁ	৯০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৯৪.৪	১০০.০	৯৪.৪	১০০.০	১০০.০	৮৭.৫	১০০.০	৯১.৭	৯৩.৩	১০০.০	১০০.০	৯৭.০
না	১০.০					৫.৬		৫.৬			১২.৫		৮.৩	৬.৭			৩.০
মোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সপ্তম অধ্যায়
সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১. সুপারিশমালা

১. আদিবাসীদের চরম খাদ্য দারিদ্র্য ও আপদকালীন সময়ের খাদ্য সংকট দূরীকরণে সরকারি-বেসরকারিভাবে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২. আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহে যে সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মী রয়েছেন তাদের সকলেই যেন আদিবাসীদের সম্পর্কে এবং তাদের প্রচলিত বিধি-বিধান, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. আদিবাসীদের সর্বাত্মক সম্পৃক্ত করে ঐতিহ্যগত সামাজিক সংগঠন ও কাঠামোগুলোর সীমাবদ্ধতা দূর করে এগুলোকে পুনর্গঠিত, সুসংগঠিত, সক্রিয় ও গতিশীল করার জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪. বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহঅবস্থান ও ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা ও মৌলিক অধিকারগুলো অর্জন করার পাশাপাশি দেশের নাগরিক হিসেবে সচেতনতা, স্থিতিশীলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫. স্থানীয় সম্পদ, লোকজ জ্ঞান-দক্ষতা ব্যবহার এবং সরকারি পরিসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি, কৃষি ইত্যাদি) আদিবাসীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত, লোকায়ত, জ্ঞান-দক্ষতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনচারিতা তথা রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎপাদন প্রণালী, চারু-কারু-ললিতকলা অনুশীলন ও আদিবাসী সংস্কৃতির পুনর্জীবন, সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা। বিশেষ করে এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি পর্যায়ে রাজশাহী অঞ্চলে আদিবাসীদের উন্নয়নে আদিবাসী উন্নয়ন সেল স্থাপন করা।

৭. আদিবাসীদের নিরাপদ পানীয়জল ও পয়ঃনিস্কাশন নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৮. বাধাহীনভাবে স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। সংখ্যানুপাতিক হারে আদিবাসীদের স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে কার্যকর অংশগ্রহণ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯. জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় আদিবাসী জনজাতিসমূহের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করা।

১০. উচ্চ শিক্ষার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের জন্য সকল ধরনের চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণ করা।

১১. আদিবাসী নারী শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ইত্যাদি রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. আদিবাসীদের জন্য ১৯৫১ সাল থেকে কার্যকর "স্টেট এ্যাকুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী এ্যাক্ট"-এর ধারা নং ৯৭ এর ১-১০ পর্যন্ত আইনকে যথাযথ প্রয়োগ করা ও আইনটির উন্নয়ন সাধনসহ এই আইনের আওতায় বরেন্দ্র অঞ্চলের ৩৩টি জনগোষ্ঠীকে সন্নিবেশিত করা।

১৩. আদিবাসীদের যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৬.২. উপসংহার

সমীক্ষা এলাকায় ৫টি আদিবাসী জনজাতি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ভূমিহীন, জমি বেদখল, মজুরি বৈষম্য, সহিংসতা, ধর্ষণ, মিথ্যা মামলা, জাতিগত বৈষম্য প্রভৃতি তাদেরকে প্রতিনিয়ত আরো প্রান্তিক করছে। তাদের অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন। মূল ধারার উন্নয়ন থেকে তারা বঞ্চিত। আদিবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিকের যে সকল মৌলিক অধিকার থাকার কথা আমাদের সংবিধানে বলা আছে তা

আদিবাসী জনগোষ্ঠী পায় না। বরং যে অধিকারগুলো তারা ভোগ করে তাও তখন অন্য জাতিগোষ্ঠীরা জোরপূর্বক দখল করতে চায় বা করে তখন সরকার থাকে নিশ্চুপ।

আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নয়নের জন্য এখন অনেক বেসরকারি সংগঠনও কাজ করে করছে। তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনসহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সচেতন করা চেষ্টা করছে। দেশের সব বড় মাইক্রো ক্রেডিট সংগঠনগুলো তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। এছাড়া তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাসহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রের অনগ্রসরতা আদিবাসী অন্যতম সমস্যা। একদিকে যেমন ভাষা অপরিচিত তেমনি স্কুল যাওয়ার উপযোগী করে আদিবাসী শিশু তৈরি হচ্ছে না। ফলে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছে। আদিবাসীদের শিক্ষায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান খ্রিস্টান মিশনারিদের। আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও আদিবাসীদের শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া, বর্তমানে অনেক এনজিও ও সাহায্য সংস্থা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও শিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

এতোকিছুর পরও আদিবাসীরা তিমিরেই রয়েছে গেছে। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, উদ্যোগসমূহে আদিবাসীদের সম্পৃক্ততার অভাব উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। ফলে আদিবাসীদের উন্নয়নে তাদের চাহিদার আলোকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রঃ

- The Adivasis of Bangladesh by Father R W Timm, MRG, 1991.
- আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সম্পাদনা, মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম ও সুগত চাকমা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।
- বরেন্দ্র ভূমির চিরায়ত বাসিন্দা : নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, আব্দুর রহমান সিদ্দিকী।
- উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি- দ্বিপশিখা।
- বিপন্ন ভূমিজ : সম্পাদনা, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া, আরডিসি।
- বাঙালী আদিবাসী জাতীয়তাবাদ বিতর্ক, মহিউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট, ২০১১।
- মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, আইয়ুব হোসেন ও চারু হক।
- বাংলাপিডিয়া।
- নিজভূমে পরবাসী (উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স), মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরীন, আরডিসি, ২০০১।
- উত্তর বঙ্গের আদিবাসীদের উন্নয়নের উপযুক্ত পথ নির্ণয় ঃ একটি ধারণাপত্র- সিসিবিভিও-রাজশাহী।
- সংহতি ২০০২, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সম্পাদনা, সঞ্জীব দ্রং।
- Qureshi, M.S; (ed) Tribal Cultures of Bangladesh, IBS, Rajshahi University, 1984
- টনি ব্লি রিপোর্ট জানুয়ারি/১৯৯৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় ধারা

প্রথম ভাগ

২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৬। (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা - এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্নিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে - কৃষক ও শ্রমিককে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় ভাগ

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

স্টেট এ্যাকুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী এ্যাক্ট : ধারা-৯৭

(১) আদিবাসী কর্তৃক জমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ :- সরকার সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করতে পারেন যে কোন জেলা বা স্থানীয় এলাকার উল্লেখিত আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির জন্য এই ধারার নিধানসমূহ কার্যকর হবে এবং এইরূপ সম্প্রদায় বা জাতি এই ধারার উদ্দেশ্যাবলীর জন্য আদিবাসী হিসাবে গণ্য হবে এবং এইরূপ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ দ্বারা প্রমাণিত বলে গণ্য হবে যে এই ধারার বিধানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে এইরূপ সম্প্রদায় বা জাতির ক্ষেত্রে, যথা :-

সাঁওতাল, বানিয়া, ভুইয়া, ভুমিজী, ডালু, গারো, গন্দ, হাদি, হাজং, হো, খারিয়া, খারওয়ার, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোরা, মগ (বরিশাল জেলা), মাল ও সুরিয়া পাহাড়িয়া, মেচ, মুণ্ডা, মুণ্ডাই, ওরাওঁ এবং তুরী।

(২)– এই ধারার প্রদত্ত বিধান ব্যতীত একজন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তার কোন জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর বৈধ হবে না যদি না তা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা বাংলাদেশী অপর কোন আদিবাসী বরাবর হস্তান্তর করা হয়ে থাকে যে এমন একজন ব্যক্তি যার বরাবর ৯০নং ধারা মোতাবেক এই জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর করা যেতে পারে।

(৩) যদি কখনও কোন আদিবাসী রায়ত তার জোত বা জোতের অংশ বিশেষ ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়, দান বা উইলমূলে আদিবাসী নয় এমন কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে আগ্রহী হয় তবে তজ্জন্য তাকে রাজস্ব অফিসারের নিকট সে বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করতে হবে এবং রাজস্ব অফিসার যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইমতে আদেশ প্রদান করতে পারেন তবে তাঁকে ৮৮নং ও ৯০নং ধারার বিধানসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

(৪) প্রতিটি হস্তান্তর যার উল্লেখ (৩) নং উপধারায় করা হয়েছে তা রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে করতে হবে এবং দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার পূর্বে অথবা জোত বা জোতের অংশ বিশেষ হস্তান্তর হওয়ার পূর্বে দলিল এবং হস্তান্তরের শর্তসমূহ উল্লেখে রাজস্ব অফিসারের লিখিত সম্মতি পেতে হবে।

(৫) একজন আদিবাসী রায়তের কেবলমাত্র এক প্রকারের রেহেনে তার জমি আবদ্ধ করতে পারে এবং তা হলো খায়খালাসী রেহেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বরাবর বা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বরাবর বা কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বরাবর বা কোন সমবায় সমিতি বরাবর কৃষি ঋণ আহরণের জন্য রেহেনে আবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধানই কার্যকর হবে না।

(৬) একজন আদিবাসী, বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এমন অন্য আদিবাসী যার সঙ্গে ৯৫নং ধারার (১) নং উপধারা মতে খায়খালাসী রেহেনাবদ্ধ হওয়া যায় তার সহিত, জোতভূক্ত যে কোন জমি বাবদ খায়খালাসী রেহেনে যে কোন সময়কালের জন্য আবদ্ধ হতে পারে তবে সেই সময়কাল যে কোন সম্ভাব্য অবস্থাতে সাত বৎসরের অধিক কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চুক্তি দ্বারা করা যাবে না এবং করা যেতে পারে না।

(৭) এই ধারার বিধানসমূহ অনুসরণ না করে একজন আদিবাসী কর্তৃক যে কোন হস্তান্তর বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৮) (ক) এই ধারার বিধানসমূহ অনুসরণ না করে যদি কোন আদিবাসী রায়ত তার জোত বা জোতের অংশ বিশেষ হস্তান্তর করে তবে রাজস্ব অফিসার তাঁর নিজ উদ্যোগে অথবা এই সম্পর্কে কোন দরখাস্ত প্রাপ্ত হলে, লিখিত আদেশ দ্বারা হস্তান্তর গ্রহীতাকে হস্তান্তরকৃত জোত বা জোতের অংশ বিশেষ থেকে উচ্ছেদ করতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্ছেদের আদেশ প্রদানের পূর্বে হস্তান্তর গ্রহীতাকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(খ) রাজস্ব অফিসার (ক) দফার অধীনে আদেশ প্রদান করা কালে (১) হস্তান্তরকৃত জমি সেই আদিবাসী বা তার ওয়ারিশ বা আইনানুগ প্রতিনিধি বরাবর পুনর্বহাল করতে পারেন অথবা (২) হস্তান্তরকারী বা তার ওয়ারিশ বা তার আইনানুগ প্রতিনিধির অবর্তমানে হস্তান্তরকৃত জমি সরকারে অর্পিত হয়েছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করতে পারেন এবং রাজস্ব অফিসার এই জমি অন্য কোন আদিবাসীর অনুকূলে পত্তন প্রদান করতে পারেন।

(৯) অন্য কোন আইনে যাই থাক না কেন কোন আদালত কোন আদিবাসীর কোন জোত অথবা জোতের কোন অংশ বিশেষে তার স্বত্ত্ব বিক্রয়ের জন্য কোন আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করতে পারবে না এবং আদিবাসীর এইরূপ স্বত্ত্ব কোন আদেশ বা ডিক্রী জারির মোকদ্দমায় বিক্রয় করা যাবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা সমবায় সমিতি যদি কোন আদিবাসী বরাবর তার জোত আমানত রেখে কৃষি কার্যের উদ্দেশ্যে কোন ঋণ প্রদান করে থাকে তবে অথবা কোন আদিবাসীর জোতের দরুন বকেয়া খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট মূলে সেই জোত এই আইনের বিধান অনুসারে বিক্রীত হতে পারে।

(১০) সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা প্রদান করতে পারেন যে, এই ধারার বিধানসমূহ কোন জেলা বা স্থানীয় এলাকার (১) নং উপধারায় উল্লিখিত কোন (আদিবাসী) সম্প্রদায় বা জাতির জন্য কার্যকর ছিল তা আর কার্যকর থাকবে না।

আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র

আদিবাসীরা বিশ্বের সব মানুষের মতোই সমান এ ধারণা *জোরদার* করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনি আদিবাসীদেরও স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে তা স্বীকার করে অন্যদের যে সম্মানের চোখে দেখা হয় আদিবাসীদের ঠিক সে সম্মানের চোখে দেখা এবং তাদের স্বতন্ত্র্যতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করতে হবে।

বিশ্বের সব মানুষই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যময়তায় অবদান রেখেছে যা, মানুষ জাতির সার্বজনীন উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করে, বিষয়টি *জোরদার* করতে হবে।

যে সমস্ত আইন-কানুন, দলিল, নীতিমালা এবং অনুশীলন মানুষের উচ্চত্ব ও গুরুত্ব তাদের উৎপত্তি, বংশ, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক অথবা সংস্কৃতিগত পার্থক্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে কিংবা এ ব্যাপারে প্রচারণা চালায় সে সমস্ত দলিল, আইন, নীতিমালা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানের ধারাতে ভ্রান্ত, আইনগতভাবে অকার্যকর, নৈতিকতাবহির্ভূত এবং সামাজিকভাবে অন্যায়, বিষয়টি দৃঢ়ভাবে *জোরদার* করতে হবে।

নিজস্ব অধিকার অনুশীলন ও ভোগের ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সর্বপ্রকারের বৈষম্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার বিষয়টি আরও বেশি করে *জোরদার* করতে হবে।

আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও ঔপনিবেশিতা এবং জমি, এলাকা ও সম্পদ থেকে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার কারণে আদিবাসীরা ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও অন্যায়ের শিকার হয়েছে তা *অবহিত* হয়ে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের নিজস্ব প্রয়োজন ও স্বার্থ অনুসারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আদিবাসীদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিষ্ঠিত অধিকারগুলো যা, তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, দর্শন ও ইতিহাস থেকে অনুসৃত হয়েছে এবং বিশেষভাবে নিজস্ব জমি, মাটি, এলাকা ও সম্পদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও চাহিদাসমূহকে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এসব অধিকারগুলো চর্চা ও সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

যে সমস্ত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য গঠনমূলক আলাপ-আলোচনায়/সভায় আদিবাসীদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ করার বিষয়ে জোরদার করা হয়েছে তার *পুনঃস্বীকৃতি* দিতে হবে।

আদিবাসীরা নিজেদের বিভিন্ন উপায়ে ও কৌশলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে সংগঠিত করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিজেরা ভূমিকা নিচ্ছে এই বিষয়টিকে *স্বাগত* জানাতে হবে।

আদিবাসীদের নিয়ে যে কোনও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আদিবাসীরা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করলে তা তাদের জীবন, ভূমি, এলাকা, সম্পদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এক্ষেত্রে তাদের সামাজিক সংগঠন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ধরে রাখা ও তা শক্তিশালী করা এবং তাদের নিয়ে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো নেওয়া হয় তা তাদের আকাঙ্খা ও চাহিদা মাফিক সম্পাদন ও পরিচালিত হতে হবে।

লোকায়ত জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগতভাবে অনুশীলিত জ্ঞান যা, স্থায়িত্বশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং পরিবেশ'র যথাযথ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখে-এমন বিষয়গুলোকে *স্বীকৃতি* দিতে হবে।

আদিবাসীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ও উন্নয়ন এবং বিশ্বের অন্য মানুষের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আদিবাসীদের জমি ও এলাকা (লোকালয়) সামরিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

সন্তানদের দেখাশোনা, মানুষ করা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং সর্বপরি তাদের 'ভালো' থাকার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের 'সহযোগিতামূলক' বা 'বণ্টিত' দায়িত্বসমূহ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসী পরিবারগুলোর বা সম্প্রদায়ের এ অধিকারসমূহকে *স্বীকৃতি* দিতে হবে।

সহাবস্থান, পারস্পারিক স্বার্থ রক্ষা এবং পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধে'র ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আদিবাসীদের এ অধিকারকে *স্বীকৃতি* দিতে হবে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসীদের যে সব চুক্তি, সমঝোতা স্বাক্ষর এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলাপ-আলোচনায় আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পৃক্ত হয়ে জোরদার করা হয়েছে যা, বিশেষ বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বিষয়, স্বার্থ, দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে সেগুলোকে *বিবেচনায়* আনতে হবে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে উল্লিখিত চুক্তি, সমঝোতা এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা রাষ্ট্র ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যকার শক্তিশালী সম্পর্ক গঠনের 'ভিত্তি' হিসেবে *বিবেচনা* করতে হবে।

জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সুশীল ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিসমূহে বিশ্বের সব মানুষের মৌলিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে যা, কোনও দেশের সম্মানিত নাগরিকগণ তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা ও স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের উন্নয়নে কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারে বিষয়টি *ঘোষণা* করতে হবে।

এই ঘোষণাপত্রে এমন কিছু ব্যবহার বা কাজে লাগানো উচিত হবে না যা, মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে এবং এ অধিকার যাতে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চর্চা করা যায় তা নিশ্চিত করার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

এই ঘোষণাপত্রে আদিবাসী মানুষের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা আদিবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যকার মধুর ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও জোরদার ও বৃদ্ধি করবে যা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বৈষম্যহীনতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়েছে বিষয়টির ব্যাপারে অবগত হতে হবে।

আদিবাসীদের ইস্যু বা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যেসব বাধ্যবাধকতা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বিশেষ করে মানবাধিকার বিষয়ক কর্মসূচি বা ইস্যুগুলো তা সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর পরামর্শে ও সহযোগিতায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

আদিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থ প্রবর্তন, রক্ষা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চলমান ভূমিকা রয়েছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

এই ঘোষণাপত্রটি আদিবাসীদের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান, রক্ষা ও স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদক্ষেপ যা, জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক বা সমসাময়িক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ বিষয়টি বিশ্বাস করতে হবে।

আদিবাসীদেরকে সব ধরনের মানবাধিকারের বিষয়ে বৈষম্যহীনভাবে বিবেচনা ও সম্বোধন করা হয়েছে যা, আন্তর্জাতিক আইনসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সামষ্টিক অধিকার রয়েছে যা, মানুষ হিসেবে তাদের অস্তিত্ব, ভালো থাকা এবং সমন্বিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য, বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার ও পুনঃজোরদার করতে হবে।

আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের খসড়া ঘোষণাপত্রটি অংশীদারিত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে রচনা ও বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং সঠিক বাস্তবায়নে মানব জাতির একটি উল্লেখ্যযোগ্য 'অগ্রগতি' হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘোষণাপত্রটি অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করা হলো:-

ধারা-১

জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক আইনসমূহে বর্ণিত ও স্বীকৃত সর্ব প্রকার মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করার অধিকার প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের রয়েছে। সেটা ব্যক্তিগতভাবেই হোক কিংবা সমষ্টিগতভাবেই হোক।

ধারা-২

আদিবাসী মানুষ ও ব্যক্তি অন্য সব মানুষ ও ব্যক্তির মতোই সমান। উৎপত্তি ও পরিচিতি অনুযায়ী তারা তাদের অধিকারসমূহ ভোগ ও চর্চার ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

ধারা-৩

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার বলে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণয় করতে পারে এবং স্বাধীনভাবেই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

ধারা-৪

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে আদিবাসীরা তাদের স্থানীয় ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বা ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসিত প্রশাসন বা সরকার গঠন এবং স্বায়ত্বশাসিত সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় ও অবলম্বন গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৫

আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, আইন, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণের অধিকার রয়েছে। তারা যদি মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা দরকার, সেই অধিকারসমূহও তাদের রয়েছে।

ধারা-৬

প্রতিটি আদিবাসী মানুষ ও ব্যক্তিরই রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তার অংশ হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭

১. জীবন, দৈহিক এবং মানসিক মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিটি আদিবাসী মানুষেরই অধিকার রয়েছে।

২. স্বতন্ত্র্য জাতিসত্তা হিসেবে প্রতিটি আদিবাসী মানুষের স্বাধীন, শান্তি ও নিরাপদভাবে জীবনধারণের অধিকার রয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই কোনও প্রকার গণহত্যায় ঠেলে দেওয়া অথবা জোরপূর্বক কোনও দলের শিশুদের অন্য দলে সরিয়ে নেওয়াসহ সর্বপ্রকার সহিংস কর্মকাণ্ডের শিকার হবে না।

ধারা-৮

১. আদিবাসী মানুষ ও ব্যক্তিদের কোনভাবেই জবরদস্তিমূলকভাবে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত করার ক্ষেত্রে চাপ দেওয়া যাবে না এবং জোর করে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা যাবে না।

২. রাষ্ট্রে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা অথবা আদিবাসীদের সর্বপ্রকার অমানবিক কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:-

ক) স্বতন্ত্র্য জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়কে বিপন্ন ও প্রভাবিত করতে পারে এমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

খ) আদিবাসীদের নিজস্ব ভিটেমাটি, জমি থেকে বিতাড়িত ও নিজস্ব সম্পদ ভোগ থেকে বঞ্চিত করে এমন কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ:

গ) আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুন্ন ও বিপন্ন এবং অধিকার লঙ্ঘন করে জবরদস্তিমূলক জনগণ স্থানান্তর বা পপুলেশন ট্রান্সফার রোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ:

ঘ) আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে অথবা অন্য যেকোনও পন্থায় জবরদস্তিমূলক বা চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে আদিবাসীদের অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত বা মিশে যাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ:

ঙ) সাম্প্রায়িক সহিংসতা উস্কে দেওয়া এবং নৃতাত্ত্বিক-বঞ্চনা উৎসাহিত করে এমন প্রচার-প্রচারণা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি।

ধারা-৯

ঐতিহ্য ও প্রথা অনুসারে এবং সংশ্লিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর স্বার্থ অনুসারে আদিবাসী মানুষ ও ব্যক্তি যেকোনও আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির সদস্য হওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার চর্চা করার ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

ধারা-১০

নিজস্ব ভূমি ও বসতভিটা থেকে আদিবাসীদের জবরদস্তি করে উৎখাত করা যাবে না। তাদের স্বাধীন সম্মতি ও ঐক্যমত ছাড়া কোনওভাবে নতুন জনগোষ্ঠী তাদের এলাকায় পুনর্বাসন করা যাবেনা। কোন ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপুরণের মাধ্যমে তাদের বসতভিটা ও এলাকা থেকে সরানো হলেও যদি কোনও সুযোগ থাকে তাহলে তাদের পুনরায় স্ব-এলাকায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

ধারা-১১

১. সাংস্কৃতিক প্রথা ও ঐতিহ্য চর্চা এবং এগুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে জেগে তোলার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে। এ অধিকার বলে আদিবাসীরা তাদের সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত রূপরেখা ধরে রাখা, রক্ষা করা এবং একে উন্নয়ন করার বিষয়টি জড়িত। যেমন আদিবাসীদের প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, শৈল্পিক, নকশা, অনুষ্ঠানাদি, প্রযুক্তি, দৃশ্যমান ও পারফর্মিং শিল্প এবং সাহিত্য প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ, চর্চা ও সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের জন্য সমানাধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ বা পন্থা গ্রহণ করবে যা, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সমষ্টিগত বা ঐক্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজাত সম্পদ, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সম্পদ যা তাদের লিখিত সম্মতি ও স্বাধীন অনুমতি ছাড়া তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিংবা আদিবাসীদের যে সব আইন, ঐতিহ্য ও প্রথা লঙ্ঘন করা হয়েছে সেগুলোকে অবশ্যই শ্রদ্ধাবোধের সাথে দেখতে হবে।

ধারা-১২

১. আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, প্রথা এবং উৎসব প্রচার, চর্চা, উন্নয়ন এবং শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থানসমূহ ধরে রাখা, রক্ষা করা এবং এই ক্ষেত্রে গোপন ও একান্তভাবে চর্চা করার অভিগম্যতা লাভের অধিকার, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবের উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং তাদের গোষ্ঠীর স্ব-এলাকায় প্রত্যাবাসন করার অধিকার।

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলোর স্ব-এলাকা ও স্থানে প্রত্যাবাসন করার ব্যাপারে কার্যকরী সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা ন্যায়সঙ্গত, সুস্পষ্ট বা স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করতে হবে যা, আদিবাসীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ধারা-১৩

১. আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, মৌখিক ঐতিহ্য, দর্শন, লিখন প্রক্রিয়া এবং সাহিত্য পুনর্জীবিত, চর্চা, ব্যবহার, উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো বা স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে এবং কোনও জনগোষ্ঠী, স্থান ও ব্যক্তি স্ব-নামে বহাল রাখা ও নামকরণের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসীদের এ অধিকার রক্ষিত ও নিশ্চিত হয়েছে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা বা পন্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবে। আদিবাসীরা রাজনৈতিক, আইনগত এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন বা বুঝতে যাচ্ছেন তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ রাষ্ট্র নেবে এবং এমনকি এ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বুঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

ধারা-১৪

১. আদিবাসীরা নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার বলে তারা তাদের সংস্কৃতির শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বা উপযোগী করে নিজ ভাষায় শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারে।

২. আদিবাসীদের বিশেষ করে আদিবাসী শিশুরা বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্র প্রদত্ত সব ধরনের ও সব পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে আদিবাসী শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ রাষ্ট্র আদিবাসীদের মতামত ও পরামর্শে নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে যেসব শিশু তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বাইরে বাস করছে বা অবস্থান করছে, সম্ভব হলে তাদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষায় শিক্ষালাভের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উদ্যোগ নিবে।

ধারা-১৫

১. আদিবাসীদের সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং আশা-আকাঙ্খা, মর্যাদা ও বৈচিত্র রয়েছে যা, রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় বা পাঠ্যপুস্তকে ও জনতথ্যে প্রতিফলিত হবে।

২. আদিবাসীদের সাথে পরামর্শ করে ও তাদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র সব ধরনের প্রতিহিংসা ও বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর সাথে সাথে রাষ্ট্রের সব শ্রেণীর মানুষের সাথে আদিবাসীদের সুন্দর ও মধুর সম্পর্ক, সমঝোতা বা বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ধারা-১৬

১. নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্যে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রয়েছে এবং এরই সাথে অ-আদিবাসীদের গণমাধ্যমগুলো কোনও বৈষম্য ছাড়াই তারা ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করতে পারবে।

২. রাষ্ট্র পরিচালিত গণমাধ্যমগুলোতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যথার্থভাবে প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে রাষ্ট্র কার্যকর ভূমিকা নেবে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোতেও যাতে কোনও বৈষম্য ও প্রতিহিংসা ছাড়াই আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ভাষা প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে সে ব্যাপারেও রাষ্ট্র কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৭

১. আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় আইনগুলোর অধীনে প্রয়োগযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের অধিকার ভোগ করার অধিকার আদিবাসী মানুষের রয়েছে।

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরামর্শে ও সহযোগিতায় রাষ্ট্র আদিবাসী শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অথবা তাদের শিক্ষায় বাধাগ্রস্ত করে এমন ধরনের কাজ বা শিশুদের শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য অথবা তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক মূল্যবোধ ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এমন ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিশুদের অনুভূতি বা মর্মে আঘাত করে এমন বিষয় নজর দেওয়া এবং আদিবাসী শিশুদের ক্ষমতায়িত করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠী শ্রমবিক্রির সময় কোনভাবে বেতন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ও আন্তঃবিরোধ পরিস্থিতির শিকার হবে না। এসব বিষয়কে প্রতিহত করার অধিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের রয়েছে।

ধারা-১৮

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং অধিকারসমূহে প্রভাবিত করতে পারে রাষ্ট্রের এমন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পছন্দ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যাতে আদিবাসীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও এগুলোকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

ধারা-১৯

যেকোনও আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যা আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে সেগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর উদ্দেশ্যই হবে ঐ আইন বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের ব্যাপারে তাদের মতামত, সম্মতি ও প্রতিক্রিয়া জানা।

ধারা-২০

১. আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের অধিকার রয়েছে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তার উন্নয়নে কাজ করা যা, তাদের নিজস্ব জীবিকা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে অর্জিত হবে। এ ব্যবস্থায় তাদের ঐতিহ্যগত ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো স্বাধীনভাবে অন্তর্ভূক্ত হবে।

২. নিরাপদ ও বৈষম্যহীন জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পেশা গ্রহণ এবং উন্নয়নে বঞ্চিত আদিবাসীদের এ বিষয়গুলো ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টির অধিকার রয়েছে।

ধারা-২১

১. আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা, আভ্যন্তরীণ সমস্যা বা বিরোধ প্রশমন, শিক্ষার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, আবাসন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর ও যেখানে বেশি প্রয়োজন সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষ করে আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি এবং আদিবাসী নারী, পুরুষ, বয়স্ক, যুবক-যুবতী, শিশু প্রতিবন্ধীদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

ধারা-২২

১. এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে বিশেষ করে আদিবাসী বয়স্ক, নারী, পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

২. আদিবাসী নারী ও শিশু সর্ব প্রকারের বৈষম্য ও সহিংসতা থেকে রক্ষা পেয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আদিবাসীদের পরামর্শ ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-২৩

আদিবাসীদের উন্নয়নে নিজ অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অগ্রাধিকার ও কৌশল স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চর্চার অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে আদিবাসীরা স্বক্রিয়ভাবে তাদের স্বাস্থ্য, আবাসন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড যা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে তা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে কাজ করার অধিকার রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে যদি প্রয়াজন হয় তাহলে বিষয়গুলো তাদের নিজেদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪

১. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ঔষুধ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য চর্চার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছ, প্রাণী ও খনিজ পদার্থ বা সম্পদ সংরক্ষণেরও অধিকার রয়েছে। এছাড়া আদিবাসী জনগণ কোনও প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সর্ব প্রকারের সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সেবা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী মানুষের অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার ভোগের বা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাষ্ট্রসমূহ সর্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা পন্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৫

ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার বা দখলকৃত জমি, এলাকা, সম্পদ, পানি-জল, সমুদ্র উপকূল এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ বিষয়গুলো নিরাপদ রাখার ব্যবস্থাসহ আদিবাসীদের স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বা ধর্ম ধরে রাখা ও শক্তিশালীকরণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৬

১. ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার ও ভোগ-দখল করে আসা জমি, এলাকা এবং সম্পদ ব্যবহার ও ভোগের অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে।

২. আদিবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানা লাভ অথবা ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ-দখল এবং দখলকৃত জমি, এলাকা, সম্পদের মালিকানা লাভ, ব্যবহার, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

৩. রাষ্ট্রসমূহ এসব জমি, এলাকা ও সম্পদের রক্ষা এবং আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেবে। আদিবাসীদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ও শ্রদ্ধা করে এসব আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করবে।

ধারা-২৭

আদিবাসীদের অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণে আদিবাসীদের পরামর্শ, মতামত ও পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্র অবাধ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ একটি প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা তৈরি করবে, যেখানে আদিবাসীদের আইন, ঐতিহ্য, প্রথা, এবং ভূমি ব্যবস্থা যা, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে ভোগ-দখল বা মালিকানালব্ধ জমি, এলাকা এবং সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো স্বীকৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই আদিবাসীদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৮

১. আদিবাসীদের প্রতিবিধানের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার বলে তারা তাদের যেসব ভূমি বা সম্পদ তাদের সম্মতি ও স্বাধীন মতামত ছাড়া অধিগ্রহণ, কেড়ে নেওয়া, দখল, ব্যবহার বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় সে সব ভূমিতে পুনরায় ফিরে আসা বা সেসব ভূমি বা এলাকার মালিকানা লাভ করার অধিকার রয়েছে অথবা এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখল করে আসা এসব ভূমি, বসতভিটা ও সম্পদের ন্যায্য, উপযুক্ত এবং সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে।

২. নিজ ভূমি, বসতভিটা ও সম্পদে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বাধীন সম্মতি না থাকলে সেসব ভূমি, বসতভিটা ও সম্পদের বিনিময়ে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা গুণগত, আকৃতি ও আইনগত মর্যাদায় সমান হবে অথবা সমান আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা অন্যান্য উপযুক্ত ও ন্যায্য প্রতিবিধান লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৯

১. পরিবেশ, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বা এলাকা এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও রক্ষা করার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে। এ ধরনের অধিকারসমূহের চর্চায় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই আদিবাসীদের জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা বা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২. আদিবাসীদের ভূমিতে বা এলাকায় কোনও ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্য বা উপাদানের গুদাম বা আবর্জনা-ময়লা ফেলার স্থাপনা যাতে স্থান না পায় বা নির্মাণ করা না হয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পদক্ষেপ বা উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩. আদিবাসীদের স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যসেবা পরীবিক্ষণ, বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যসেবা পুনর্বিন্যাসের জন্য রাষ্ট্রসমূহ কর্মসূচি প্রবর্তন করবে যা, এই সম্প্রদায় কর্তৃক এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে পরিচালিত হবে। কর্মসূচিগুলো যেন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩০

১. রাষ্ট্র তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিকারক হবে এমন কোনও বিষয় না হলে কিংবা আদিবাসীরা নিজে অনুরোধ না করলে বা সম্মতি না জানালে তাদের এলাকায় বা ভূমিতে কোনও সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি সংঘটিত হবে না।

২. সামরিক বাহিনীর কর্মসূচির জন্য যদি আদবাসীদের কোনও ভূমি বা এলাকা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে রাষ্ট্র অবশ্যই একটি উপযুক্ত পদ্ধতি বা পন্থায় আদিবাসীদের এবং তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শসহ তাদের স্বার্থ বিবেচনা করবে।

ধারা-৩১

১. আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যগতভাবে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশসহ আদিবাসীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি, মৌলিক সম্পদ, বীজ, ঔষুধ, পুষ্পরাজি ও শাকসবজি বিষয়ক জ্ঞান, মৌখিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, নকশা, ক্রীড়া ও ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া এবং সচিত্র ও অভিনয় কলা চর্চা, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের অধিকার রয়েছে। এছাড়া, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশসহ এমন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চর্চা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষা বা সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের অধিকার তাদের রয়েছে।

২. আদিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সব অধিকারসমূহ চর্চায় স্বীকৃতি ও সংরক্ষণে রাষ্ট্র কার্যকর পন্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩২

১. নিজস্ব ভূমি, সম্পদ ও বসতভিটা ব্যবহার এবং এ সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের নিজস্ব অগ্রাধিকার ও কৌশল নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসীদের ভূমি, বসতভিটা বা এলাকা এবং সম্পদের ওপর প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের সাথে পরামর্শ এবং এ সংগঠনগুলোর সহযোগিতা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। যাতে এ বিষয়ে আদিবাসীদের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও মতামত লাভ করা যায়। বিশেষ করে আদিবাসীদের খনিজ সম্পদ, পানিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার অথবা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অবশ্যই রাষ্ট্রকে সচেতন ও উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. এ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া আদিবাসীদের পরিবেশ, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোতে নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ বা পন্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৩

১. নিজস্ব প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্য মোতাবেক আদিবাসীদের আত্মপরিচিতি অথবা সদস্যপদ নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার অবশ্যই আদিবাসীরা যে রাষ্ট্রসমূহে বাস করে, উক্ত রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকত্ব অর্জন বা লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

২. নিজস্ব পদ্ধতি ও পন্থা অনুযায়ী আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংগঠনগুলোর কাঠামো এবং সদস্য পদ নির্বাচনের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৩৪

নিজস্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন এবং ধরে রাখা এবং সেই সাথে স্বতন্ত্র প্রথা, আধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্য, পদ্ধতি এবং যে রাষ্ট্রে বা এলাকায় তাদের 'বাস' রয়েছে উক্ত এলাকার বিচারিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে। এই অধিকারসমূহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

ধারা-৩৫

নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে।

ধারা-৩৬

১. আদিবাসী মানুষের বিশেষ করে যারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা দ্বারা বিভক্ত তারা অন্য প্রান্তের নিজস্ব জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, সম্পর্ক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলাসহ আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয়াদি চর্চা ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অধিকার রয়েছে।

২. এ অধিকার চর্চায় সহযোগিতা এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাদের সহযোগিতায় কার্যকর ভূমিকা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৭

১. রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলো অথবা তাদের উত্তরসূরীর মাধ্যমে আদিবাসীদের সাথে বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা এবং অন্যান্য গঠনমূলক কার্যক্রমসমূহের স্বীকৃতি, সম্পাদন এবং বাস্তবায়ন করার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে। এই সব চুক্তি, সমঝোতা স্মারক বা গঠনমূলক কার্যক্রমের অবশ্যই রাষ্ট্র মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. এই ঘোষণাপত্রে এমন কোনও বিষয় বা শব্দ ব্যাখ্যা করা যাবে না যা, রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্যক্রমে আদিবাসীদের সন্নিবেশিত অধিকারগুলোকে খর্ব, বিলুপ্ত বা হ্রাস করতে পারে।

ধারা-৩৮

এই ঘোষণাপত্র সব ধারায় যেসব অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন ও অর্জনের জন্য রাষ্ট্রসমূহ আইনগত পদক্ষেপসহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেবে।

ধারা-৩৯

এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকারসমূহ ভোগ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রসমুহের কাছ থেকে আদিবাসীরা অর্থনৈতিক ও কারিগরি সুবিধা পাবে।

ধারা-৪০

রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী বা দলের আদিবাসীদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাত প্রশমনের জন্য ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যথাসময়ে বা সময়োপযোগী মীমাংসাপত্র প্রস্তুত বা তৈরি করার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে এবং সাথে সাথে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার লঙ্ঘনে যে সব ক্ষতি হয়েছে তার ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার রয়েছে। এসব সিদ্ধান্তসমূহ আদিবাসীদের প্রথা, ঐতিহ্য, নিয়মনীতি এবং আইনি প্রক্রিয়াসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

ধারা-৪১

আদিবাসীদের সামাজিক গতিশীলতা, আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংগঠন ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য আন্তঃসরকার সংগঠনগুলো এই ঘোষণাপত্রের শর্তসমূহ, এর প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখবে। আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা প্রভাবিত করে এমন ইস্যু নির্ধারণে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপায় ও সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ধারা-৪২

জাতিসংঘ, এর অঙ্গসংগঠন, আদিবাসী ইস্যু বিষয়ে জাতিসংঘ স্থায়ী ফোরাম, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতিসংঘ বিশেষায়িত সংগঠনসমূহ এবং রাষ্ট্র এ ঘোষণাপত্রের শর্তসমূহ শ্রদ্ধাসহকারে প্রয়োগ ও পূরণ করবে এবং এই ঘোষণাপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ধারা-৪৩

এই ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকার সন্নিবেশিত ও স্বীকার করা হয়েছে তা বিশ্বের আদিবাসীদের বেঁচে থাকা বা জীবন-জীবিকার উন্নয়ন, আত্মপরিচয়-মর্যাদা এবং 'ভালো থাকা'র মান নিশ্চিত করবে।

ধারা-৪৪

এই ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তা আদিবাসী নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ধারা-৪৫

এই ঘোষণাপত্রে এমন কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে না যা, আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে বর্তমানে যে সব অধিকার ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতে যেসব অধিকার ভোগ করবে তা হ্রাস বা বাতিল অথবা এসব অধিকার থেকে তাদের অভিগম্যতা অস্বীকার করা হবে।

ধারা-৪৬

১. এই ঘোষণাপত্রে এমন কোনও ব্যখ্যা করার সুযোগ তৈরি করা হয়নি যা, কোন রাষ্ট্র, ব্যক্তি, দল জাতিসংঘের বিধিবিধান লঙ্ঘন বা এর বিরুদ্ধে কোনও কার্যক্রম সম্পাদন বা ওই কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার অধিকার রয়েছে।

২. এই ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকার অনুশীলন বা ভোগের কথা উচ্চারিত হয়েছে, তা সবার মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

৩. এই ঘোষণাপত্রে যে সব অধিকার চর্চা বা ভোগের কথা বলা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে উদ্ভূত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা বা শর্তসমূহকে মাথায় রেখে প্রণীত করা হয়েছে যা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন দ্বারা নির্ণীত। এসব বিষয় অবশ্যই বৈষম্যহীন এবং সত্যিকার অর্থেই অন্যান্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা এবং নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত এবং গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ন্যায়সঙ্গত ও সবচে' প্রয়োজনীয় উপাদান লাভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৪. এই ঘোষণপত্রকে অবশ্যই ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সমতা, বৈষম্যহীন, সুশাসন এবং পরস্পরের প্রতি আস্থার নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যখ্যা করা হবে।

সূত্র : সিলভানুস লামিন কর্তৃক অনুবাদিত এবং বারসিক কর্তৃক প্রকাশিত

ILO Convention No. 169
আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ অধিবেশন,

আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের পরিচালনা কমিটি কর্তৃক জেনেভাতে আহুত হয়ে, এবং ১৯৮৯ সালের ৭ জুন অনুষ্ঠিত ৭৬তম অধিবেশনে মিলিত হয়ে, এবং

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন ও সুপারিশ, ১৯৫৭-এ সন্নিবেশিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লক্ষ্য রেখে, এবং সার্বজনিন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত অনেক আন্তর্জাতিক আইনের শর্তাবলী স্মরণে রেখে, এবং

১৯৫৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতি, একই সাথে বিশ্বের সকল অঞ্চলে আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর অবস্থার অগ্রগতি, পূর্ববর্তী মানদণ্ডের একীভূতকরণ ধারণা অপসারণ করার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড গ্রহণ করার যথার্থতা বিবেচনা করে, এবং

যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এসব জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, জীবনধারা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং তাদের স্বকীয় পরিচয়, ভাষা ও ধর্ম রক্ষা করা ও বিকাশ ঘটানোর আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে, এবং

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী রাষ্ট্রের অবশিষ্ট জাতিগোষ্ঠী যে মাত্রায় অধিকার ভোগ করে সে মাত্রায় এসব জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করতে অসমর্থ হয়, এবং তাদের আইন, মূল্যবোধ, প্রথা ও চিন্তা-ভাবনা ক্রমাগত ধ্বংস হয়েছে, এটা লক্ষ্য রেখে, এবং

মানবজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সামাজিক ও প্রতিবেশগত সম্প্রীতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ক্ষেত্রে আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অবদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের আহ্বান জানিয়ে, এবং

জাতিসংঘ, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, একই সাথে আন্ত:আমেরিকান ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট, এর উপযুক্ত পর্যায়ে এবং তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতায় প্রণীত নিম্নোক্ত বিধানাবলী এবং এসব বিধানাবলীর প্রসার ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অব্যাহত সহযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, এবং

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (১০৭ নং) এর আংশিক সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা অধিবেশনের আলোচ্যসূচীর চতুর্থ বিষয়, এবং

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ সংশোধনের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আদলে এসব প্রস্তাবনা নেয়া হবে মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে;

নিম্নোক্ত কনভেনশনটি, আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হবে যা এক হাজার নয় শত উননব্বই বর্ষে জুনের সাতাশতম দিনে গ্রহণ করে;

প্রথম অংশ : সাধারণ নীতি

অনুচ্ছেদ ১

১. এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে-

(ক) স্বাধীন দেশসমূহের ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা ঐতিহ্য অথবা বিশেষ আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়;

(খ) স্বাধীন দেশসমূহের জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এই বিবেচনায় যে তারা রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের কালে অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের কালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগোলিক ভূখণ্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর বংশধর এবং তারা তাদের আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখে।

২. এই কনভেনশনের বিধানাবলী যেসব জনসমষ্টির বেলায় প্রযোজ্য সেই জনসমষ্টির চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আদিবাসী কিংবা ট্রাইবাল হিসেবে আত্মপরিচয়কেই মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩. এই কনভেনশনের জাতিগোষ্ঠী শব্দটির ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনে সন্নিবেশিত শব্দটির যে অধিকারের নিহিতার্থ রয়েছে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২

১. এসব জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের সংহতির প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, সমন্বিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়।

২. এরূপ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থাদি হবে-

(ক) দেশের আইনে কিংবা বিধিতে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের বেলায় প্রদত্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদির মতো এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরাও সমান অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান;

(খ) এসব জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়, তাদের প্রথা ও ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান প্রদান পূর্বক তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়ন সাধন;

(গ) এই জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনধারার সাথে সঙ্গতি রেখে আদিবাসী ও জাতীয় জনসমষ্টির অন্য সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য মূলোৎপাটনে সহায়তা করা।

অনুচ্ছেদ ৩

১. আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কোন প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্য ব্যতীত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে। এই কনভেনশনের বিধানাবলী বৈষম্যহীনভাবে এসব জাতিগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. এই কনভেনশনে সন্নিবেশিত অধিকারসহ সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি ও দমন-পীড়নের পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৪

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, শ্রম, সংস্কৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার সাথে বিরোধাত্মক হতে পারবে না।

৩. বৈষম্য ব্যতিরেকে নাগরিকদের সাধারণ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা কোনরূপ পক্ষপাতমূলক হবে না।

অনুচ্ছেদ ৫

এই কনভেনশনের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে:

(ক) এসব জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও প্রথার স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এবং তারা জাতিগত ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে তারা যেসব সমস্যার মুখোমুখী হয় সে সব বিষয়াদি যথাযথ বিবেচনায় নিতে হবে;

(খ) এসব জাতিগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে;

(গ) এসব জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা, তারা নতুন জীবনধারা ও জীবিকা মোকাবেলায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে তা দূরীভূত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬

১. এই কনভেনশনের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সরকার-

(ক) প্রত্যক্ষভাবে এসব জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করবে;

(খ) জাতিগোষ্ঠীর অন্য অংশের মতো কমপক্ষে একই মাত্রায়, তাদের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য পরিষদে সকল প্রকার সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী পর্যায়ে, এসব জাতিগোষ্ঠী যাতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন উপায় গড়ে তুলবে;

(গ) এসব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা বিধান করবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই কাজে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করবে।

২. প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে সমঝোতা বা সম্মতি লাভের লক্ষ্যে, এই কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য সরল বিশ্বাসে ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরামর্শের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জীবন, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং তাদের দখলকৃত ও ব্যবহৃত ভূমির উপর এবং তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপর প্রভাবিত করে বিধায়, তাদের নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করে এমন জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণে তারা অংশগ্রহণ করবে।

২. এই জাতিগোষ্ঠী যে এলাকায় বাস করে সেই এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এরূপ মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. সরকার নিশ্চিত করবে যে, উপযুক্ত সময়ে, পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে তাদের উপর সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ের জন্য, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা গবেষণা করা হবে। এই গবেষণার ফলাফলই এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. এই জাতিগোষ্ঠী যে ভূখণ্ডে বসবাস করে সেই ভূখণ্ডের পরিবেশ রক্ষা ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৮

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বেলায় জাতীয় আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তাদের প্রথা বা প্রথাগত আইনকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

২. এসব জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব প্রথা ও প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার অধিকার রয়েছে, যেখানে এগুলো জাতীয় আইনী ব্যবস্থা কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মৌলিক অধিকার ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। প্রয়োজনে, এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংঘাত সমাধানের জন্য কার্যবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

৩. এই অনুচ্ছেদের দফা ১ ও ২ এর প্রয়োগ, সকল নাগরিকের জন্য প্রদত্ত অধিকার ভোগ করা এবং তার ফলে উদ্ভূত দায়িত্বাবলী গ্রহণ থেকে এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের বাধা প্রদান করবে না।

অনুচ্ছেদ ৯

১. জাতীয় আইনী ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রায়, এই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর প্রথাগতভাবে প্রচলিত পদ্ধতিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

২. এরূপ মামলা বিচারকারী কর্তৃপক্ষ ও আদালত কর্তৃক দণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর প্রথা বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১০

১. এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের সাধারণ আইনে নির্ধারিত দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিতে হবে।

২. জেলে আটক রাখার চেয়ে শাস্তি প্রদানের অন্যান্য পদ্ধতির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১১

সকল নাগরিকের জন্য আইন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে কোন প্রকার বাধ্যতামূলক ব্যক্তিগত শ্রম সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায় করা আইনত: নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়।

অনুচ্ছেদ ১২

সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে এবং এসব অধিকারের কার্যকরী সুরক্ষার জন্য হয় ব্যক্তিগতভাবে নতুবা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে তাদেরকে সক্ষম করতে হবে। মামলা চলাকালীন সময়ে যাতে এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা মামলার কার্যক্রম বুঝতে পারে এবং তাদের বক্তব্য যাতে মামলার সংশ্লিষ্ট সকলে বুঝতে পারে তা প্রয়োজনবোধে দোভাষীর মাধ্যমে অথবা অন্য কোন কার্যকর উপায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ : ভূমি

অনুচ্ছেদ ১৩

১. কনভেনশনের এই অংশের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভোগদখলে থাকা কিংবা অন্যভাবে ব্যবহৃত ভূমি কিংবা ভূখণ্ড, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক, এবং বিশেষ করে এই সম্পর্কিত সমষ্টিগত সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

২. অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬ এর ভূমি শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে ভূখণ্ড ও জলাশয়ের ধারণা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভোগদখলে থাকা বা অন্যভাবে ব্যবহৃত এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৪

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির উপর মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে দখলীকৃত নয়, কিন্তু তাদের জীবনধারণ ও ঐতিহ্যগত কার্যক্রমের জন্য প্রথাগতভাবে প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন ভূমি ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যাযাবর জনগোষ্ঠী ও জুম চাষীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ নজর প্রদান করতে হবে।

২. সরকার প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার কার্যকর সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক দাবীকৃত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য জাতীয় আইনী ব্যবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত কার্যপ্রণালী গড়ে তুলতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভূমির সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষা করতে হবে। এসব অধিকারের মধ্যে এসব সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অধিকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

২. খনিজ অথবা ভূগর্ভস্থ সম্পদের মালিকানা অথবা ভূমি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদের অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, ভূমি সংশ্লিষ্ট এরূপ সম্পদের অনুসন্ধান ও আহরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ বা অনুমোদনের পূর্বে, সরকার এমন কার্যপ্রণালী ব্যবস্থা গড়ে তুলবে বা বজায় রাখবে যার মাধ্যমে এসব জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ খর্ব হবে কিনা এবং কি মাত্রায় খর্ব হবে তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সরকারকে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী এরূপ কাজের উপকার লাভে, যতটা সম্ভব, অংশীদারী হবে এবং এরূপ কাজের ফলে কোন ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলে তারা তার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

১. এই অনুচ্ছেদের নিম্নোক্ত দফার আলোকে, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে তাদের ভোগদখলী থাকা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

২. যেখানে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে এসব জাতিগোষ্ঠীর স্থানান্তর আবশ্যক সেখানে তাদের স্বাধীন ও অবহিত পূর্বক সম্মতির ভিত্তিতে এরূপ স্থানান্তর করতে হবে। যেখানে তাদের সম্মতি অর্জন করা সম্ভব নয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর কার্যকর প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে এমন যথাযথ পদ্ধতিতে গণতদন্তসহ, জাতীয় আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত কেবলমাত্র যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে এরূপ স্থানান্তর করতে হবে।

৩. স্থানান্তরের প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে, যে কোন সময়ে, এসব জাতিগোষ্ঠীর তাদের ঐতিহ্যগত ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

৪. যখন নির্ধারিত চুক্তির মাধ্যমে অথবা এরূপ চুক্তির অনুপস্থিতিতে, যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে এরূপ প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, এসব জাতিগোষ্ঠীকে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে অন্তত: তাদের পূর্বে ভোগদখলে থাকা ভূমির সম মানের ও আইনী মর্যাদাসম্পন্ন ভূমি প্রদান করতে হবে, যা তাদের বর্তমান চাহিদা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য উপযোগী। যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী নগদ অর্থ অথবা ভূমির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত নিশ্চয়তা সমেত তাদেরকে সেরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫. এভাবে স্থানান্তরিত ব্যক্তিকে কোন ক্ষয়ক্ষতি অথবা আঘাতের জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

১. এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ভূমি অধিকার হস্তান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক প্রচলিত পদ্ধতিকে সম্মান করতে হবে।

২. নিজস্ব সম্প্রদায়ের বাইরে কারো নিকট সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভূমির স্বত্বচ্যুত হওয়া অথবা অন্যবিধভাবে তাদের ভূমি স্বত্ব হস্তান্তরের বেলায় তাদের সক্ষমতা রয়েছে কিনা তদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মতামত নিতে হবে।

৩. এসব জাতিগোষ্ঠীর লোক নয় এমন ব্যক্তিকে এসব জাতিগোষ্ঠীর প্রথার সুযোগ গ্রহণ অথবা আইনের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভূমির মালিকানা লাভ, ভোগদখল অথবা ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৮

সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভূমি অবৈধ দখল ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনে পর্যাপ্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকার এ ধরনের অপরাধ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

জাতীয় কৃষি সম্পর্কিত কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়ে জনসমষ্টির অন্য অংশকে প্রদত্ত সমব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করতে হবে-

(ক) স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কিংবা সম্ভাব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ভূমি না থাকলে এসব জাতিগোষ্ঠীর জন্য অধিক ভূমি বরাদ্দ করার বিধান রাখা;

(খ) এসব জাতিগোষ্ঠীর ইতিমধ্যেই ভোগদখলে থাকা ভূমির উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিধান রাখা।

তৃতীয় অংশ : চাকরির নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের শর্তাবলী

অনুচ্ছেদ ২০

১. যতদিন এসব জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিকরা সাধারণভাবে শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য আইনে কার্যকরভাবে সুরক্ষিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় আইন ও বিধিমালার মধ্যে, এবং সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতায়, সরকার এসব জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের শর্তাবলী বিষয়ে কার্যকর আইনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যে যে কোন বৈষম্য রোধ করার জন্য সম্ভব সব কিছুই করবে, বিশেষ করে-

(ক) দক্ষতা-নির্ভর কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য কর্মে প্রবেশ এবং পদোন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে;

(খ) সমমানের কাজের জন্য সমপারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে;

(গ) চিকিৎসা ও সামাজিক সহায়তা, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সকল সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এবং অন্য যে কোন পেশাগতভাবে সম্পর্কিত সুবিধা ও আবাসনের ক্ষেত্রে;

(ঘ) সকল আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে স্বাধীনতা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার এবং মালিক কিংবা মালিক সংগঠনের সাথে যৌথ চুক্তি সম্পাদনের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে।

৩. গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত থাকবে-

(ক) কৃষি ও অন্যান্য কর্মের মৌসুমী, সাময়িক ও অভিবাসী শ্রমিক এবং শ্রম ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিকরা একই খাতের অন্যান্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে জাতীয় আইন ও পদ্ধতি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা ভোগ করবে, এবং শ্রম আইনের অধীনে তাদের অধিকার সম্পর্কে এবং তাদের বেলায় বিদ্যমান প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে তাদেরকে সম্পূর্ণ অবহিত করা হবে;

(খ) এসব জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিকদের তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কাজে, বিশেষতঃ কীটনাশক অথবা অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ক্ষতিকর কাজে নিয়োগ করা যাবে না;

(গ) এসব জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিকদের দাসত্বমূলক শ্রম এবং অন্য কোন প্রকার ঋণ দাসত্বসহ জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না।

(ঘ) এসব জনগোষ্ঠীর শ্রমিকরা কর্মসংস্থানে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও সম আচরণ এবং যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

৪. এই কনভেনশনের এই অংশের বিধানাবলীর প্রতিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শ্রমিকরা যেসব এলাকায় মজুরীভিত্তিক শ্রমে নিয়োজিত হয় সেসব এলাকায় পর্যাপ্ত শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে।

চতুর্থ অংশ : বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও গ্রামীণ শিল্প

অনুচ্ছেদ ২১

সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য নাগরিকের মত অন্ততঃ সমান সুযোগ-সবিধা ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ২২

১. সাধারণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

২. যেক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিদ্যমান সাধারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সরকার, এসব জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সুবিধাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৩. যে কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং বাস্তবিক চাহিদার ভিত্তিতে নিতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোন গবেষণাকর্ম এসব জাতিগোষ্ঠীর সাথে এরূপ কর্মসূচী আয়োজন ও পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করে, তাদের সহযোগিতায়, সম্পন্ন করতে হবে। যেখানে সম্ভব, এসব জাতিগোষ্ঠীকে এরূপ বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে অর্পণ করতে হবে, যদি তারা তা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ ২৩

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর হস্তশিল্প, গ্রামীণ ও কমিউনিটি-ভিত্তিক শিল্প, এবং আত্মপোষণশীল অর্থনৈতিক ও ঐতিহ্যবাহী জীবিকা- যেমন শিকার, মাছ ধরা, ফাঁদ পেতে শিকার ও সংগ্রহের কাজকে তাদের সংস্কৃতি সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এসব কর্মকাণ্ড চর্চা ও প্রসার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. এসব জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, তথা স্থায়ীত্বশীল ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের গুরুত্বকে বিবেচনায় নিয়ে, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অনুরোধের ভিত্তিতে, উপযুক্ত কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা যেক্ষেত্রে সম্ভব প্রদান করতে হবে।

পঞ্চম অংশ : সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

অনুচ্ছেদ ২৪

সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে আওতাভূক্ত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ করতে হবে এবং বৈষম্যহীনভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

১. সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, অথবা তাদের নিজস্ব দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে এরূপ সেবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রদানের জন্য তাদের সম্পদ বরাদ্দ করবে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রায় ভোগ করতে পারে।

২. স্বাস্থ্য সেবা, যে মাত্রায় সম্ভব, কমিউনিটি-ভিত্তিক হবে। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় এসব সেবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তথা তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষেধক পরিচর্যা, চিকিৎসা-সেবা পদ্ধতি ও ঔষধ বিবেচনায় নিতে হবে।

৩. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার অন্যান্য স্তরে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর মনোযোগ দান করতে হবে।

৫. এরূপ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

ষষ্ঠ অংশ : শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যম

অনুচ্ছেদ ২৬

জাতীয় জনসমষ্টির অবশিষ্ট অংশের সাথে সকল স্তরে অন্তত: সমান পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য তাদের সহযোগিতায় তাদের বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী ও সেবা গড়ে তুলতে ও বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং এতে তাদের ইতিহাস, জ্ঞান ও প্রযুক্তি, মূল্যবোধ ও তাদের অধিকতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।

২. এসব জাতিগোষ্ঠীর নিকট যথাযথভাবে এসব কর্মসূচী পরিচালনা করার দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরের লক্ষ্য রেখে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করবে।

৩. অধিকন্তু, সরকার এসব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাদি স্থাপনের জন্য তাদের অধিকার স্বীকৃতি প্রদান করবে, তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ প্রতিষ্ঠান এসব জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ন্যূনতম মান পূরণ করবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের, বাস্তবসম্মত উপায়ে, তাদের নিজস্ব আদিবাসী ভাষায় অথবা তাদের জনগোষ্ঠী কর্তৃক সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পড়া ও লিখার জন্য শিক্ষাদান করতে হবে। যখন এটা সম্ভব না হয়, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এসব জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিবে।

২. দেশের জাতীয় ভাষা কিংবা যে কোন একটি সরকারী ভাষায় এসব জাতিগোষ্ঠীর সাবলীলতা আয়ত্ব করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী ভাষা উন্নয়ন ও চর্চা সংরক্ষণ করা ও প্রসার ঘটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৯

এসব জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার একটি লক্ষ্য হবে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জনসমষ্টি ও জাতীয় জনসমষ্টির মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে ও সমান ভিত্তিতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের শিশুদের সাহায্য করবে এমন সাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান।

অনুচ্ছেদ ৩০

১. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য, বিশেষত: শ্রম, অর্থনৈতিক সুবিধাদি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে, সমাজকল্যাণ এবং এই কনভেনশন থেকে অর্জিত তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রয়োজনে, এসব জাতিগোষ্ঠীর ভাষার লিখিত অনুবাদ এবং গণযোগাযোগের মাধ্যমে এটা সম্পন্ন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৩১

জাতীয় জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের মধ্যে এবং বিশেষত: যারা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সাথে সরাসরিভাবে জড়িত, তাদের মধ্যে এসব জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে পোষণ করা পূর্ব ধারণা নির্মূলকরণে শিক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যাতে ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষামূলক দলিলে এসব জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির একটি বস্তুনিষ্ঠ, প্রকৃত ও তথ্যভিত্তিক চিত্র প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তম অংশ : আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ ও সহযোগিতা

অনুচ্ছেদ ৩২

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও পরিবেশগত বিষয়সহ আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আন্ত:সীমান্তের যোগাযোগ ও সহযোগিতা সঞ্চালনের জন্য, আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে, সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অষ্টম অংশ: প্রশাসন

অনুচ্ছেদ ৩৩

১. এই কনভেনশনের আওতাভূক্ত বিষয়ে দায়িত্বশীল সরকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সংস্থা ও যথাযথ কার্যপদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে কিনা এবং তাদের নিকট অর্পিত কার্যাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

২. এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে-
(ক) সংশ্লিষ্ট জাগোষ্ঠীর সহযোগিতায়, এই কনভেনশনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, সমন্বয়, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা;
(খ) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতায়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থাদির প্রস্তাব এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রয়োগে তদারকি;

নবম অংশ : সাধারণ বিধানাবলী

অনুচ্ছেদ ৩৪

এই কনভেনশন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদির প্রকৃতি ও পরিধি প্রত্যেক দেশের অবস্থার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এনে নমনীয়ভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৫

এই কনভেনশনের বিধানাবলী প্রয়োগ অন্যান্য কনভেনশন ও সুপারিশ, আন্তর্জাতিক আইন, বহুপাক্ষিক চুক্তি, অথবা জাতীয় আইন, পদক, প্রথা ও সমঝোতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিঘ্নিত করবে না।

দশম অধ্যায় : চূড়ান্ত বিধানাবলী

অনুচ্ছেদ ৩৬

এই কনভেনশন আদিবাসী ও ট্রাইবাল কনভেনশন, ১৯৫৭-কে সংশোধন করে।

অনুচ্ছেদ ৩৭

এই কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক অনুসমর্থনের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অফিসের মহা-পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যেসকল সদস্য-রাষ্ট্রের অনুসমর্থন মহাপরিচালকের নিকট নিবন্ধন করা হয়েছে কেবল তাদের ক্ষেত্রে এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে।

২. মহাপরিচালকের নিকট দুই সদস্য-রাষ্ট্রের অনুসমর্থন নিবন্ধিত হওয়ার বার মাস অতিক্রান্ত হবার পর এটি কার্যকর হবে।

৩. তারপর কোন সদস্য-রাষ্ট্রের অনুসমর্থন নিবন্ধিত হওযার বার মাস পরে তার জন্য এই কনভেনশন কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৯

১. এই কনভেনশন অনুসমর্থনকারী একটি সদস্য-রাষ্ট্র কনভেশনটি প্রথম কার্যকরী হওয়ার তারিখ থেকে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসে মহাপরিচালকের নিকট নিবন্ধনের জন্য প্রেরিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে তা বাতিল ঘোষণা করতে পারে। তবে এরূপ বাতিলের ঘোষণা নিবন্ধনের তারিখ হতে এক বছর না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হবে না।

২. এই কনভেনশন অনুসমর্থনকারী কোন সদস্য-রাষ্ট্র পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত ১০ বছর কাল অতিবাহিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে যদি এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বাতিলকরণের অধিকার প্রয়োগ না করে থাকে সেক্ষেত্রে সেই সদস্য রাষ্ট্র আরও ১০ বছরের জন্য তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে এবং তারপর এই অনুচ্ছেদের শর্তানুসারে প্রত্যেক ১০ বছর মেয়াদকাল অতিবাহিত হবার পর কনভেনশনটি বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৪০

১. আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের মহপরিচালক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সকল সদস্য রাষ্ট্রকে তাঁর নিকট সংস্থার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত সকল অনুসমর্থন ও বাতিলকরণের ঘোষণা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন।

৩. তাঁর নিকট প্রেরিত দ্বিতীয় অনুসমর্থনের নিবন্ধন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সময় মহাপরিচালক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪১

আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের মহাপরিচালক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী অনুসারে নিবন্ধনকৃত সকল অনুসমর্থন ও বাতিল ঘোষণা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুসারে নিবন্ধনের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪২

যে সময়ে আবশ্যক, আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসের পরিচালনা পর্ষদ এই কনভেনশনের প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপন করবে এবং এর সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক সংশোধনের প্রশ্নটি অধিবেশনের আলোচ্যসূচীতে উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরীক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ৪৩

১. এই কনভেনশন সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশোধন করে যদি সাধারণ অধিবেশন একটি নতুন কনভেনশন গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে নতুন কনভেনশনে অন্যরূপ শর্ত না থাকলে-

(ক) উপরের অনুচ্ছেদ ৩৯-এর বিধানাবলী থাকা সত্ত্বেও, যদি এবং যখন নতুন সংশোধনী কনভেশন কার্যকরী হয়, তাহলে একটি সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক নতুন সংশোধনী কনভেনশনের অনুসমর্থনের সাথে এই কনভেনশনের তাৎক্ষণিক বাতিলের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(খ) নতুন সংশোধনী কনভেনশন কার্যকরী হওয়ার তারিখ হতে এই কনভেনশন সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের অনুসমর্থনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে না।

২. যে সকল সদস্য-রাষ্ট্র এই কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে অথচ নতুন সংশোধনী কনভেনশনটি অনুসমর্থন করেনি তাদের বেলায় যে কোন ক্ষেত্রেই এই কনভেনশন প্রকৃত আকারে এবং বিধানবলীসহ বলবৎ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

এই কনভেনশনের ইংরেজী ও ফরাসী সংস্করণ সমভাবে গ্রহণযোগ্য।

উৎস: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত *আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭) ও আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯)*, প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১০

সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ : ধারা ১ ও ৪

ধারা ১

এই সনদে, 'বর্ণবৈষম্য' বলতে বোঝাবে জাতিগোষ্ঠী, গাত্রবর্ণ, বংশ কিংবা জাতীয় বা নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে যে কোন প্রকার পৃথকীকরণ, বর্জন, বাধানিষেধ কিংবা আনুকূল্য– যার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমমর্যাদায় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ বা চর্চাকে বাতিল বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য বা প্রভাব রয়েছে।

এই সনদের কোন রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সেই দেশের নাগরিক ও অনাগরিকদের মধ্যে পৃথকীকরণ, বর্জন, বাধানিষেধ বা আনুকূল্য তৈরীর ক্ষেত্রে এই সনদ প্রয়োগ করা যাবে না।

এই সনদের কোন কিছু এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যা জাতীয়তা, নাগরিকত্ব কিংবা নাগরিকত্বদান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের আইনগত বিধানকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, এই শর্তে যে, এই ধরনের বিধান কোন নির্দিষ্ট জাতীয়তার প্রতি বৈষম্য করবে না।

কেবল নির্দিষ্ট বর্ণ বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পর্যাপ্ত উন্নতিবিধানকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ, যা উক্ত গোষ্ঠীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সমান উপভোগ ও চর্চা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, বর্ণবৈষম্য হিসেবে বিবেচিত হবে না– এই শর্তে যে, উক্ত ব্যবস্থা পরিণতি হিসেবে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে উৎসাহিত করবে না এবং যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অর্জনের পর তা আর বহাল থাকবে না।

ধারা ৪

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ একটি জাতিগোষ্ঠী বা একই গাত্রবর্ণের ব্যক্তিগোষ্ঠী বা নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সকল রটনা ও সকল প্রতিষ্ঠানের, এবং যে কোন প্রকার জাতিগোষ্ঠীগত ঘৃণা বা বৈষম্যকে সিদ্ধ বা সাহায্যকারী উদ্যোগের নিন্দা করে, এবং এই ধরনের সকল বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্ররোচনাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য বিন্যাস্ত তাৎক্ষণিক ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, এবং এর জন্য মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি এবং এই সনদের ধারা ৫ এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত অধিকারসমূহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে:

ক. বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব বা ঘৃণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ধারণার সকল ধরনের প্রচার, বর্ণবৈষম্যের প্ররোচনা, এবং কোন জাতিগোষ্ঠী বা অন্য বর্ণ বা নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির ব্যক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বা সহিংসতার প্ররোচনা, এবং আর্থিক সহায়তাসহ বর্ণবিদ্বেষী কোন কার্যক্রমকে সাহায্যের বিধানকেও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করবে;

খ. বর্ণবৈষম্যকে সহায়তা ও প্ররোচিত করে এমন সংগঠন এবং সংগঠিত ও অন্যান্য প্রচারণা কার্যক্রমকে বেআইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে এবং এই ধরনের সংগঠন কিংবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

গ. জাতীয় বা আঞ্চলিক সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ণবৈষম্যকে সহায়তা বা প্ররোচনা দিতে অনুমতি দেবে না।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণার কতিপয় ধারা

মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা

অনুচ্ছেদ ১ ঃ সকল মানুষ স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদ, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোন পদমর্যাদা/অবস্থানের কারণে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না। এমনকি কোন ব্যক্তি স্বাধীন দেশের অধিবাসী হোক বা না হোক সবাই এই অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়া অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার।

আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ ১৯৬৬

অনুচ্ছেদ ২৭

যেসব দেশে জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু রয়েছে, সেসকল সংখ্যালঘুর নিজেদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা, ধর্ম প্রচার ও পালন এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না।

সর্বজনীন ইসলামিক মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৮১

ধারা-১০ : সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার

ক. ‘ধর্ম পালনে কোন জবরদস্তি নাই’ কোরানের এই নীতির আলোকে সংখ্যালঘু অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।

খ. কোন মুসলিম দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী তাদের নাগরিক (Personal) ও দেওয়ানি (Civil) সংক্রান্ত বিষয়াবলি ইসলামি আইন অথবা সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

অনুচ্ছেদ - ৩০ ঃ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা চর্চার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে।

CCBVO
সিভো

সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও)
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী-৬২০১।
সেল ফোনঃ ০১৭১১-২৭৪২৭৮, ইমেল : ccbvo_rajshahi@yahoo.com